ভূমিকা

গ্রন্থাদি রচনা করা সহায় সম্পত্তি হীন মাদৃশ ব্যক্তির পক্ষে বিশেষ বিড়ম্বনা, সন্দেহ নাই। আমি ...কুসুমসঙ্ক নামক ... খান গ্রন্থ রচনা করিয়া তাহার ... হইয়াছি। তজ্জন্য ... সদাশয়েরই আশ্রয় প্রার্থনা করিয়াছিলাম, কিন্তু নিরাশ্রয়ের আশ্রয় প্রদানে অনেকেই কুণ্ঠিত হইয়াছেন। অ... উক্ত গ্রন্থের মুদ্রাঙ্কণ ঋণ যন্ত্রণায় নূতন পুস্তকাদি রচনা দূরে থাকু মসী ও লেখনী ... উৎসাহ হইত না। আমার এতাদৃশ ... অবলোকনে নিমতলা নিবাসী অশেষ গুণাকর শ্রীযুক্ত বাবু ভুবনচন্দ্র বসাক মহোদয় বহুধা উপদেশের সহিত বিশেষ উৎসাহ প্রদানে পূর্ব্বারব্ধ এই দ্বাদশ শিশুর বৃত্তান্ত মৎকর্ত্তৃক সম্পন্ন করাইয়া সংশোধন করতঃ নিজ প্রকাশিত জ্ঞানরত্নাকর ...ত্রিকায় ক্রমশঃ প্রকাশ করেন। ফলতঃ এতাদৃশ অনুকম্পা ব্যতীত আমার ভগ্ন মন এরূপ গুরুতর কার্য্য করিতে কখনই সমর্থ হইত না। এক্ষণে কয়েকজন মহাত্মা ও ভুবন বাবুর অর্থ সাহায্যে পুস্তক খানি মুদ্রাঙ্কিত হইল।

ভূমিকা

গ্রন্থাদি রচনা করা সহায় সম্পত্তি হীন মাদৃশ ব্যক্তির পক্ষে বিশেষ বিড়ম্বনা, সন্দেহ নাই। আমি ইতঃপূর্ব্বে জয়বসন্ত নামক একখানি গ্রন্থ রচনা করিয়া তাহার [illegible] হইয়াছি। তজ্জন্য [illegible] আশ্রয় প্রার্থনা করিয়াছিলাম, কিন্তু [illegible] গ্রন্থের আশ্রয় প্রদানে অনেকেই কুণ্ঠিত হইয়াছেন। অতএব উক্ত গ্রন্থের মুদ্রাঙ্কণ ঋণ যন্ত্রণায় নূতন পুস্তকাদি রচনা দূরে থাকুক মসী ও লেখনী [illegible] উৎসাহ হইত না। আমার এতাদৃশ [illegible] অবলোকনে [illegible] নিবাসী অশেষ গুণাকর শ্রীযুক্ত বাবু ভুবনচন্দ্র বসাক মহোদয় বহুধা উপদেশের সহিত বিশেষ উৎসাহ প্রদানে পূর্ব্বারব্ধ এই দ্বাদশ শিশুর বৃত্তান্ত মৎকর্ত্তৃক সম্পন্ন করাইয়া মহোদয় স্বয়ংই নিজ প্রকাশিত জ্ঞানরত্নাকর [illegible] ক্রমশঃ প্রকাশ করেন। বস্তুতঃ এতাদৃশ অনুকম্পা ব্যতীত আমার ভগ্ন মন একপ গুরুতর কার্য্য করিতে কখনই সমর্থ হইত না। এক্ষণে কয়েকজন মহাত্মা ও ভুবন বাবুর অর্থ সাহায্যে পুস্তক খানি মুদ্রাঙ্কিত হইল।

বিশেষ নীতি ও সদ্গুণ বিশিষ্ট একলভ্য, ব[illegible] বলি, বৃষকেতু, অভিমন্যু প্রভৃতি দ্বাদশ শিশুর জীবন বৃত্তান্ত দ্বাদশ ছন্দে বিরচিত হইয়া এই গ্রন্থের নিবেশিত হইয়াছে। এতৎ পাঠে বালকগণের নীতি শিক্ষার বিশেষ উপকার হইতে পারে [illegible] করিতে যথাসাধ্য যত্ন [illegible] করি নাই। এক্ষণে বঙ্গ বিদ্যালয়ের ছাত্রগণের [illegible] পাঠের কিঞ্চিৎ সাহায্য হইলেই সমুদায় পরিশ্রম সফল বিবেচনায় চরিতার্থ হইব।

কুমারখালি।
১২৬১ সাল মাঘ। } শ্রীহরিনাথ মজুমদার।

সূচীপত্র।

অষ্টম শিক্ষা।

নবম শিক্ষা।

দশম শিক্ষা।

একাদশ শিক্ষা।

দ্বাদশ শিক্ষা।

দ্বাদশ শিশুর বিবরণ।

একাদশ শিশু।

নিমাই। (১)

যমক ত্রিপদী।

পণ্ডিত মণ্ডিত অতি, নবদ্বীপ স্থান।
তথা অধিষ্ঠান, ধীমান শ্রীমান,
মিশ্র জগন্নাথ নাম॥
শচী নামে দারা তাঁর; শচী তুল্য সতী।
পতি গতি মতী, প্রীতি পতি প্রতি,
দয়া ধর্ম্ম পুত্রবতী॥

(১) উপরে যে মহাত্মার নাম লিখিত হইয়াছে ইহার দ্বিতীয় নাম গৌরাঙ্গ। ইনি জিতেন্দ্রিয় ও তত্ত্বজ্ঞানী ছিলেন, এবং ইহার প্রদর্শিত পথ যুক্তিসিদ্ধ ও পরম পবিত্র তাহার সন্দেহ নাই। কেবল কুটিল গ্রন্থকারদিগের স্বকপোল কল্পিত জটিল বর্ণনা দ্বারা উৎকৃষ্ট প্রভাব সমুদায় অপ্রকাশিত হইয়া নানা প্রকার রূপক ও কাব্যভাবেরই ঔজ্জ্বল্য প্রকাশ পাইয়াছে। বস্তুতঃ

নিমাই বিখ্যাত পুত্র, সুপবিত্র ধাম। (১)
কশিত সুবর্ণ, হ্রাসিত সুবর্ণ,
এ হেতু গৌরাঙ্গ নাম ॥

ও উচ্চারণ আশু সর্ব্ববাদী সম্মত হইবে না সুতরাং তাহাতে অভিপ্রায় সিদ্ধ না হইয়া বরং অনিষ্টেরই সম্ভাবনা। গৌরাঙ্গ এই বিবেচনায় বহুল আয়াস স্বীকার করতঃ বেদান্তর্গত হরিঃ শব্দ আবিষ্কৃত পূর্ব্বক লোকদিগকে গ্রহণ করিতে সর্ব্বদা আহ্বান করিতেন। এতৎ ব্যতীত তিনি অন্য কোন নাম গ্রহণ করিতে লোকদিগকে আহ্বান করেন নাই। কেবল গ্রন্থকারদিগের কাপট্য বর্ণনেই তাহা অন্যতর-বাহুল্যরূপ বর্ণিত হইয়াছে। অনন্তর উক্ত গ্রন্থেরও মর্ম্মানুবোধে অনেকে অসমর্থ হওয়ায় নেড়া নেড়ী প্রভৃতি নানা সম্প্রদায় দিন দিন বদ্ধমূল হইয়া অকলঙ্কিত ধর্ম্মে কলঙ্কারোপ করিতেছে। উক্ত কারণেই অনেকে গৌরাঙ্গের নাম শ্রবণ মাত্র কোপাবিষ্ট হইয়া উঠেন এবং বহুবিধ দোষারোপ পূর্ব্বক অশ্রদ্ধা প্রকাশ করিয়া থাকেন। বাস্তবিক সূক্ষ্ম বিচার করিয়া দেখিলে গৌরাঙ্গ মহান পুরুষ ছিলেন যাহা হউক এক্ষণে মহাত্মা গৌরাঙ্গের যথার্থ চরিত্রের বিষয় প্রকাশ করিতে প্রবৃত্ত হইতেছি। রচনা কালে কিঞ্চিৎ বাহুল্যতা প্রকাশ পাইয়া থাকে পাঠক মহোদয়গণ বিরক্ত না হইয়া কৃপাবলোকনে তদ্দোষ মার্জ্জনা করিবেন ইতি।

১ শরীর।

অক্রোধ সুবোধ শিশু, শিশুকাল হতে।
বুদ্ধি মেধাবতী, দয়া ভক্তি অতি,
ছিল স্বভানুমতে ॥
সমস্কৃত সমস্কারে, পরিস্কৃত মন।
গুরু অভিমত, জ্ঞান শাস্ত্র কত,
স্মৃতি বেদ অধ্যয়ন ॥
তন্ত্র বেদ পুরাণাদি, নানা মতান্তর।
দ্বিধা অসামান্য, কোন্‌টি প্রামাণ্য,
এই চিন্তা নিরন্তর ॥
করি তর্ক বিতর্কাদি, সিদ্ধান্ত বিস্তর।
তত্ত্বজ্ঞান শশী, অজ্ঞান তমসী,
করিল হৃদয়ান্তর ॥
ঐশ্বরিক কিন্তু তিনি, নির্ব্বিকার ময়।
নানা অবতার, যে দেখি প্রচার,
অধোর প্রবোধ হয় ॥
ধর্ম্মের স্বরূপ তার, অন্য রূপ নয়।
দয়া এই ধর্ম্ম, হিংসা পাপ কর্ম্ম,
কর্ম্ম কাণ্ড ভ্রমময় ॥
জাতি ভেদ যে প্রভেদ, পূর্ণ অহঙ্কার।
পৃথিবী মণ্ডলে, নরাদি সকলে,
এক জাতি একাকার ॥

এই রূপ জ্ঞান চন্দ্র, হৃদয়ে উদয়।
দেশ কি বিদেশ, দিতে উপদেশ,
মনে করেন নিশ্চয় ॥
ওঁকার উচ্চারণ, আশু কষ্ট কর।
করি বহির্গত, বেদ অন্তর্গত,
হরি শব্দ মনোহর ॥
জীবে দিতে উপদেশ, হলেন নিবেশ।
হরি বলে যারা, হইলেক তারা,
ভক্ত শব্দতে নির্দ্দেশ ॥—
অদ্বৈত গোস্বামী প্রভু, শান্তিপুরে বাস।
এই তত্ত্ব জানি, মহত্ত্ব মানি,
নবদ্বীপেতে প্রকাশ ॥
নির্ব্বিকার মন তাঁর, শূন্য অহঙ্কার।
ভজন কি বল, সদা উচ্চারণ,
অভয় চিত্তে ওঁকার ॥
কভু নানা জাতি পুষ্প, করি আহরণ।
মস্তকে অর্পিয়া, বলেন ডাকিয়া,
এই ব্রহ্ম নিকেতন ॥
নিত্যানন্দ নামে এক, পুরুষ প্রধান।
রাঢ় দেশে বাস, শুনি এই ভাব,
নবদ্বীপ অধিষ্ঠান ॥

অক্রোধ সুবোধ তিনি, জিতেন্দ্রিয় অতি।
করিলে প্রহার, আনন্দ তাহার,
দ্বেষ হিংসা শূন্য মতি।

এই রূপে অনুক্রমে, নানা জন গণ।
নিমাই দর্শিত, পথে উপনীত,
কার না শুনে বারণ॥

যে জাতি সে জাতি হোক, নাহিক বিচার।
হরিনাম দিলে, ভক্তগণ মিলে,
করে একত্রে আহার।

তাহার প্রমাণ এই, আছে বিদ্যমান।
অপরে প্রকাশ, যিনি হরিদাস,
তিনি যবন সন্তান॥

এই রূপে এক জাতি, হরি ভক্তগণ।
ক্রমেই স্বদল, হইল প্রবল,
সদা ধর্ম্ম আচরণ॥

শ্রাদ্ধ আদি কর্ম্ম কাণ্ড, কিছু নাহি রয়।
অথিতি সেবন, অনেকে ভোজন,
এই মহোৎসব হয়॥

করেন অদ্বৈত প্রভু, হরির ওঁকার।
ভক্তগণ সবে হরি হরি রবে;
ধায় পশ্চাতে তাঁহার॥ —

নিত্যানন্দ গৌরাঙ্গ, বল্লেন দুজন
ওরে ভ্রান্ত জীব, না চিন্তিলে শিব,
ভ্রমে হইয়া পতন ॥
কুটিলের শাস্ত্র কূটে, আছরে জড়িত
মুক্তি পথ যাহা, না দেখিলে তাহা,
কর্ম্ম কাণ্ডে বিমোহিত।
ভ্রম কূপ পরিহরি, উঠ জ্ঞান রথে
কর হরিনাম, শুদ্ধ হবে ধাম,
যাবে নিবৃত্তির পথে ॥
কল্পিত কণ্টক শাস্ত্রে, খিন্ন কলেবর
নাহিক চেতন, কুপথে ভ্রমণ,
জীব কর নিরন্তর ॥
মায়া মোহ পাশে বদ্ধ, স্থূলে সদা ভুল
আসি পর দেশ; ভাবিয়া স্বদেশ,
একি দ্বেষাদ্বেষ মূল ॥
সুন্দর আকৃতিবান্, প্রকৃতি বিরূপ
অসার সংসার, আমার আমার,
ওরে এ রীতি কি রূপ ॥
ওজাতি বিজাতি হয়, স্বজাতীয় নয়
মরিলে তোমায়, কি ভেদ তোমায়,
নাই দুটি পরালয় ॥ (১)

এক রূপ এক দেহ, ভিন্ন কেহ নয়।
দেখ ঐক্য সব, দেখ এক রব,
মলে এক সব হয় ॥

যত ভেদাভেদ তত্ত, বাড়ে অভিমান।
না হলে নির্ম্মল, সাধন নিস্ফল,
তবে কিসে হবে ত্রাণ ॥

কৃতাঞ্জলি হয়ে বলি, ভক্ত জ্ঞান মতে।
ত্যজিয়া বিবাদ, পর পরিবাদ,
এস এস ভক্ত পথে ॥

ত্যজিয়া কামনা পথ, ভক্ত পথ ধর।
পরে ক্রমে ক্রমে, ইন্দ্রিয় সংযমে,
মন নির্ব্বিকার কর ॥

হরি অন্য বোল সদা, হরি হরি বল।
বিনে হরি বল, ভবের মঙ্গল,
যাহা ভাব সে বিফল ॥

ভ্রান্তি তরু বদ্ধ মূল, আছে দেহ ময়।
মরণ যখন, ডাকিলে তখন
বিভু হবেন সদয় ॥

বিচার করিয়া দেখ, উচিত কি নয়।
অজপা তখন, অজপা যখন,
ক্রমে ক্রমে হবে ক্ষয় ॥

ভয়ঙ্কর কালে হরি, কে বলিবে বল্।
যদি বন্ধু জনে, শুনায় শ্রবণে,
তাতে তোমার কি ফল।।
ইন্দ্রিয় অবশ হবে, অধীর জীবন।
শ্বাস জ্ঞান হীন, দেহ পরাধীন,
ব্যাকুল সঙ্কটে মন।।
কৃতাঞ্জলি হয়ে বলি, থাকিতে সবল।
এস এস ভাই, হরি গুণ গাই,
ভবে হইবে মঙ্গল।।
এই রূপ উপদেশ, করি বিতরণ।
বিপিন কি ঘাটে, জন পদ মাঠে,
সদা করেন ভ্রমণ।
জাতি ভেদ নাই মনে, যারে দেখা পান।
দিয়া উপদেশ, হরি নাম শেষ,
কর্ণে করেন প্রদান।।—
গৌরাঙ্গের দল বল, বৃদ্ধি দিন দিন।
নাহি বুঝি মর্ম্ম, লোপ হল ধর্ম্ম,
শাক্ত সবে কোপাধীন।।
অনিষ্ট করিতে চিন্তা, করে নিরন্তর।
মনাশঙ্কুচিত, না হয় চলিত,
গৌরাঙ্গের যে অন্তর।।

যদি কেহ দেহ বলে, বলে কটু ভাষ।
হরি বল ভাই, বলেন নিমাই,
প্রহারিলে বাড়ে হাস ॥
জগাই মাধাই নামে, ভাই দুই জন।
দ্বেষে ক্রোধ আঁধা, কলসীর কাঁধা,
বলে করিল ক্ষেপণ ॥
অক্রোধ নিত্যানন্দের, কপালে ফুটিল।
রক্ত ধারা বয়, তবু ডেকে কয়,
যা হইবার হইল ॥
ভয় নাই ওরে ভাই, জগাই মাধাই।
আয়ুঃ হল শেষ, ত্যজ দ্বেষাদ্বেষ;
এস হরিগুণ গাই ॥
অমায়িক ভাব দেখি, অতি চমৎকার।
দুভাই অবোধ, পাইল প্রবোধ,
গেল মনের আঁধার ॥
নিত্যানন্দের নিকটে, করিয়া গমন।
হরি নাম সুধা, পানে হরে ক্ষুধা,
দ্বেষাদ্বেষ বিসৰ্জ্জন ॥
এ রূপে গৌরাঙ্গ করি, প্রেম বিতরণ।
ভক্তগণ সনে, আনন্দিত মনে,
সদা করেন কীর্ত্তন ॥—

রাম অবহিত মনে, রাম অবহিত মনে।
রাজ-কার্য্য করিতেন, অমাত্যের সনে॥
যথা কাল অবশেষে, যথা কাল অবশেষে।
ভ্রাতৃ ত্রয় সীতা সহ, সুখালাপ শেষ॥
কালক্রমে জানকীর, কালক্রমে জানকীর।
গর্ভের লক্ষণ হয়, দুর্ব্বল শরীর॥
তাহা দেখিয়া রামের, তাহা দেখিয়া রামের।
রাম জননীর সীমা, নাই আহ্লাদের॥
রাজ ভবন ভুবন, রাজ ভবন ভুবন
অচিরে অপত্য আশে, আমোদে পূরণ॥
পরে কিছু দিনান্তর, পরে কিছু দিনান্তর।
যজ্ঞ অনুষ্ঠানে, ঋষ্যশৃঙ্গ ঋষিবর॥
রাম পরিবার সনে, রাম পরিবার সনে।
রামচন্দ্র নিমন্ত্রণ. করেন যতনে॥
সীতা সুন্দরী তখন, সীতা সুন্দরী তখন।
পূর্ণ গর্ভা অলসিতা, বিচলিতা মন॥
এই অনুরোধে রাম, এই অনুরোধে রাম।
সলক্ষণ রহিলেন, আপনার ধাম॥
যেতে ছিল না মনন, যেতে ছিল না মনন।
জামাতার নিমন্ত্রণ, রক্ষার কারণ॥

বৃদ্ধ মহিষী সকল, বৃদ্ধ মহিষী সকল

যজ্ঞে যান অরুন্ধতী, বশিষ্ঠ কেবল ॥

পূর্ব্বে কতিপয় দিন, পূর্ব্বে কতিপয় দিন।

তনয়া দেখিতে রাজা; জনক প্রবীণ ॥

আসি অযোধ্যা নগর;আসি অযোধ্যা নগর।

নন্দিনীর গর্ভ হেরি, আনন্দ অন্তর ॥

যজ্ঞে কৌশল্যা প্রভৃতি,যজ্ঞে কৌশল্যা প্রভৃতি।

গমন করিলে তিনি, করিলেন গতি ॥

অগ্রে যায় শ্বশ্রূ জন, অগ্রে যায় শ্বশ্রূ জন।

পিতার বিরহে সীতা, বিচলিত মন ॥

ভগ্ন হয় দুই স্নেহ, ভগ্ন হয় দুই স্নেহ।

বিরহে বিদগ্ধা অতি, বৈদেহীর দেহ ॥

পূর্ণ গর্ভ অবস্থায়, পূর্ণ গর্ভ অবস্থায়।

শোক মোহ ভয় আদি, অনিষ্ট ঘটায় ॥

সীতা সান্ত্বনা কারণ; সীতা সান্ত্বনা কারণ।

উপস্থিত রন রাম, সুদত সদন ॥

রাম রাজীবলোচন, রাম রাজীবলোচন।

সীতার সমীপে সুখে, করেন বঞ্চন ॥

তথা করিয়া গমন, তথা করিয়া গমন।

প্রতিহারী নম্র শিরে, করে নিবেদন ॥

অষ্টাবক্র মুনিবর, অষ্টাবক্র মুনিবর।
দ্বারে উপস্থিত হন্, সাক্ষ্যাতান্তর ॥
হলে তব অনুমতি, হলে তব অনুমতি।
সাক্ষ্যাতে বলেন সব, সংবাদ ভারতী ॥
ব্যগ্র হলেন তখন, ব্যগ্র হলেন তখন।
জানকী ধানকী রাম, করিয়া শ্রবণ ॥
তথা তাঁহাকে ত্বরায়, তথা তাঁহাকে ত্বরায়।
আনিতে রাম আদেশে, প্রতিহারী ধায় ॥
সঙ্গে করি ঋষিবরে, সঙ্গে করি ঋষিবরে।
উপস্থিত প্রতিহারী, রামের গোচরে ॥
অষ্টাবক্র ঋষিবর, অষ্টাবক্র ঋষিবর।
আশীর্ব্বাদ করিলেন, শ্রীরামে বিস্তর ॥
রাম জানকী তখন, রাম জানকী তখন।
প্রণাম করিয়া দেন, বসিতে আসন ॥
ঋষ্যশৃঙ্গের কুশল, ঋষ্যশৃঙ্গের কুশল।
জিজ্ঞাসেন রঘুনাথ, মুনিকে সকল ॥
সীতা জিজ্ঞাসা করেন, সীতা জিজ্ঞাসা করেন
মম গুরুজন মুনি, কেমন আছেন ॥
তপোবনের কুশল, তপোবনের কুশল।
অষ্টাবক্র বিজ্ঞাপন, করিয়া সকল।

করি সীতা সম্ভাষণ, করি সীতা সম্ভাষণ।
বশিষ্ঠের কথা গুলি, বলেন তখন ৷।
দেবি ! কর অবধান, দেবি ! কর অবধান।
আপনাকে বলেছেন, বশিষ্ঠ ধীমান ৷।
বিশ্বম্ভরা ভগবতী, বিশ্বম্ভরা ভগবতী।
তোমাকে জঠরে ধরি, প্রসবেন সতী ৷।
পিতা জনক তোমার, পিতা জনক তোমার।
সুসাক্ষ্যাৎ প্রজাপতি, সর্ব্ব গুণাধার ৷।
রাজ-কুলের প্রধান, রাজ-কুলের প্রধান।
বধূ হইয়াছ তুমি, প্রার্থনা কি আন ৷।
তবে দিবা যামিনী, তবে দিবা যামিনী।
আমার বাসনা, হও বীর প্রসবিনী।
সীতা করিয়া শ্রবণ; সীতা করিয়া শ্রবণ।
লজ্জায় অঞ্চল দিয়া, ঢাকেন বদন ৷।
রাম নাই যার পর, রাম নাই যার পর।
হর্ষিত হইয়া মনে, করেন উত্তর ৷।
হবে পূর্ণ মনোসাধ, হবে পূর্ণ মনোসাধ।
ভগবান্ বশিষ্ঠের, শুভ আশীর্ব্বাদ ৷।
অষ্টাবক্র মুনি পরে, অষ্টাবক্র মুনি পরে।
সম্বোধন করি কন, রাম রঘুবরে ৷

রাম কর হে শ্রবণ, রাম কর হে শ্রবণ
শান্তা অরুন্ধতী, আর বৃদ্ধ রাণিগণ॥
বলেছেন বার বার, বলেছেন বার বার
পরিপূর্ণ হয় যেন, বাসনা সীতার॥
শুনে বলিলেন রাম, শুনে বলিলেন রাম
জানাইয়া তাঁহাদিকে, আমার প্রণাম॥
মুনি বলিবেন এই, মুনি বলিবেন এই
যখন সীতার সাধ, হইতেছে সেই॥
রাম করিয়া বিধান, রাম করিয়া বিধান।
সদা করে সম্পাদন, থাকি সন্নিধান॥
অষ্টাবক্র অনন্তর, অষ্টাবক্র অনন্তর।
সম্বোধন করি। কন, রামের গোচর॥
যাহা বশিষ্ঠ ধীমান, যাহা বশিষ্ঠ ধীমান।
বলেছেন স্থির চিত্তে, কর অবধান॥
রাম তুমিহে বালক, রাম তুমিহে বালক।
অল্পদিন হইয়াছ, ভূলোক পালক॥
সদা প্রজার রঞ্জন, সদা প্রজার রঞ্জন,
অবহিত মনে রাম, করিবে সাধন॥
প্রজা রঞ্জন সম্ভুত, প্রজা রঞ্জন সম্ভুত।
রঘুকুল কীর্ত্তি এই, নির্ম্মল অদ্ভুত॥

রাম বল্লেন তখন, রাম বলেন তখন।
তাঁহার আদেশ করি, শিরেতে ধারণ ॥
ওহে মুনি গুণধাম, ওহে মুনি গুণধাম।
বলিবেন তাঁরে এই, জানায়ে প্রণাম ॥
প্রজা রঞ্জন কারণ, প্রজা রঞ্জন কারণ।
সুখভোগে যদি দিতে, হয় বিসর্জ্জন ॥
প্রাণপ্রিয়া জানকীর, প্রাণপ্রিয়া জানকীর।
পরিত্যাগে আমি, কভু না হই অধীর ॥
সীতা শুনি এ বচন, সীতা শুনি এ বচন।
সন্তোষে রামের প্রতি, বলেন তখন ॥
নাহি হইলে এমন, নাহি হইলে এমন।
রঘুকুল [illegible], হলো কি কারণ ॥
অষ্টাবক্র মতিমান, অষ্টাবক্র মতিমান।
আশীর্ব্বাদ করি রামে, করেন পয়াণ ॥
রাম জানকীর সনে, রাম জানকীর সনে
বিরাম করেন সুখে, অশোক কাননে ॥
করে নিদ্রা আকর্ষণ, করে নিদ্রা আকর্ষণ।
অলসিতা সীতা সতী, ফুলার্দ্ধ নয়ন ॥
প্রিয় সম্ভাষণে রাম, প্রিয় সম্ভাষণে রাম।
বলেন ক্ষণেক প্রিয়া, করহ বিরাম ॥

নিদ্রা যাও কুতূহলে, নিদ্রা যাও কুতূহলে।
তব ভুজলতা বদ্ধ, থাক মম গলে॥
দুটি বাহু বল্লী দিয়া, দুটি বাহু বল্লী দিয়া।
ধরেন রামের গলা, সীতা শিহরিয়া॥
স্পর্শ সুখ সুধাময়, স্পর্শ সুখ সুধাময়।
উত্তাপে উদ্বেল রাম, প্রেম সিন্ধু হয়॥
রাম বদন সুধায়, রাম বদন সুধায়।
পিপাসিতা হয়ে সীতা, সঘনে পিয়ায়॥
নানা বাক্য ব্যয় পর, নানা বাক্য ব্যয় পর।
শয়নে সীতা সতীর, হইল অন্তর॥
করি যযন বিস্তার, করি যযন বিস্তার।
সীতাকে বলেন রাম এ শয্যা তোমার॥
অন্য শয্যা নাই আর, অন্য শয্যা নাইআর
কিসে নিদ্রা যাবে প্রিয়া, নিরূপায় তার॥
যবে হলো পরিণয়, যবে হলো পরিণয়।
শৈশবে যৌবনে বনে, যাহা শয্যা রয়॥
সেই জানু শয্যোপরে, সেই জানু শয্যোপরে।
সুখে নিদ্রা যাও সতী, সন্তোষ অন্তরে॥
রাম জানূপরে সীতা, রাম জানূপরে সীতা।
মস্তক বিন্যস্ত করি, হলেন নিদ্রিতা॥

রাম হয়ে এক মন, রাম হয়ে এক মন।
এক দৃষ্টে দেখিছেন, সীতার বদন॥
সীতা মুখ সুধাকর, সীতা মুখ সুধাকর।
নিরখি রামের হর্ষ, চকোর অন্তর॥
পদ্ম সীতার অধর, পদ্ম সীতার অধর।
মোহিত করিল রাম, মন মধুকর॥
দেখে জানকীর মুখ, দেখে জানকীর মুখ।(১)
ভাবেন রাঘব নাই, এরূপ স্বরূপ॥
আসি রামের সদন, আসি রামের সদন।
এই কালে প্রতিহারী, করে নিবেদন॥
দ্বারে দুর্ম্মুখ উদয়, দ্বারে দুর্ম্মুখ উদয়।
আদেশ হইলে আসি, মনোবিত্ত কয়॥
তারে আসিতে সদন, তারে আসিতে সদন।
প্রতিহারী প্রতি রাম, বলেন তখন॥
আসি রামের সম্মুখ, আসি রামের সম্মুখ।
প্রণাম দ্বিকর পুটে, দাঁড়ান দুর্ম্মুখ॥
কিবা জেনেছ সম্প্রতি, কিবা জেনেছ সম্প্রতি
জিজ্ঞাসেন রঘুপতি, দুর্ম্মুখের প্রতি॥
মহারাজ সম্বোধনে, মহারাজ সম্বোধনে।
দুর্ম্মুখ বলেছে কথা, রামের সদনে॥

(১) রূপ।

যত জনপদগণ, যত জনপদগণ।
অবিরত করে তব, সুখ্যাতি কীর্ত্তন ॥
রাম করিয়া শ্রবণ, রাম করিয়া শ্রবণ।
দুর্ম্মুখে বলেন তব, এরীতি কেমন ॥
বল যদি কোন জন, বল যদি কোন জন।
করে থাকে সঙ্গোপনে, দোষের কীর্ত্তন ॥
প্রতি বিধান করিতে, প্রতি বিধান করিতে।
বিশেষ সতর্ক আমি, হইব ভাবিতে ॥
স্তুতি শ্রবণ ইচ্ছায়, স্তুতি শ্রবণ ইচ্ছায়।
নিয়োজিত কখন না, করেছি তোমায় ॥
শুনি রামের বচন, শুনি রামের বচন।
দুর্ম্মুখের শুষ্ক মুখ, না স্ফুরে কথন ॥
কহে বিকৃতি কথায়, কহে বিকৃতি কথায়।
কভু নিন্দাবাদ প্রভু, না শুনি কোথায় ॥
দেখি আকার প্রকার, দেখি আকার প্রকার।
সহজে বুঝেন রাম, গোপন তাহার ॥
রাম আকুল বচনে, রাম আকুল বচনে।
বলিছেন অপলাপ, কর কি কারণে ॥
যদি না বল উচিত, যদি না বল উচিত।
তবে যার পর নাই, হইব কুপিত ॥

কর প্রতিজ্ঞা শ্রবণ, কর প্রতিজ্ঞা শ্রবণ।
না দেখিব কভু আর, তোমার বদন॥
দেখি রামের নির্ব্বন্ধ, দেখি রামের নির্ব্বন্ধ
দুর্ম্মুখ শঙ্কিত চিত, ভাবিছে নিবন্ধ।
মনে বিবেচনা করে, মনে বিবেচনা করে।
পড়িলাম আমি কিবা, সঙ্কট সাগরে॥
মহারাজের সদনে, মহারাজের সদনে।
মহিষীর অপবাদ, বলিব কেমনে॥
আমি হতভাগ্য অতি, আমি হতভাগ্য অতি।
নতুবা এমন কর্ম্মে, কেন হবে মতি॥
আগে না করি বিচার, আগে না করি বিচার।
যখন লয়েছি আমি, এই কর্ম্ম ভার॥
হবে তখন বলিতে, হবে তখন বলিতে।
ভাবনা উচিত হয়, প্রতিজ্ঞা করিতে॥
এত ভাবিয়া অন্তরে. এত ভাবিয়া অন্তরে।
রামের নিকটে কয়, কম্প কলেবরে॥
হেথা মহিষী সাক্ষ্যাৎ, হেথা মহিষী সাক্ষ্যাৎ।
কখন কহিতে কিছু, না পারিব নাথ॥
যদি শুনিতে প্রয়াস, যদি শুনিতে প্রয়াস।
যেতে হবে মহারাজ, অন্যতর বাস॥

রাম শুনিবার তরে, রাম শুনিবার তরে।
এমন আকুল হয়ে, ছিলেন অন্তরে॥
সীতা জাগরণ কাল; সীতা জাগরণ কাল।
অপেক্ষা করিতে মনে, ভাবিয়া জঞ্জাল॥
আস্তে আপনার কর, আস্তে আপনার কর।
করিলেন জানকীর, মস্তক অন্তর।
পরে দুর্ম্মুখের সনে, পরে দুর্ম্মুখের সনে।
অবিলম্বে চলিলেন, অন্য নিকেতনে॥
রাম বলেন বচন, রাম বলেন বচন।
বল শীঘ্র আকুলিত, হইয়াছে মন॥
কহে দুর্ম্মুখ তখন, কহে দুর্ম্মুখ তখন।
রাজন যে সর্ব্বনাশ, করেছি শ্রবণ!॥
তাহা বলিব কেমনে, তাহা বলিব কেমনে।
শোণিত হইছে শুষ্ক, যে কথা স্মরণে॥
আমি শুনেছি যে রূপ, আমি শুনেছি যে রূপ।
নিবেদন করিতেছি, সকল স্বরূপ॥
করি কৃপা বিতরণ, করি কৃপা বিতরণ।
অবোধের অপরাধ, কর হে মার্জ্জন॥
বলে সকলেই প্রায়, বলে সকলেই প্রায়।
রাম রাজ্যে করি বাস, সুখের দশায়॥

কোন নৃপতি এমন, কোন নৃপতি এমন ।
না করে কৌশল দেশে, প্রণালী শাসন ॥
কোন কোন জনগণ, কোন কোন জনগণ ।
মহিষীর অপবাদ করিছে কীর্ত্তন ॥
পাপ মতি দশানন, পাপ মতি দশানন ।
পঞ্চবটী বনে সীতা, করিল হরণ ॥
এতকাল একাকিনী, এতকাল একাকিনী ।
রহেন রাবণ গৃহে, জনক নন্দিনী ॥
দ্বিধা নাহি করি মনে, দ্বিধা নাহি করি মনে
মহারাজ আনিলেন, রঙ্গিনী ভবনে ॥
দুষ্টা রমণী এমন, দুষ্টা রমণী এমন ।
হইলে প্রজার ঘরে, হবেনা শাসন ॥
দিয়া সীতার তুলনা, দিয়া সীতার তুলনা ।
পতির অবাধ্য হবে, কুলের ললনা ॥
রাজ আচার যেমন, রাজ আচার যেমন ।
কাযে কাযে ঘটিবেক, প্রজার তেমন ॥
যাহা করেছি শ্রবণ, যাহা করেছি শ্রবণ ।
বলিলাম অপরাধ, ক্ষমহে রাজন ॥
হায় বিধাতা আমার, হায় বিধাতা আমার ।
এখন দুর্ম্মুখ নাম, যথার্থ প্রচার ॥

এত করি নিবেদন, এত করি নিবেদন।
রোদন বদনে করে, বিদায় গ্রহণ ॥—
এত করিয়া শ্রবণ, এত করিয়া শ্রবণ।
ছিন্নতরু তুল্য রাম, ধূলায় পতন ॥
রাম আকুল বচনে, রাম আকুল বচনে।
বিলাপ করেন কত, ধারা দুনয়নে ॥
একি সর্ব্বনাশ আজ, একি সর্ব্বনাশ আজ।
ইহা হতে বক্ষে কেন, না পড়িল বাজ ॥
কেন না হল মরণ, কেন না হল মরণ।
আর কিবা সুখে দেহে, রয়েছে জীবন ॥
আমি বুঝিলাম সার, আমি বুঝিলাম সার।
নিতান্ত কপাল মন্দ, হয় যে আমার ॥
যদি না হবে এমন, যদি না হবে এমন।
কোথা অধিবাস মম, কোথা যাই বন ॥
মম অযশঃ কারণ, মম অযশঃ কারণ
পঞ্চবটী বনে সীতা, হরিল রাবণ ॥
অকলঙ্ক রঘুকুল, অকলঙ্ক রঘুকুল।
আমার কারণ হয়, কলুষ সঙ্কুল ॥
দুঃখ ভোগের কারণ, দুঃখ ভোগের কারণ
করেছি এবার আমি, জনম গ্রহণ।

হায়! কি করি এখন, হায়! কি করি এখন।
সীতা কি লোকাপবাদ, করিব বর্জ্জন॥
ঘটে উভয় সঙ্কট, ঘটে উভয় সঙ্কট।
মনের বেদনা বলি, কাহার নিকট॥
রাম রাজীবলোচন, রাম রাজীবলোচন।
এইরূপে করিলেন, কতই রোদন॥
নীরে ভাসে দুনয়ন, নীরে ভাসে দুনয়ন।
উপস্থিত হইলেন, জানকী সদন॥
করি বিলাপ অশেষ, করি বিলাপ অশেষ।
বলেন ক্রোধী এত, প্রণয়ের শেষ॥
আমি পামর চণ্ডাল, আমি পামর চণ্ডাল।
পাষাণে বাঁধিয়া হৃদি, হইয়াছি কাল॥
হয়ে সঙ্গিনী আমার, হয়ে সঙ্গিনী আমার।
দুদিন না সুখে গত, হইল তোমার॥
তুমি ভাবিয়া চন্দন, তুমি ভাবিয়া চন্দন।
বিষবৃক্ষ রামাধমে, করেছ বরণ॥
সেই বিষের জ্বালায়, সেই বিষের জ্বালায়।
চিরকালই জ্বলিতে, হইল তোমার॥
এত বিলাপ করিয়া, এত বিলাপ করিয়া।
মন্ত্রণা ভবনে রাম, উপস্থিত গিয়া॥—

ডেকে ভাই তিনজন, ডেকে ভাই তিনজন।
মন্ত্রণা করেন রাম, মন্ত্রণা ভবন।।
ভ্রাতৃত্রয় সন্নিধান, ভ্রাতৃত্রয় সন্নিধান।
বলিতে নারেন রাম, করুণা নিধান।
মুখে না স্ফুরে বচন, মুখে না স্ফুরে বচন।
অবিশ্রান্ত অশ্রুজল, হয় বিসর্জ্জন।।
করে ভাব নিরীক্ষণ, করে ভাব নিরীক্ষণ।
অবাক চকিত ভ্রম, ভাই তিন জন।।
ভাব না পারি বুঝিতে, ভাব না পারি বুঝিতে।
সবে লাগিলেন কত, অনিষ্ট ভাবিতে।।
অন্য কারণে অটল, অন্য কারণে অটল।
গভীর সাগর কভু, না হয় চঞ্চল।।
সবে জানিতে কারণ, সবে জানিতে কারণ।
এক দৃষ্টে চেয়ে রন, রামের বদন।।
নানা কষ্টে ভাবান্তর, নানা কষ্টে ভাবান্তর।
স্পষ্ট রূপে বলিলেন, রাম রঘুবর।।
যত জনপদগণ, যত জনপদগণ।
বলে কলঙ্কিনী সীতা, করেছি গ্রহণ।।
শুনে দহিছে হৃদয়, শুনে দহিছে হৃদয়
সীতা পরিত্যাগ আমি, করিব নিশ্চয়।।

এত বলিয়া শ্রীরাম, এত বলিয়া শ্রীরাম।
রোদন করেন নেত্রে, ধারা অবিশ্রাম॥
সবে শুনি অকস্মাৎ, সবে শুনি অকস্মাৎ।
জ্ঞান শূন্য প্রায় হৃদে, হয় বজ্রাঘাত॥
চিত্ত পুত্তলীর প্রায়, চিত্ত পুত্তলীর প্রায়।
নিরন্তর ধরা দৃষ্ট, প্রাণ শূন্যময়॥
নেত্রে ধারা দর দর, নেত্রে ধারা দর দর।
পরস্পর মুখ পানে, চান পরস্পর॥
ঝুরে নেত্র ঝর ঝর, ঝুরে নেত্র ঝর ঝর।
লক্ষণ আকুল মনে, করেন উত্তর॥
সীতা পরীক্ষা অন্তর, সীতা পরীক্ষা অন্তর।
আশ্চর্য্য করে ছিলেন, অমর কিন্নর॥
সেত গোপনীয় নয়, সেত গোপনীয় নয়।
রাক্ষস বানরগণ, জানে সমুদয়॥
সীতা শুদ্ধমতী হন, সীতা শুদ্ধমতী হন।
নিশ্চয় জানিয়া তাঁরে, করেন গ্রহণ॥
তুচ্ছতম অপবাদে, তুচ্ছতম অপবাদে।
হইবেন নিরোদয়, বলি অপরাধে॥
তাতে ধর্ম্মতঃ পতিত, তাতে ধর্ম্মতঃ পতিত।
এক যুগে পরিত্রাণ, নাহি কদাচিত॥

সব করি আলোচনা, সব করি আলোচনা।
অনুমতি কর তাই, যাহা বিবেচনা॥
আজ্ঞাধীন তিন জন, আজ্ঞাধীন তিন জন।
যে আজ্ঞা হইবে তাহা, করিব পালন॥
এই বলিয়া লক্ষ্মণ, এই বলিয়া লক্ষ্মণ।
নিরস্ত হইলে রাম, বলেন তখন॥
সীতা শুদ্ধমতী হয়, সীতা শুদ্ধমতী হয়।
তাহাতে আমার কিছু, নাহিক সংশয়॥
যদি আসি অযোধ্যায়, যদি আসি অযোধ্যায়
নিয়োজিত করিতাম, সীতা পরীক্ষায়॥
তাহা হলে প্রজাগণ, তাহা হলে প্রজাগণ।
এ রূপ সন্দেহ নাহি, করিত কখন॥
দোষ না হয় প্রজার, দোষ না হয় প্রজার।
বুদ্ধি দোষ ভাগ্য দোষ, সকলি আমার॥
প্রজা করিতে রঞ্জন, প্রজা করিতে রঞ্জন।
ধর্ম্ম সাক্ষী করি রাজ্য, করেছি গ্রহণ॥
রাজা হয়ে যেই জন, রাজা হয়ে যেই জন।
প্রজার সন্তোষ কভু, না করে সাধন॥
রাজা না বলি তাহায়, রাজা না বলি তাহায়।
প্রজার সন্তোষহারী, ভূপতি কথায়॥

সীতা অসতী বলিয়া, সীতা অসতী বলিয়া।
রাখিয়াছে প্রজাগণ, নিশ্চয় করিয়া ॥
বলে অসতীর পতি, বলে অসতীর পতি।
করিবে অশেষ ঘৃণা, না রবে ভকতি ॥
হতে লোক ঘৃণাস্পদ, হতে লোক ঘৃণাস্পদ।
মরণ লোকের হয়, উত্তম সম্পদ ॥
প্রজারঞ্জন কারণ, প্রজারঞ্জন কারণ।
জীবন করিতে আমি, পারি সমর্পণ ॥
ভাই প্রাণাধিক তিন, ভাই প্রাণাধিক তিন।
এই অনুরোধে পারি করিতে বিহীন ॥
সবে করি সে বিচার, সবে করি সে বিচার।
দেখ সীতা পরিত্যাগ, দুরূহ কি আর ॥
যদি থাকে দয়া-স্নেহ, যদি থাকে দয়া-স্নেহ।
এ বিষয়ে প্রতিবাদী, না হইও কেহ ॥
সীতা অথবা জীবন, সীতা অথবা জীবন।
উভয়ের এক আমি, করিব বর্জ্জন ॥
রাম কমললোচন, রাম কমললোচন।
এত বলি নত শিরে, করেন রোদন ॥—
সাধু সুমিত্রা কুমার, সাধু সুমিত্রা কুমার।
কাতর হইয়া রামে, বলেন আবার ॥

যদি এত ছিল মনে, যদি এত ছিল মনে,
বনে বনে কাঁদিলাম, তবে কি কারণে॥
শেষ হবে এ ঘটন, শেষ হবে এ ঘটন
সুগ্রীবে বলিলে মিতে, তবে কি কারণ॥
যদি সীতে দিবে বন, যদি সীতে দিবে বন।
বাঁধিলে অপার সিন্ধু, তবে কি কারণ॥
চৌদ্দবর্ষ অনশনে, চৌদ্দবর্ষ অনশনে
আমি রহিলাম তবে, কাহার কারণে॥
দুঃখে দহিছে জীবন, দুঃখে দহিছে জীবন।
হৃদে ধরি শক্তিশেল, কাহার কারণ॥
রাম করিয়া শ্রবণ, রাম করিয়া শ্রবণ।
লক্ষ্মণের পরিতাপ, বলেন বচন॥
বৃথা ক্ষোভ পরিহরি, বৃথা ক্ষোভ পরিহরি।
সাবধানে কর ভাই, আদেশ যে করি॥
যেতে মুনি তপোবনে, যেতে মুনি তপোবনে
ইতি পূর্ব্বে ইচ্ছা হয়, জানকীর মনে॥
সেই ব্যাপদেশ ছলে, সেই ব্যাপদেশ ছলে।
জানকীরে বনবাস, দিবে সুকৌশলে॥
সীতা করিবে বর্জ্জন, সীতা করিবে বর্জ্জন।
মহাঋষি বাল্মীকির, আশ্রম সদন॥

তাহা হইলে আমার, তাহা হইলে আমার।
প্রীতি সম্পাদন করা, হইবে তোমার ॥
আমি হব অসন্তোষ, আমি হব অসন্তোষ।
আপত্তি করিয়া দিলে, এ বিষয়ে দোষ ॥
হলে নিশি অবসান, হলে নিশি অবসান।
আদেশানুযায়ী কার্য্য, করিবে শ্রীমান্ ॥
এই অনুরোধ আর, এই অনুরোধ আর।
যে অবধি না হইবে, ভাগিরথী পার ॥
আমি করি পরিহার, আমি করি পরিহার।
ইহা না জানিতে পারে, জানকী আমার ॥
তব সদয় হৃদয়, তব সদয় হৃদয়।
সেই হেতু সাবধান, করিনু নিশ্চয় ॥
এই বলিয়া শ্রীরাম, এই বলিয়া শ্রীরাম।
বিলাপ করেন কত, ধারা অবিশ্রাম ॥
সীতা করিতে বর্জ্জন, সীতা করিতে বর্জ্জন।
সুদৃঢ় প্রতিজ্ঞা দেখি, ভাই তিন জন ॥
নিরাপত্তি হয়ে রন, নিরাপত্তি হয়ে রন।
হৃদি ভাসে আঁখি নীরে, শোকে দহে মন ॥
রাম ভাই তিন জনে, রাম ভাই তিন জনে।
বিদায় করিয়া যান, বিশ্রাম ভবনে ॥

এই রূপে চারি জন, এই রূপে চারি জন।
অসুখে করেন তারা, রজনী যাপন ॥—
নিশি বিভাত হইল, নিশি বিভাত হইল।
অরুণ তরুণ হয়ে, গগণে উঠিল ॥
শাখোপরে পাখিগণ, শাখোপরে পাখিগণ:
করে গান সুমধুর, হরে প্রাণ মন ॥
বহে শীতল পবন, বহে শীতল পবন
নিশির শিশির হয়, ভূতলে পতন ॥
পেয়ে দিবাকর কর, পেয়ে দিবাকর কর।
ফুটিল কুসুম বনে, ছুটিল ভ্রমর ॥
দিবা করি দরশন, দিবা করি দরশন।
সারথিকে বলিলেন, সুবোধ লক্ষ্মণ ॥
রথ করহে সাজন, রথ করহে সাজন।
আর্য্যা জানকী যাবেন, মুনি তপোবন ॥
পেয়ে লক্ষ্মণ আদেশ, পেয়ে লক্ষ্মণ আদেশ।
প্রস্তুত করিতে রথ, সুমন্ত্র প্রবেশ ॥
পরে সুমিত্রা নন্দন, পরে সুমিত্রা নন্দন।
গমন করেন ত্বরা, সীতার সদন ॥
দেখিলেন ধরা সুতা, দেখিলেন ধরা সুতা।
তপোবন দরশনে, আছেন প্রস্তুতা ॥

আর্য্যা করি সম্বোধন, আর্য্যা করি সম্বোধন।
সৌমিত্রেয় বন্দিলেন, সীতার চরণ ॥
চিরজীবী চিরসুখী, চিরজীবী চিরসুখী।
আশীর্ব্বাদ করিলেন, সীতা বিধুমুখি ॥
আর্য্যা করি সম্বোধন, আর্য্যা করি সম্বোধন।
তপোবনে চল দেবী, বলেন লক্ষ্মণ ॥
সীতা সন্তোষ বদনে, সীতা সন্তোষ বদনে।
বন-প্রীত দ্রব্যগণ, দেখান লক্ষ্মণে ॥
বনে মুনি কন্যাগণে, বনে মুনি কন্যাগণে।
বসন ভূষণ দিব, করিয়াছি মনে ॥
মনে ছিলনা কখন, মনে ছিলনা কখন।
আর্য্যপুত্র করিলেন, বাসনা পূরণ ॥
বলি সরল অন্তরে, বলি সরল অন্তরে।
রাম হেন পতি যেন, পাই জন্মান্তরে ॥
রথ হয়েছে প্রস্তুত, রথ হয়েছে প্রস্তুত।
প্রতিহারী আসি বলে, করি করযুত ॥
সীতা আহ্লাদিত মনে, সীতা আহ্লাদিত মনে।
উঠিলেন দিব্যরথে লক্ষ্মণের সনে ॥
ত্যজে অযোধ্যা ভবন, ত্যজে অযোধ্যা ভবন।
জনপদ মাঝে রথ, করিল গমন ॥

বায়ু বেগে যায় রথ, বায়ু বেগে যায় রথ।
দেখি স্বতঃসিদ্ধ শোভা, পূর্ণ মনোরথ ॥
বিল ঝিল সরোবর, বিল ঝিল সরোবর।
নদ নদী উপবন, ভবন সুন্দর ॥
পশু পক্ষী ফল ফুল, পশু পক্ষী ফল ফুল।
নানা স্থানে নানা রূপ, ভুবনে অতুল ॥
সীতা এমন সময়, সীতা এমন সময়।
হইলেন অকস্মাৎ, আকুল হৃদয় ॥
ডেকে লক্ষ্মণ তখন, ডেকে লক্ষ্মণ তখন।
বলিছেন সীতা সতী, এ কি কেমন ! ॥
ছিল সন্তোষ অন্তরে, ছিল সন্তোষ অন্তরে
সহসা উদয় দেখি, একি ভাবান্তর ॥
বাম নয়ন স্পন্দন, বাম নয়ন স্পন্দন।
তনু কাঁপে থর থর, আকুল জীবন ॥
কেন হইল এমন, কেন হইল এমন।
আমায় যথার্থ বল, দেবর লক্ষ্মণ ॥
আর্য্য পুত্র মম সনে, আর্য্য পুত্র মম সনে।
আসিতে স্বীকার হন, মুনি তপোবনে ॥
কেন না হল গমন, কেন না হল গমন
সে সংশয় মম মনে, হতেছে এখন॥

কোন অশিব ঘটন, কোন অশিব ঘটন।
না হলে কেন মন, হইবে এমন॥
যবে হরিল রাবণ, যবে হরিল রাবণ।
এমন যে হয়ে ছিল, তার পূর্ব্বলক্ষণ॥
মম মনে এই হয়, মম মনে এই হয়।
রামের অশিব বুঝি, ঘটেছে নিশ্চয়॥
নহে হইবে এমন, নহে হইবে এমন।
বিপদে ভরত পড়ে, কিম্বা শত্রুঘ্ন॥
দেখি সীতার ক্রন্দন, দেখি সীতার ক্রন্দন।
লক্ষ্মণ প্রবোধ দিয়া, করেন সান্ত্বন॥
দ্রুত চলিল শকট, দ্রুত চলিল শকট।
উদয় হইল ক্রমে, গোতমীর তট॥
রবি এমন সময়, রবি এমন সময়।
অস্তগিরি চলিলেন, ছবি কুঙ্কুমময়॥
অস্ত অরুণ আভায়, অস্ত অরুণ আভায়।
গোতমীর তীর নীর, কত শোভা পায়॥
ত্যজে সুখ সন্তরণ, ত্যজে সুখ সন্তরণ।
ডাকে ঝাঁকে ঝাঁকে যায়, রাজ হংসগণ॥
বহে শীতল পবন, বহে শীতল পবন।
বিরহিনী বিরহীর, জুড়ায় জীবন॥

দেখে তট মনোহর, দেখে তট মনোহর।
সীতার অন্তর তাহে, হৈল শোকান্তর॥
তিনি সুস্থ অবস্থায়, তিনি সুস্থ অবস্থায়।
রজনী করেন গত, গভীর নিদ্রায়।—
করি প্রভাতে গমন, করি প্রভাতে গমন।
পরদিন গঙ্গা পার, হলেন লক্ষ্মণ॥
সেই কালে গুপ্ত ভাব, সেই কালে গুপ্ত ভাব।
লক্ষ্মণের অন্তরেতে, হল আবির্ভাব॥
শোকে দহিল জীবন, শোকে দহিল জীবন।
অনর্গল অশ্রু জলে, তিতিল বসন॥
চেয়ে লক্ষ্মণের মুখ, চেয়ে লক্ষ্মণের মুখ।
অধরা হলেন সীতা, বিদরয় বুক॥
অমঙ্গল আশঙ্কায়, অমঙ্গল আশঙ্কায়,
ধরা সুতা বিমূর্চ্ছিতা, হলেন ধরায়॥
কিবা অনিষ্ট ঘটন, কিবা অনিষ্ট ঘটন।
বিলম্ব কর না আর, বলহে লক্ষ্মণ॥
যত হতেছে বিলম্ব, যত হতেছে বিলম্ব।
নানা রূপ আশঙ্কায়, বাড়ে হৃৎকম্প॥
দেখি সীতার লক্ষণ, দেখি সীতার লক্ষণ।
বিলম্ব উচিত নয়, ভাবেন লক্ষ্মণ॥

অতি ব্যাকুল বচনে, অতি ব্যাকুল বচনে
অশ্রু নয়নে বলেন, জানকী সদনে ॥
আমি বলিব কি আর, আমি বলিব কি আর।
মনে হতে হৃদি স্থান, বিদরে আমার ॥
করে রাবণে হরণ, করে রাবণে হরণ।
সেই অপবাদ দেয়, গৌর জনগণ ॥
জনপদে জনরব, জনপদে জনরব।
নির্দ্দোষা রামের যোষা, একি অসম্ভব ॥
প্রজা রঞ্জন কারণ, প্রজা রঞ্জন কারণ।
রঘুনাথ করিলেন, বনে সমর্পণ ॥
এত বলেন লক্ষ্মণ, এত বলেন লক্ষ্মণ।
শ্রবণে ধরণী সুতা, হারান চেতন ॥
করি অনেক যতন, করি অনেক যতন।
চেতনা সম্পন্ন তবে, করেন লক্ষ্মণ ॥
করি নানা পরিতাপ, করি নানা পরিতাপ।
সজল নয়নে সীতা, করেন বিলাপ ।
কন লক্ষ্মণের প্রতি, কন লক্ষ্মণের প্রতি।
যদি গর্ভে না রহিত, রামের সন্ততি ॥
তবে আমার জীবন, তবে আমার জীবন।
এই জাহ্নবীর নীরে, হত বিসর্জ্জন ।

সীতার বিলাপ যত, সীতার বিলাপ যত।
অন্য জন কি লিখিবে, কবি জ্ঞান হত॥
খেদ শুনি জানকীর, খেদ শুনি জানকীর।
অতি মন্দতর গতি, থর জাহ্নবীর॥
বল্লী পাদপ সকল, বল্লী পাদপ সকল।
পত্র বিসর্জ্জন করে, যেন নেত্র জল॥
শাখোপরেপাখীকাঁদে,শাখোপরেপাখীকাঁদে
চিত্রাঙ্গীনা খায় তৃণ, ধায় অবসাদে।
মেঘে ঢাকে দিবাকরে, মেঘে ঢাকে দিবাকরে
শোক স্বরূপ অম্বর, দিশ দশ পরে॥—
নানা বিলাপ করিয়া, নানা বিলাপ করিয়া।
কাঁদেন লক্ষ্মণ বীর, শ্রীরামে স্মরিয়া॥
হয়ে তব আজ্ঞাবহ, হয়ে তব আজ্ঞাবহ।
সহিতে হইল মোতে, যাতনা দুঃসহ॥
কেন না যায় জীবন, কেন না যায় জীবন।
আমি আর্য্যা জানকীর, দেই বিসর্জ্জন॥
শুনি পতি পরিবাদ, শুনি পতি পরিবাদ।
সীতার অন্তরে বাড়ে, আর অবসাদ॥
দুঃখে বলেন তখন, দুঃখে বলেন তখন।
রাম পরিবাদ কিছু, বলনা লক্ষ্মণ॥

রাম ন্যায়বান্ অতি, রাম ন্যায়বান্ অতি
যাহার এমন পতি, সেই ভাগ্যবতী ॥
প্রজা করিতে রঞ্জন, প্রজা করিতে রঞ্জন।
ভার্য্যোপরি ত্যজ্য নয়, অন্যায় করণ ॥
নারী করিতে তোষণ, নারী করিতে তোষণ।
প্রজা না তোষে যেবা, দোষী সেই জন ॥
ইথে আমার সন্তোষ, ইথে আমার সন্তোষ।
রাজ ধর্ম্মে নাহি হল, কোন রূপ দোষ ॥
এই প্রার্থনা সম্প্রতি, এই প্রার্থনা সম্প্রতি।
জন্মান্তরে পাই যেন, রাম হেন পতি ॥
রাখ আমার বচন, রাখ আমার বচন।
সত্বরে অযোধ্যা যাও, দেবর লক্ষ্মণ ॥
রাম বিচ্ছেদে আমার, রাম বিচ্ছেদে আমার।
কাতরে আছেন অতি, কে বুঝাবে তাঁর ॥
সদা থাকিয়া সদনে, সদা থাকিয়া সদনে।
শ্রীরামে প্রবোধ দিবে, প্রবোধ বচনে ॥
যেন আমার কারণ, যেন আমার কারণ।
আকুল না হন রাম, কমল-লোচন ॥
তিনি হইলে এমন, তিনি হইলে এমন।
তবে আর কে করিবে, প্রজার শাসন ॥

হলে অপযশ তাঁর, হলে অপযশ তাঁর।
কখন আমার প্রাণে, না সহিবে আর ॥
বলি আর এক কথা, বলি আর এক কথা।
মম অম্বসাগণ মনে, পাবে বড় ব্যথা ॥
তুমি বুঝাবে সবার, তুমি বুঝাবে সবার।
কপালে যা ছিল তা, ঘটিল আমার ॥
তারা আমার কারণ, তারা আমার কারণ।
যেন পতি শুশ্রূষন, না ভুলে কখন ॥
সীতা এতবলি পরে, সীতা এতবলি পরে।
লক্ষ্মণে বিদায় দেন, কাতর অন্তরে ॥
রথ ধ্বজা যতক্ষণ, রথ ধ্বজা যতক্ষণ।
দেখা গেল সীতা দেবী, ছিলেন চেতন ॥
রথ হলে অদর্শন, রথ হলে অদর্শন,
যূথ ভ্রষ্ট মৃগীপ্রায়, দিগু নিরূপণ ॥
শোক তাপে হৃদি জরা, শোকতাপে হৃদি জরা,
ধরা সুতা ধরোপরে, হলেন অধরা ॥
গঙ্গাপ্রতি পার পরে, গঙ্গা প্রতি পারপরে।
লক্ষ্মণ অযোধ্যা যান, বিষাদ অন্তরে ॥—
সীতা চেতনা অন্তর, সীতা চেতনা অন্তর।
রোদন করেন কত, হৃদি দাহ কর ॥

...র গর্ভ সম্বোধন, করি গর্ভ সম্বোধন।
...সকরুণ স্বরে কন, রে রাম নন্দন ॥
...ম এ পাপ জীবন, মম এ পাপ জীবন।
কেবল ধরিতে হল, তোমার কারণ ॥
...াব এখন কোথায়, যাব এখন কোথায়।
চলিতে না চলে পদ, কি করি উপায় ॥
...ার চলিতে না পারি, আর চলিতে না পারি
আপন অঙ্গেতে আমি, আপনি যে ভারি ॥
পথ না চিনি কখন, পথ না চিনি কখন।
আতঙ্কে আকুল দেখে, দুস্তর কানন ॥
...কে পূর্ণ গর্ভবতী, একে পূর্ণ গর্ভবতী।
পতির বিরহে তাহে, সকাতরা অতি ॥
...বা হবে মম গতি, কিবা হবে মম গতি।
...াক দোষে বিধাতা এত, করিল দুর্গতি ॥
...ম যায় যে জীবন, মম যায় যে জীবন।
...পিপাসায় শুষ্ককণ্ঠ, অচল চরণ ॥
...ীতা সকরুণ স্বরে, সীতা সকরুণ স্বরে।
...সধীরে চলেন সেহ, কানন দুস্তরে ॥—
...নি সীতার ক্রন্দন, শুনি সীতার ক্রন্দন।
...ধেয়ে এল সন্নিহিত, মুনি পুত্রগণ ॥

অসূর্য্যম্পশ্য রূপা, অসূর্য্যম্পশ্য রূপা।
ধরাতে বিরল দেখি, সেরূপ স্বরূপা ॥
করি অতি হাহাকার, করি অতি হাহাকার।
শিরেতে হানিয়া কর, বিলাপ বিস্তার ॥
কমল হৃদয় অতি, কমল হৃদয় অতি।
সকরুণ রসে দ্রব, মুনির সন্ততি ॥
সবে হয়ে ত্বরাবান, সবে হয়ে ত্বরাবান।
নিবেদন করে গিয়া, বাল্মিকির স্থান ॥
সমিধ কুসুম ফল, সমিধ কুসুম ফল।
আহরণে গিয়াছিলাম, গঙ্গা তট স্থল ॥
বনে কাহার ললনা, বনে কাহার ললনা।
ভ্রমিতেছে একাকিনী, বিরহ গঞ্জনা ॥
চক্ষে বহে জল ধারা, চক্ষে বহে জল ধারা।
ইন্দ্রাণী ব্রহ্মাণী তিনি, কিম্বা হরদারা ॥
ঋষি করিয়া শ্রবণ, ঋষি করিয়া শ্রবণ।
সত্বরে সীতার স্থানে, করেন গমন ॥
করি প্রিয় সম্বোধন, করি প্রিয় সম্বোধন।
মুনি বলেন বৎসে, সম্বর রোদন ॥
পূর্ব্ব তব আগমন, পূর্ব্ব তব আগমন।
সকলি জেনেছি আমি, যে হয় ঘটন ॥

তুমি জনকনন্দিনী, তুমি জনকনন্দিনী।
দশরথ পুত্রবধূ, রামের গৃহিণী॥
তুচ্ছ জন অপবাদে, তুচ্ছ জন অপবাদে।
বনেতে দিলেন রাম, বিনে অপরাধে॥
আর করনা ক্রন্দন, আর করনা ক্রন্দন
জনক সমান আমি, করিব পালন॥
রাখি আপন ভবন, রাখি আপন ভবন।
নিরবধি করিব মা, রক্ষণাবেক্ষণ॥
শুনি মুনির বচন, শুনি মুনির বচন।
সীতার সন্তাপ হল, অনেক বারণ॥
করি ধারার বিশ্রাম, করি ধারার বিশ্রাম।
মুনির চরণে সীতা, করেন প্রণাম॥
ঋষি সীতা সতী সনে, ঋষি সীতা সতী সনে।
সত্বরে আসিলেন আপন ভবনে॥
সীতা সম বয়সিকা, সীতা সম বয়সিকা।
তপোবনে ছিল যত, তাপস বালিকা॥
সীতা পালনের ভার, সীতা পালনের ভার।
অর্পণ করেন মুনি, তাদের সবার॥
সবে সীতা দরশনে, সবে সীতা দরশনে।
যার পর নাই তুষ্ট, হইলেন মনে॥

সদা করেন যতন, সদা করেন যতন।
যাতে স্থির হয় সতী, জানকীর মন ॥—
দিয়া জানকীরে বন, দিয়া জানকীরে বন
নির্জ্জনে বসিয়া রাম, করেন ক্রন্দন ॥
রাম আপন সদন, রাম আপন সদন
তিরহিত করিলেন, অন্যের গমন ॥
রাজ কার্য্য ত্যাগান্তর, রাজ কার্য্য ত্যাগান্তর
প্রলাপ বিলাপ শোক, অধীর অন্তর ॥
শোকেহৃদিআকুলিত, শোকেহৃদি আকুলিত
লক্ষ্মণ তৃতীয় দিনে, গৃহে উপনীত ॥
পুরি প্রবেশ অন্তর, পুরি প্রবেশ অন্তর
সর্ব্বাগ্রেতে চলিলেন, রামের গোচর ॥
বনে সীতা বিসর্জ্জন, বনে সীতা বিসর্জ্জন
করিলেন নিবেদন, সব বিবরণ ॥
রাম করিয়া শ্রবণ, রাম করিয়া শ্রবণ
বিলাপ করেন কত, গলিত নয়ন ॥
পরিশেষে রঘুরায়, পরিশেষে রঘুরায়
শোক বিমুর্চ্ছিত হয়ে, পড়েন ধরায় ॥
করি অনেক যতন, করি অনেক যতন
মুর্চ্ছা ভঙ্গ করিলেন, ধীমান লক্ষ্মণ ॥

বলি প্রবোধ বচন, বলি প্রবোধ বচন।
বহু আয়াসে করিলেন, রামে প্রবোধন ॥
আর্য্য যাহার কারণ, আর্য্য যাহার কারণ।
বিনে অপরাধে সীতা, দিলে বিসর্জ্জন ॥
আর্য্য কিহেতু এখন, আর্য্য কিহেতু এখন।
সেই অপমান পুনঃ, করেন গ্রহণ ॥
প্রজা শাসন পালন, প্রজা শাসন পালন।
শোক ত্যজি হইলেন, সব বিস্মরণ ॥
যদি সে দোষ ঘটিল, যদি সে দোষ ঘটিল।
সীতা বনবাসে তবে, কি ফল করিল ॥
শুনি এই উপদেশ, শুনি এই উপদেশ।
অন্তরে রাখেন রাম, অন্তরের ক্লেশ ॥
রাজকার্য্য ভিন্ন আর, রাজকার্য্য ভিন্ন আর।
অন্যদীয় কর্ম্ম যত, সব পরিহার ॥—
হেথা সীতা শুভক্ষণে, হেথা সীতা শুভক্ষণে।
প্রসব হলেন বনে, যমক নন্দনে ॥
মুনিপত্নী কন্যাগণ, মুনিপত্নী কন্যাগণ।
প্রসবিত সংস্কার, করেন তখন ॥
ঋষি বাল্মিকী ধীমান, ঋষি বাল্মিকী ধীমান।
জাত কর্ম্ম আদি সব, করেন বিধান ॥

ষষ্ঠ মাসে মুনিবর, ষষ্ঠ মাসে মুনিবর।
অন্নাশন সমর্পণ, করেন সত্বর॥
হয় নাম প্রকরণ, হয় নাম প্রকরণ।
জ্যেষ্ঠ পুত্র কুশ, লব কনিষ্ঠ নন্দন॥
বৃদ্ধি সীতার কুমার, বৃদ্ধি সীতার কুমার।
শুক্লা প্রতিপদ শশী, যেরূপ প্রকার॥
পাঠোপযোগী যখন, পাঠোপযোগী যখন।
হাতে খড়ী মুনিবর, দিলেন তখন॥
শিশু বুদ্ধির ভাজন, শিশু বুদ্ধির ভাজন।
অস্ত্র শস্ত্র শাস্ত্র আদি বেদ অধ্যয়ন॥
মুনি শিশু দুই জনে, মুনি শিশু দুই জনে।
রামায়ণ শিক্ষা দেন বীণা যন্ত্র সনে॥
মেধা শক্তি অতিশয়, মেধা শক্তি অতিশয়।
রামায়ণ কণ্ঠগ্রস্ত, করে শিশুদ্বয়॥
দেখি যুগল তনয়, দেখি যুগল তনয়।
জানকীর শোক তাপ, অন্তর্হিত হয়॥—
হেথা অযোধ্যানগরে, হেথা অযোধ্যানগরে।
অশ্বমেধ অনুষ্ঠান, রামের অন্তরে॥
করি যজ্ঞ আয়োজন, করি যজ্ঞ আয়োজন।
নিমন্ত্রণ করিলেন, রাম ত্রিভুবন॥

যথাকাল নিরূপিত, যথাকাল নিরূপিত।
অযোধ্যানগরে সবে, হন উপনীত ॥
যজ্ঞ অশ্ব করি সনে, যজ্ঞ অশ্ব করি সনে।
শত্রুঘ্ন পরিযুক্ত, শত্রু নিপাতনে ॥
কত দিগ দিগন্তর, যত দিগ দিগন্তর।
ভ্রমণ করেন, শত্রুঘ্ন বীরবর ॥
যজ্ঞ অশ্ব অবশেষ, যজ্ঞ অশ্ব অবশেষ।
বাল্মীকির তপোবনে করিল প্রবেশ ॥
করি ঘোটক আটক, করি ঘোটক আটক।
[illegible] তুলি পত্র পড়ে, [illegible] বালক ॥
দেখি শিশুর প্রতাপ, দেখি শিশুর প্রতাপ।
শত্রুঘ্ন জিজ্ঞাসেন, কে তোদের বাপ ॥
বলে যজ্ঞের ঘোটক, বলে যজ্ঞের ঘোটক।
কি জোরে বালক হয়ে, করিলে আটক ॥
দেহ আত্ম পরিচয়, দেহ আত্ম পরিচয়।
কে তোদের পিতা হয়, ঘুচুক সংশয় ॥
হাস্য মুখে কুশ কয়, হাস্য মুখে কুশ কয়।
বাল্মীকির শিষ্য দুই এই পরিচয় ॥
সত্য বলি মহাশয়, সত্য বলি মহাশয়।
যুদ্ধ বিনে ফিরে নাহি দিব যজ্ঞহয় ॥

বলি প্রবোধ বচন, বলি প্রবোধ বচন
শিশুকে প্রবোধ দেন, বীর শত্রুঘ্ন ॥
যত করেন বিনয়, যত করেন বিনয়
বালক পাবক প্রায়, খর ক্রোধ হয় ॥
শেষে হয়ে নিরুপায়, শেষে হয়ে নিরুপায়
সমরে প্রবৃত্ত হন, শত্রুঘ্ন রায় ॥
ক্ষণকাল রণ পরে, ক্ষণকাল রণ পরে
বিচেতন শত্রুঘ্ন হলেন সমরে ॥
দূত আসি অযোধ্যায়, দূত আসি অযোধ্যায়,
নিবেদন করে সব, শ্রীরামের পায় ॥
পরে ভরত লক্ষ্মণ, পরে ভরত লক্ষ্মণ,
অনুক্রমে তপোবনে, করেন গমন ॥
দোঁহে বুঝান বিস্তর, দোঁহে বুঝান বিস্তর
কিছুতেই নাহি বুঝে, দুই সহোদর ॥
পরে করি ঘোররণ, পরে করি ঘোররণ
অচেতন হইলেন, ভরত লক্ষ্মণ ॥
এই সম্বাদে শ্রীরাম, এই সম্বাদে শ্রীরাম
আপনি চলেন বনে, করিতে সংগ্রাম ॥
সঙ্গে মৈত্র বিভীষণ, সঙ্গে মৈত্র বিভীষণ,
সুগ্রীবাদি সকটক, পবন নন্দন ॥

রাম গিয়া তপোবনে, রাম গিয়া তপোবনে।
নিরীক্ষণ করিলেন, শিশু দুই জনে॥
আপনার অবয়ব, আপনার অবয়ব।
যেমন কুশের রূপ, সেই রূপ সব।
মনে হইল সংশয়, মনে হইল সংশয়।
হৃদয়ে অপত্য স্নেহ, রসের উদয়॥
হয়ে আকুলিত অতি, হয়ে আকুলিত অতি।
জিজ্ঞাসেন রঘুপতি, শিশুদ্বয় প্রতি॥
তোরা কাহার সন্তান, তোরা কাহার সন্তান।
আমার স্বরূপ রূপ, ধর ধনর্ব্বাণ॥
তাই হতেছে সংশয়, তাই হতেছে সংশয়
ব্যাকুল হয়েছি অতি, দেরে পরিচয়॥
শুনি কুশীলব কয়, শুনি কুশীলব কয়।
পরিচয়ে কিবা ফল, শুন মহাশয়॥
রণ বিনে কদাচন, রণ বিনে কদাচন।
যজ্ঞ অশ্ব নাহি দিব, শুনহে রাজন॥
হয়ে নিরুপায় অতি, হয়ে নিরুপায় অতি।
সমরে প্রবৃত্ত হন, রাম রঘুপতি॥
করি ক্ষণেক সমর, করি ক্ষণেক সমর।
সঙ্কটেকে বিচেতন, রাম রঘুবর॥—

মুনি বলেন তখন, মুনি বলেন তখন।
যজ্ঞ শেষে সবিশেষ, বলিব রাজন॥
যথা শাস্ত্র সমুচিত, যথা শাস্ত্র সমুচিত
অনুক্রমে যজ্ঞ কার্য্য, হয় সমাহিত॥
লব কুশ দুই জন, লব কুশ দুই জন।
বীণা যন্ত্রসনে তানে, গান রামায়ণ॥
সভ্য যত জনগণ, সভ্য যত জনগণ।
মুগ্ধ প্রায় হইলেন, করিয়া শ্রবণ॥
শুনি শ্রীরাম ধীমান্, শুনি শ্রীরাম ধীমান্।
শ্রবণ শুশ্রূষু হয়ে, করেন আহ্বান॥
বাল্মিকি মুনির সনে, বাল্মিকি মুনির সনে
উপনীত দুই ভাই, রামের সদনে॥
করি বীণার মিলন, করি বীণার মিলন।
মধুর রামায়ণ, গান দুই জন॥
রাম শ্রবণে মোহিত, রাম শ্রবণে মোহিত।
পরিচয় হেতু হন, অতি ব্যাকুলিত॥
দেখি রামের আকার, দেখি রামের আকার।
বাল্মিকি মুনি দেন, পরিচয় সার॥
রাম শ্রবণে বিস্ময়, রাম শ্রবণে বিস্ময়।
স্নেহ ভাবে কোলে লন, যুগল তনয়॥
হল প্রকাশ তখন, হল প্রকাশ তখন।
যে মুনির পুত্রদ্বয়, গান রামায়ণ॥

তারা মুনি পুত্র নয়, তারা মুনি পুত্র নয়
বাল্মিকির শিষ্য বটে, সীতার তনয়॥
হল সবার সম্মতি, হল সবার সম্মতি
অযোধ্যায় উপনীত, হন সীতা সতী॥
সীতা আসিলে সভায়, সীতা আসিলে সভায়
পতিব্রতা গুণ তাঁর, সভ্যগণ গায়॥
হয় তথাচ প্রচার, হয় তথাচ প্রচার
অনল পরীক্ষা দিতে, হইবে আবার॥
এই শুনি অকস্মাৎ, এই শুনি অকস্মাৎ
সীতার কোমল হৃদে, হয় বজ্রাঘাত॥
লোক লজ্জায় তখন, লোক লজ্জায় তখন
বসুন্ধরা [illegible] হারান চেতন॥
[illegible] কারণ, সীতা [illegible]
[illegible] আদি, করেন যতন
পরে দেখে সর্বজন, পরে দেখে সর্বজন
সীতার মানবলীলা, হয় সম্বরণ॥
শোকে ভ্রাতৃ চতুষ্টয়, শোকে ভ্রাতৃ চতু[illegible]
অনুক্রমে নর দেহ, করিলেন ক্ষয়॥
কুশ শোক সম্বরণে, কুশ শোক সম্বরণে
বসিলেন অযোধ্যায়, রাজ সিংহাসনে॥

সমাপ্ত।

দ্বাদশ শিশুর বিবরণ।

ষষ্ঠ শিশু।

সিন্ধু।

স্বচ্ছত্রিপদী।

শ্রীফলের রম্য বনে, অন্ধক অন্ধকী সনে।
বাস করে দুই জনে॥
দৃষ্টিহীন নিরুপায়; কোথাও না যেতে পায়।
দুঃখে জীর্ণ শীর্ণ কায়॥
জ্ঞাতি বন্ধু নাই আর; তত্ত্ব লয় একবার।
নাহিক দুঃখের পার॥
শিশুমতি গুণ ধাম; শিশু এক সিন্ধু নাম।
রূপে অতি অভিরাম॥
হেন বিধি বিড়ম্বন, করি শিশু দরশন।
কাছে থাকি অনুক্ষণ॥

ভক্তিভাবে সযতনে; মাতৃ পিতৃ শ্রীচরণে।
সেবা করে কায়মনে ॥
ভ্রমি নানা বনস্থল; পিপাসায় দেয় জল।
ক্ষুধায় যোগায় ফল ॥
শিশুর বিমল রীত, শ্রদ্ধা করে যথোচিত।
সদা চিত পুলকিত ॥
তনয়ের শুশ্রূষায়, স্ত্রী পুরুষ দুজনায়।
দুঃখ না জানিতে পায় ॥
এইরূপে গত দিন, কাল বশে হয় ক্ষীণ।
দম্পতি শকতি হীন ॥
নাহি বল চলিবার, দেহ তার অতি ভার।
অশন শয়ন সার ॥
বাল ভাব পুনরায়, দণ্ডে দণ্ডে ক্ষুধা পায়।
অপবিত্র সর্ব্বদায় ॥
গুণ সিন্ধু সিন্ধুসুত, সদা দেহ করে পূত।
কভু না বিমতি যুত ॥
স্কন্ধে করি দুজনায়, সরোবরে চলে যায়।
স্নানেতে পবিত্র কায় ॥
সেবা করে সিন্ধুজ্ঞানী, সাক্ষ্যাৎ দেবতা জানি
সদা বলে মৃদু বাণী ॥—

ষষ্ঠ শিশু।

অগতি জনের গতি, অযোধ্যার অধিপতি।
দশরথ মহামতি ॥
করে ধরি ধনুর্ব্বাণ, আরোহী বিচিত্র যান।
মৃগয়াতে রাজা যান ॥
সঙ্গে চলে হস্তী হয়, চতুরঙ্গ সৈন্যচয়।
দশ দিশ স্তব্ধ হয় ॥
রথ শব্দ ঘোরতর, পদাতির পদ ভর।
ধরা কাঁপে থর থর ॥
সেনানীর পায় পায়, লোষ্ট্র রেণু হয়ে যায়।
ভানু তোমাচ্ছন্ন তায় ॥
ধনুঃ জ্যা টঙ্কার ঘন, বরষায় গর্জ্জে ঘন।
শব্দ ঘোর রিপুঘন ॥
বাণে বাণে কাটে বাণ, অগ্নি হয় দীপ্তমান।
বজ্রানল অনুমান ॥
যত সব যোদ্ধৃ নর, স্বেদযুক্ত কলেবর।
যেন বর্ষে জলধর ॥
ধনু ধরি যোদ্ধৃ সনে, প্রবেশিল ঘোর বনে।
ধায় মৃগ অন্বেষণে ॥
হয় ঘোর হুল স্থূল, শীর্ণলতা ছিন্নমূল।
ব্যস্ত ত্রস্ত পশুকুল ॥

করি করি অরি হরি, বাস বন পরিহরি।
ভয়ে ধায় ত্বরা করি॥
হরিণী শার্দ্দুলে যায়,প্রতি মুখে নাহি চায়।
শশকী চাতকী প্রায়॥
উল্কামুখী ভয়ে মরে, মুখে নাহি শব্দসরে।
লুকাইল স্ববীবরে॥
এইরূপে পশুগণ, ত্যজিল নিবাস বন।
রিপু ভয়ে ভীতমন॥—
একদিকে রাজা ধায়,অন্য দিকে সৈন্যযায়।
মৃগ না দেখিতে পায়॥
ক্রমে দিনকর কর, হইল প্রখর তর।
পরিশ্রান্ত নরবর॥
দেখিলেন বনান্তর, শিলা বদ্ধ সরোবর।
মনোহর শোভাকর॥
বিমল তাহার জল, পরিমল সুশীতল।
সদা করে টলমল॥
তাহাতে রবির বিভা, জলে যেন জ্বলেদিবা।
বিকাশি সহস্র জিবা॥
রজতের ধরাধর, ভানু তাপে নিরন্তর।
ধরে জল কলেবর॥

কীলালে মৃণালোপরে,জলপুষ্প শোভা করে।
বিকসিত মধুভরে ॥
মধু লোভে মধুকর, করে সুমধুর স্বর।
অনুমত্ত নিরন্তর ॥
সরোবর কূলি কূলি,চারিদিকে বুলি বুলি*।
মীন ভাসে মুখ তুলি ॥
চারি পাড় সমতল, নানা জাতি ফুল ফল।
প্রতিবিম্বে শোভে জল ॥
অন্যতর তরুতলে, বসি রাজা কুতূহলে।
দেখে শোভা জলে স্থলে ॥—
একাদশী করি রয়, অন্ধক অন্ধকী দ্বয়।
পিপাসায় হৃদি দয় ॥
জল আনিবার তরে, কলসী করিয়া করে।
সিন্ধু যায় সরোবরে ॥
জলেতে ডুবায় কূপ, মৃগ শব্দ অনুরূপ।
কূপকরে গুপ গুপ ॥
মৃগী করে জল পান, দশরথ মতিমান।
করিলেন অনুমান ॥

ভ্রমণ।

না দেখিয়া কলেবর, শব্দ জ্ঞানে নৃপবর।
করে মৃগ স্থিরতর ॥
শরাসন ধরি করে, শব্দ ভেদী ঘোর শরে।
নৃপতি সন্ধান করে ॥
ছুটে তীর লাগে বুকে,রক্ত উঠে চারুমুখে।
সিন্ধু ধরাধরে দুখে ॥
রাজার বিকট শরে, মুনি ছট্‌ফট্‌ করে।
চেতন হারায় পরে ॥
রাজা হয়ে আগুয়ান, দেখিয়া উড়িল প্রাণ।
ভূমে ফেলে ধনুর্ব্বাণ ॥
দুহাতে দুবাহু ধরি, তুলিলেন ত্বরা ত্বরি।
বসিলেন কোলে করি ॥
অঞ্জলি করিয়া কর, মুনি মুখে সসত্বর।
জল দেন নৃপবর ॥
সিঞ্চনে শীতল নীর, মুনিবর হন্ স্থির।
ভীতু দশরথ বীর ॥
মুনি দুঃখে সকাতর; কাঁপে তনু থর থর
চক্ষে বারি ঝর ঝর ॥
ভুপে দেখি ভীতু মন, সিন্ধু গুণ সিন্ধু কন
তব ভয় কি রাজন ॥

দৈবের ঘটনে যেন, আমার ঘটিল হেন।
তোমাকে শাপিব কেন॥
লৌহ নিজে দগ্ধ হয়, যে পরশে তারে দয়।
আমিত সে রূপ নয়॥
শুন রাজা বলি তাই, আপনি যে দুঃখ পাই।
ইতরে না দিতে চাই॥
কি কারণে অসন্তোষ, বিশেষ না হয় রোষ।
অজ্ঞানে করিলে দোষ॥
শুনি বাক্য সুধাময়, নৃপতির শোকোদয়।
হৃদয় দ্বিগুণ দয়॥
রাজাকে করিতে স্থির, কন সিন্ধু গুণধীর।
পূর্ব্ব কথা শুন বীর॥
কপোত কপোতীদ্বয়, তব শাখোপরি রয়।
তিলার্দ্ধ বিচ্ছেদ নয়॥
ধর্ম্ম কর্ম্ম না ভাবিয়া, ধনুকে বাটুল দিয়া।
কপোতে বধিনু গিয়া॥
কপোতী পাইয়া তাপ, আমাকে দিলেক শাপ।
ভুগীতে হইবে পাপ॥
অকারণে বধ স্বামী, বড় তাপ পাই আমি।
হবে এর অনুগামী॥

সে বাক্য না হল ভান, বুকেতে বাধিয়া বাণ।
গেল হে আমার প্রাণ॥
জ্ঞাত বিতু সমুদয়, মম প্রাণ হত হয়।
এ আমার দুঃখ নয়॥
এই দুঃখে প্রাণ দয়, পিতা মাতা অন্ধ হয়।
অন্যোপায় নাহি রয়॥
কল্য একাদশী যায়, উপবাসী দুজনায়।
প্রাণ দহে পিপাসায়॥
কর এই নৃপবর, চল লয়ে সসত্বর।
মা বাপের সগোচর॥
এত বলি ত্যজে প্রাণ; দশরথ মতিমান।
বিল্ব বনে চলে যান॥—
বিলম্ব দেখিয়া অতি, অন্ধক মুনির প্রতি।
কহিছে অন্ধকী সতী॥
ফল জল অন্বেষণে, মম সিন্ধু গেল বনে।
নাহি এল এতক্ষণে॥
যে যায় সে আসে ঘরে; কভু না এমন করে।
বুঝি গেল বনান্তরে॥
পিপাসায় প্রাণোদয়, তাহাতে ব্যাকুল নয়।
মনে কত সন্দ হয়॥

শুন অহে প্রাণনাথ, প্রাণ কাঁদে অকস্মাৎ।
বুকে যেন বজ্রাঘাত ॥
হিয়া যে ফাটিয়া যায়, কি দিয়া বুঝায় তায়।
সিন্ধু কি ত্যজিলা-মায় ॥
উথলিছে শোক সিন্ধু, অন্ধের নয়ন ইন্দু।
কি বিবন্ধে পান সিন্ধু ॥
পিতামাতা অন্ধ যার, আর কেবা আছে তার।
তত্ত্ব লবে একবার ॥
এই কালে দশরথ, সিন্ধু বক্ষে কহে পথ।
ভাবিছে ভাবি বিপৎ ॥
ক্ষিপ্ত পদ বায়ু ভরে, শুষ্কপত্র শব্দ করে।
অন্ধ বলে উচ্চৈঃস্বরে ॥
কেঁদনা অন্ধকী আর, আমাদের প্রাণাধার।
ঘরে এল দেখ তার ॥
এইকথা মুনি বলে, রাজার না পদ চলে।
স্তব্ধ প্রায় তরু তলে ॥
আর নাহি শব্দ পায়, অন্ধ নেত্রে অন্ধ চায়।
বলে মরি পিপাসায় ॥
পুনরায় চলে যায়, দশরথ নৃপরায়।
পত্র শব্দ মুনি পায় ॥

মুনি বলে বাপ ধন, বল শুনি বিবরণ।
কি করিলে এতক্ষণ ॥
উপবাসী দুজ্জনায়, জান বাপ সমুদায়।
প্রাণ দহে পিপাসায় ॥
তুই একমাত্র বল, ত্বোবিনে কে আছে বল।
পিপাসায় দিবে জল ॥
শুনি রাজা কম্পবান্, নাহি হন্ আগুয়াণ।
ভয়েতে উড়িল প্রাণ ॥
মুনি করে অনুমান, সিন্ধু মম জ্ঞানবান্।
সে কেনে করিবে ভান ॥
অধার্ম্মিক কোন নরে, অনুমত্ত মদভরে।
অন্ধ বলি ঘৃণাকরে ॥
দেখে মুনি ধ্যান করে, মৃতপুত্র হৃদেধরে।
চিন্তাকুল নরবরে ॥
হয়ে সব অবগত; শোকে হন্ ধরাবত।
দিব্য জ্ঞান হয় হত ॥
মুনি বলে হৃপদমণি, অন্ধের নয়ন মণি।
সিন্ধু ফণী শিরোমণি ॥
মণি গুণে ফণী খায়, সিন্ধু মম জীবোপায়।
তুমি কি বধিলে তায়? ॥

সিন্ধু বিনে দুজনার, কোন গতি নাহি আর।
ত্যজিব এ প্রাণাধার॥
তুমি যে করেছ পাপ, কিবা আর দিব শাপ,
পাবে পুত্র শোক তাপ॥
পুত্র শোকে দুজনায়, মরিলাম যে দশায়।
ইথে তব প্রাণ যায়॥
হন মুনি শাপে বর, হরষিত নৃপবর।
মনান্তর ভয়ান্তর॥
মৃত পুত্র দুজনায়, কোলে দেন নৃপরায়।
শোকে মুনি মূর্চ্ছা যায়॥
অন্ধকী বিনায়ে কাঁদে, রাজ নিজ অপরাধে।
চিত্ত ধৈর্য্য নাহি বাধে॥
পুত্র শোকে হৃদি দয়, অন্ধক অন্ধকী দ্বয়।
ত্যজে দেহ মহাশয়॥
অনুতাপে নররায়, লয়ে তিন শব কায়।
সরযূর তটে যায়॥
তিনের অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া, তর্পণাদি সমাপিয়া।
গৃহে উপনীত গিয়া॥

ষষ্ঠ শিশুর বিবরণ সমাপ্তঃ।
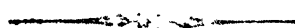
সপ্তম শিশু।

ন্যায়-পরায়ণ প্রহলাদ।

লঘু ত্রিপদী।

হিরণ্যকশিপু, নামে কাঁপে রিপু,
এক ছত্র দণ্ডধর।
নিজ বাহুবলে, ত্রিপুর মণ্ডলে,
শাসন করেন কর॥
কিন্নর মানব, দেবতা দানব,
রণে হয় পরাভব।
বেদ ভিন্নাচার, রাজ্যেতে প্রচার,
লুপ্ত যাগ যজ্ঞ সব॥
আমি দণ্ডধর, সবার ঈশ্বর,
মোরে কর উপাসনা।
নিজ রাজ্যময়, প্রচারিত হয়,
এই অন্যায় ঘোষণা॥

ব্রাহ্মণ পণ্ডিত, সতত দণ্ডিত,
করি বেদ অধ্যয়ন।
সাধ্য নাই কার, এই অত্যাচার,
ন্যায়ে করে নিবারণ।।
সুর দ্বিজগণ, করে পলায়ন,
বন আদি গিরি ধরে।
সবে চুপে চুপে, বেদ বিধি রূপে;
যাগ যজ্ঞ হোম করে ॥
বৃদ্ধি অতিশয়, কালে নাহি সয়,
অচিরে নির্ম্মূল হয়।
গিরি চূড়া স্থল, কালে সমতল,
সিন্দুগর্ভ জলময় ॥
গহন কানন, কালে নিকেতন,
বন হয় জনপদ।
স্থল হয় জল, কালে জল স্থল,
শুষ্ক সুগভীর হ্রদ ॥
সময়ে রাজার, হইল কুমার,
একে একে চারিজন।
হ্রদ অনুহ্রদ, সংহ্রদ প্রহ্লাদ,
অতি সুন্দর বদন ॥

শিশু চারিজন, খেলে সর্ব্বক্ষণ,
প্রীতি নীতি পরায়ণ।
শিশুকাল হতে, ধায় ন্যায় পথে,
শিশু প্রহলাদের মন ॥
পাঠের সময়, দেখিয়া উদয়,
দৈত্যপতি গুণাধার।
উচিত বিধানে, ষণ্ডামার্ক স্থানে,
দেন চারিটি কুমার ॥
করিয়া বিশেষ, বলেন নরেশ,
শুন মুনি গুণময়।
এ চারি নন্দনে, লয়ে নিকেতনে,
শিক্ষা দাও সমুদয় ॥
শুন হে ব্রাহ্মণ, নিষেধ বচন,
যাতে মম শত্রু নাম।
সে পাঠ কখন, না করে মনন,
চারি পুত্র গুণধাম ॥
বেদ গর্ভ যত, হোম যাগ ব্রত,
তাহে নাহি প্রয়োজন।
দিও এই মতি, যিনি নরপতি,
তিনি উপাস্য ভাজন ॥

নৃপ বাক্য শুনি, ষণ্ডামার্ক মুনি,
লয়ে শিশু চারি জনে।
চিন্তিত ব্রাহ্মণ, ইতস্ততঃ মন,
যান নিজ নিকেতনে॥
পাঠের সময়, করিয়া নির্ণয়,
শিক্ষা দেন মুনিবর।
বর্ণ পরিচয়, অল্প দিনে হয়,
পাঠ সুলভ সুন্দর॥
দর্শন বিজ্ঞান, নানা শাস্ত্র জ্ঞান,
অতি অল্প দিনে হয়।
ন্যায় পথে গতি, প্রহলাদের মতি,
ক্রমে ভক্তি রসোদয়॥
শিশুগণ সঙ্গে, ঈশ্বর প্রসঙ্গে,
যায় নানা তর্কে কাল।
ষণ্ডামার্ক মুনি, এই তর্ক শুনি,
মনে ভাবেন জঞ্জাল॥
প্রহলাদে ডাকিয়া, যত্নে বুঝাইয়া,
মুনি করেন বারণ।
ঈশ্বর আলাপ, না করিও বাপ,
ধর আমার বচন॥

তব পিতা যিনি, ঈশ দ্বেষী তিনি,
তাহে দিওনা রে মন।
তোমার কারণ, আমার জীবন,
নাশ করিবে রাজন ॥
রাজা হয় যেই, চলো পথে সেই,
রজাপথে বাপু চল।
নতুবা প্রল্হাদ, হইবে প্রমাদ,
নৃপতি বিষম স্থল ॥
শুনি গুরুভাষী, শিশু মৃদু হাসী,
দুটি-কর যোড়ে কয়।
চরণে মিনতি, এই অনুমতি,
না করহ মহাশয় ॥
ঈশ্বর আমার, জগত আধার,
আছে জগতে প্রচার।
কেমনে ভুলিয়া; ভ্রমেতে মজিয়া,
আমি ভজিব রাজার ॥
ন্যায় পথে রব, ন্যায় কথা কব,
ইথে যদি যায় প্রাণ।
তাহে কিবা ক্ষতি, অন্তে পাব গতি,
লোকে কবে ন্যায়বান্ ॥

পুরুষ যে জন, ন্যায় আচরণ,
সদা ন্যায়পথে চলে।
রণে বনে জলে, বিচারের স্থলে,
সদা ন্যায় কথা বলে॥
কাপুরুষ যেই, রাজ ভয়ে সেই,
অন্যায়েতে ন্যায় বলে।
তোষামোদী মাঝে, এরা গণ্য আছে;
অগণ্য পণ্ডিত স্থলে॥
মুনি দেবী দেবা, রাজা প্রজা যেবা,
করে অন্যায় আচার।
নাহি করি ভয়, যাহা ন্যায় হয়,
উচিত বলিব তার॥
শিশুর বচন, করিয়া শ্রবণ,
চিন্তাকুল মুনিবর।
বাঁচিব কি আর, যাইব এবার,
সেই কৃতান্ত নগর॥
তপস্যা কারণ, করেন গমন,
এক দিন মুনিবর।
পেয়ে অবসর, প্রহ্লাদ সুন্দর,
অতি প্রফুল্ল অন্তর॥

লয়ে শিশুগণে, সুপবিত্র মনে,
সুধাস্বরে করে গান।
নর দুল্লভীয়, হরি নামামীয়,
করে রসনায় পান॥
শুনি সেই ধ্বনি, দ্বিজের রমণী,
প্রেমানন্দে নিমগনা।
শিশুগণ সনে, হরি সঙ্কীর্ত্তনে,
তর্কে হয়েন মগণা॥
সেই উচ্চৈঃস্বর, ঢাকিল অম্বর,
মুনি করিয়া শ্রবণ।
কেলি হোম যাগ, ত্বরা মহাভাগ,
গৃহে করেন গমন॥
সান্তনা বচনে, যত শিশুগণে,
মুনি করি নিবারণ।
খেদ করি কন্, শুনিলে রাজন,
নাশ করিবে জীবন॥
আনিতে নন্দনে, দ্বিজ নিকেতনে
দূত পাঠান রাজন।
ভয়ে অভিভূত, লয়ে রাজসুত,
মুনি করেন গমন॥

ক্রমে দনুজেশ, করিয়া বিশেষ,
জিজ্ঞাসেন তিন জনে।
অপরে প্রহ্লাদে, বলেন আহ্লাদে,
অতি মধুর বচনে॥
হয়ে স্থির মন, বল বাপধন,
শ্রেষ্ঠ বিদ্যা বলি কারে।
কিসের কারণ, বিদ্যা উপার্জ্জন,
এই ত্রিলোক সংসারে॥
প্রহ্লাদ সুন্দর, যুগ্ম করি কর,
ধীরে করেন উত্তর।
শুন অবনীশ, গণিত জ্যোতিষ,
স্মৃতি শ্রুতি বহুতর॥
ভূগোল খগোল, কেবল সে গোল,
পদার্থ শিল্পাদি চয়।
বেদ বহুতরা, সকলি অপরা,
শ্রেষ্ঠ বিদ্যা কভু নয়॥
যে বিদ্যা প্রভায়, প্রত্যক্ষ দেখায়,
জগদীশ্বর মহিমা।
যে বিদ্যা কারণ, যোগী ঋষিগণ,
শূন্য মনের গরিমা॥

যে বিদ্যা শিখিলে, অবনিমণ্ডলে,
হয় সুখের আধার।
কাম ক্রোধ মোহ, দ্বেষ আদি লোহ,
যায় মনের বিকার॥
সত্য রজ তম, সব হয় ভ্রম,
সদানন্দময় মন।
বেদে আছে স্পষ্ট, সেই বিদ্যা শ্রেষ্ঠ,
শুন দনুজ রাজন॥
সে বিদ্যা কারণ, করি অধ্যয়ন,
দর্শন বিজ্ঞান চয়।
অপর বিদ্যায়, জীবন উপায়,
যত বুধগণে কয়॥—
পুত্রের বচন, করিয়া শ্রবণ,
রুষ্ট দনুজ ঈশ্বর।
জ্বলি ক্রোধানলে, পুনরায় বলে,
শুন প্রহ্লাদ পামর॥
রাজ্যপতি যেই, জনোপাল্য সেই,
তাহে জনক তোমার।
ত্যজিয়া আমায়, ভজিবে কাহায়,
দেখি বড় অহঙ্কার॥

ত্রিপুর ভুবনে, দেব জনগণে,
আমি রাজা সর্ব্বারাধ্য।
একি কর্ম্ম সূত্র, হয়ে মম পুত্র,
তুমি হইলে অবাধ্য॥
যদি নাশি প্রাণ, তবে নাহি ত্রাণ,
যাবে শমন নগরে।
শুনরে পামর, তোমার ঈশ্বর,
দেখি কিসে রক্ষা করে॥
নির্ভয় অন্তর, যুড়ি দুটি কর,
কহে প্রহ্লাদ সুন্দর।
পিতা যেইজন, ভক্তির ভাজন,
মম মান্য বহুতর॥
হইতে গগণ, পিতার চরণ,
বহু উচ্চ তব মানি।
স্নেহময়ী ধন্যা, মাতা মহামান্যা,
ধরা হতে গুরু জানি॥
কিন্তু যেই জন, জীবের জীবন,
ত্রিলোকের মাতা পিতা।
মুক্তির আধার, সেই নির্ব্বিকার,
ত্রিজগৎ প্রসবিতা॥

তাঁহা হতে হয়, সৃষ্টি স্থিতি লয়,
মুক্তি কর্ত্তা মহেশ্বর।
যে করে সৃজন, সে করে পালন,
সেই হয় রক্ষাকর ॥
তাঁর বিধিমত, চলে অবিরত,
যেই সাধু মহাশয়।
ঘোর বনস্থলে, দূরতর জলে,
তার বিপদ না হয় ॥
শিশু এত বলে, অগ্নি হেন জ্বলে,
দৈত্যরাজ নিরোদয়।
বিনাশিতে সুতে, আদেশিল দূতে,
সভ্যজন স্তব্ধ হয় ॥
বাঁধি দুটি করে, প্রহ্লাদ সুন্দরে,
বলি দিতে লয়ে যায়।
ধীরে চলে ধীর, অভয় শরীর,
জগদীশ্বর কৃপায় ॥
যত দূতগণে, প্রলোভ বচনে,
বলে ধার্ম্মিক প্রহ্লাদে।
রাজ মতে চল, হইবে মঙ্গল,
কেন মর অপবাদে ॥

হাসি শিশু কয়, যাহা ইচ্ছা হয়,
তোম্‌রা করহ তাহা।
পিব ন্যায়-সুধা, নিবারিব ক্ষুধা,
ইথে হয় হবে যাহা॥
ন্যায়বান্ অতি, প্রহ্লাদ সুমতি,
দেখি যত দূতচয়।
কৌশল করিয়া, অস্ত্র প্রহারিয়া,
শীঘ্র নৃপতিকে কয়॥
তীক্ষ্ন অসি ধার, হল পরিহার,
শিশু অঙ্গে না বসিল।
কি কব অদ্ভুত নাচে তব সুত,
বলে ঈশ্বর রাখিল॥
রাজ মন্ত্রীবর, বুদ্ধির সাগর,
ভূপে কহিল অমনি।
অস্ত্র ধারা জানে, অস্ত্র নাহি হানে,
শুন বলি নৃপমণি॥
ওহে দৈত্য প্রভু, অস্ত্রে আর কভু,
নাহি মরিবে প্রহ্লাদ।
কর অন্যোপায়, নৈলে দেখি দায়,
শীঘ্র ঘটিবে প্রমাদ॥—

এরূপ রাজন, করে নিরূপণ,
নানা রূপ বধোপায়।
সাগরে মগণ, গরল ভোজন,
ক্ষিপ্ত মত্ত করী পায়॥
লয়ে গিরি পরে, ধরাতলোপরে,
জোরে করে নিঃক্ষেপণ।
অপর অনল, করিয়া প্রজ্বল,
শিশু দেয় বিসর্জ্জন॥
ঈশ দয়া বলে দূতের কৌশলে
শিশু পায় পরিত্রাণ।
ভাবিত ভূপতি, ব্যাকুলিত মতি,
পুত্রে করিল আহ্বান॥
বসায় - সদনে, সরোষ বচনে,
বলে ভ্রূকুটি ভঙ্গিতে।
বল অকপটে, এ ঘোর সঙ্কটে,
আসে কে তোরে রাখিতে॥
তোরে যেবা রাখে, সে কোথায় থাকে,
মোরে সত্য করি বল।
দেখি সে কেমন, অজয় দুর্জ্জন,
অঙ্গে ধরে কত বল॥

শিশু হাসি কয়, শুন মহাশয়,
আমি করি নিবেদন।
হয়ে শুদ্ধমতি, শুন দৈত্যপতি,
জগদীশ্বর কেমন॥
ঈশ্বর আমার, হন কি আকার,
কিছু নাহি নিরূপণ।
কহেন পণ্ডিত, ত্রিগুণ অতীত,
এই বেদের বচন॥
অজর অমর; দয়ার সাগর,
সৃজন পালন লয়।
জীব জন্তু দিশি, ষড়কাল নিশি,
সব তাঁহা হতে হয়॥
কে জানে তাঁহার, হয় কি আকার,
সাকার কি নিরাকার।
এই জানি সত্য, তিনি হন্ নিত্য,
এই জগৎ আধার॥--
স্ফটিক নির্ম্মিত, স্তম্ভ সুরঞ্জিত,
ভূপতি সদনে ছিল।
লক্ষ্য করি তায়, দম্ভে দৈত্যরায়,
ক্রোধে কহিতে লাগিল॥

বল্‌রে পামর, স্তম্ভের ভিতর;
কে আছে তোর ঈশ্বর?।
শিশু হাসি কয়, এ আশ্চর্য্য নয়,
তিনি ব্যাপ্ত চরাচর ॥
দেখি যত তনু, হস্তী কীট অণু;
অচলা সচল চয়।
বায়ু যতি ভানু, সব পরমাণু;
যোগে মাত্র ক্রিয়া হয় ॥
তিনি সৃষ্টিমূল, তিনি সূক্ষ্ম স্থূল,
অবস্থিতি সর্ব্ব ঘটে।
সিদ্ধান্ত বিচার, কহিলাম সার,
তিনি আছেন নিকটে ॥
শুনি দৈত্যরায়, ক্রোধে অগ্নি প্রায়,
করিলেন পদাঘাত।
স্তম্ভটী বিদীর্ণ, হইল বিকীর্ণ,
শত খণ্ড ভূমি সাত ॥
তাহার অন্তর, ভীম কলেবর,
এক পুরুষ প্রধান।
বহির্গত হয়, সবে পায় ভয়
শীঘ্র করিল পয়ান ॥

ক্রমেও নর কায়, হরি মুখ তায়,
চারি ভুজ লম্বতর।
মস্তকে মুকুট, চক্ষু কালকূট,
প্রভাতীয় প্রভাকর ॥
ললিত রসন, বিকট দশন,
অতি সুতীক্ষ্ণ নখর।
অস্ত্র করতলে, বনমালা গলে,
কোটিতটে পীতাম্বর ॥
ভয়ঙ্কর বেশ, দেখি দানবেশ,
শীঘ্র যুদ্ধবেশ করে।
নরসিংহাকার, গর্জ্জিয়ে তাহার,
ক্রোধে কেশ করে ধরে ॥
দুই মহাবীর, রণ দক্ষ ধীর,
ঘোরতর করে রণ।
রাজা অবশেষে, কাঞ্চিক প্রদেশে,
হারা হয়েন জীবন ॥
ধীর নরহরি, সিংহাসনোপরি,
বসাইলেন প্রহ্লাদে।
ঘুচিল আপদ, বাড়িল সম্পদ,
প্রজা ডুবিল আহ্লাদে ॥

সপ্তম শিশুর বিবরণ সমাপ্তঃ।

দ্বাদশ শিশুর বিবরণ।

অষ্টম শিশু।

পিতৃভক্তি পয়ারণ পুরু।

একাবলী।

যযাতি রাজা নহুশনন্দন।
অশ্বারোহণে করেন ভ্রমণ॥
নিবিড় বনে একাকী রাজন।
মৃগ পশ্চাতে হয়েন ধাবন॥
তৃষিত হয়ে নৃপ মতিমান।
গেলেন ত্বরা কূপ সন্নিধান॥
কূপ অন্তরে করি দৃষ্টিপাত।
নারী সুগঠনা দেখে(ন) ভূনাথ॥
কাঁদে কামিনী সকরুণ, স্বর।
কে তুমি ভদ্রে সুধায় নৃবর॥

কার দুহিতা বল বিবরণ।
কিহেতু কূপে হয়েছ পতন ॥
কূপ-পতিতা কহিছে বচন।
থাকিবে শুনে ওহে সুভাজন ॥
অসুরকুলে আচার্য্য যে জন।
মরিলে প্রাণে বাঁচায় জীবন ॥
আমি তনয়া হই যে তাঁহার।
নাম দেবযানী ভুবন প্রচার ॥
কূপেতে এসে হয়েছি পতিত।
সুভাগ্যে রাজা তুমি উপনীত ॥
দক্ষিণ হস্ত করিয়া ধারণ।
উদ্ধার করে বাঁচাও জীবন ॥
কন্যার বাক্যে নৃপতি তখন।
দক্ষিণ হস্ত করিয়া ধারণ ॥
তুলি উপরে হইয়া বিদায়।
নিজ নগরে যান নররায় ॥—
যযাতি রাজা করিলে গমন।
ঘূর্ণিকা নাম্নী দাসী একজন ॥
আসিয়া তথা উপনীতা হয়।
সজল চক্ষে দেবযানী কয় ॥

দেখ সচক্ষে আমার দুর্গতি।
করেছে ইহা শর্ম্মিষ্ঠা কুমতি॥
পিতার স্থানে দেও সমাচার।
ভবনে যেতে সাধ নাই আর॥
চলিল দাসী অতি ত্বরান্বিত।
শুক্র সস্থানে হয় নিবেদিত॥
মহর্ষি শুক্র করিয়া শ্রবণ।
কন্যার স্থানে করেন গমন॥
সবাৎসল্যে করি আলিঙ্গন।
কন্ কন্যাকে মধুর বচন॥
স্বকীয় কর্ম্মে যত নরজন।
সুখার দুঃখ করিছে ভঞ্জন॥
কোন দুষ্কর্ম্ম বুঝি করেছিলে।
সেই অধর্ম্মে কূপেতে পড়িলে॥
শুক্রদুহিতা করে নিবেদন।
বাক্য বাণেতে দহিছে জীবন॥
শর্ম্মিষ্ঠা কহে যেরূপ বচন।
হে পিতঃ! তাহা করহ শ্রবণ॥
এত বলিয়া দেয় পরিচয়।
শর্ম্মিষ্ঠাসনে যে রূপ ঘটয়॥

অপরে কহে শুন বলি তাত।
পাপে কি শাপে না হয় উৎপাত॥
শর্ম্মিষ্ঠা কহে যেরূপ আমায়।
যদি যথার্থ সেই সমুদায়॥
উচিত তবে স্বদোষ স্বীকার।
কর নতুবা তার প্রতীকার॥
বলেন শুক্র তোমার জনক।
কখন নহে কাহার স্তাবক॥
বরঞ্চ অন্যে করে তাঁর স্তব।
যযাতি ইন্দ্র জ্ঞাত আছে সব॥
অচিন্ত্য ব্রহ্ম হয় মম বল।
সকল জানে যত দৈত্যদল॥
স্বয়ম্ভূ ব্রহ্মা তুষ্ট হয়ে অতি।
কন্ বস্তুতে তুমি এক পতি॥
সর্ব্ব তোমাকে সত্য কহিতেছি।
পৃথ্বীর কার্য্য আমি করিতেছি॥
পৃথিবী ভদ্রে বারি বরিষয়।
ওষধিপুষ্ট আমা হতে হয়॥
এত বলিয়া শুক্র তপোধন।
ক্রোধিত সুতে করেন সান্ত্বন।—

শুক্র কহিছে শুন দেবযানী।
তিরস্কারে যে নহে অভিমানী॥
করে উপেক্ষা পর তিরস্কার।
সুদৃঢ় বিশ্ব আয়ত্ত তাহার॥
রথোপরে যে অশ্বরশ্মি ধরে।
সারথি নহে সেই নরবরে॥
ক্রোধ অশ্বকে সংযত যে করে।
সারথি বলে তারে বুধবরে॥
যিনি উদ্রিক্ত ক্রোধ হুতাশন।
ক্ষমা-সলিলে করেন বারণ॥
অসংখ্যপ্রাণী স্থাবরাদিচয়।
অসীম বিশ্ব তাঁহার বিজয়॥
নির্মোক তেজ যদ্রূপ ভুজঙ্গ।
তদ্রূপ যেবা ত্যজে ক্রোধ সঙ্গ॥
সাধুলোকেরা করিয়া বিধান।
তাঁহাকে বলে পুরুষ প্রধান॥
যিনি উপেক্ষা করি তিরস্কার।
হিংসেন ক্রোধে করিয়া বিচার॥
স্বয়ং সন্তপ্ত হয়ে অতিশয়।
করুণা দহে কাহার হৃদয়॥

সর্ব্বার্থ সিদ্ধি হয়ে থাকে তার।
লিখিত শাস্ত্রে সন্দেহ কি তার।
দেখ যে ব্যক্তি সহস বৎসর।
প্রতিমা পূজা করে নিরন্তর॥
আর যে ব্যক্তি ধর্ম্মে তৎপর।
ক্রোধ না করে কাহার উপর॥
এ দুই মধ্যে অক্রোধী যে জন।
অত্যুৎকৃষ্ট সজ্জন রঞ্জন॥
বাল বালিকা বিবেক অভাব।
তাদের মন নাহিক সদ্ভাব॥
কিন্তু যে প্রাজ্ঞ জ্ঞান তৎপর।
তাঁহার নহে সে রূপ অন্তর॥
দ্বিকরযোগে দেবযানী কয়।
দুঃখে দুচক্ষে ঘন ধারা বয়॥
অল্প বয়স্কা বটে আমি হই।
বিবেক শূন্য কভু তাত নই॥
শিষ্য হইয়া অশিষ্যের মত।
আচরণ যে করে অবিরত॥
কভু তাহাকে মঙ্গলার্থি জন।
না করে ক্ষমা শাস্ত্রের লিখন॥

অধর্ম্ম দেশে করিতে বসতি।
কদাচ নহে আমার সম্মতি॥
যে সব লোক অন্যায়াচারে।
কৌলিন্য জন্য মর্য্যাদা সংহারে॥
শিব আকাঙ্ক্ষী পণ্ডিত সজ্জন।
সেই সংসর্গ না করে কখন॥
দৈত্য দুহিতা শর্ম্মিষ্ঠা আমায়।
বলে দুর্ব্বাক্য সহা নাহি যায়॥--
সক্রোধে শুক্র পাবক সমান।
নৃপতি নিকটে করেন পয়ান॥
অভয়চিত্তে বলেন ব্রাহ্মণ।
সত্বরে ফলে অধর্ম্মাচরণ॥
আমার শিষ্য কচ মহামতি।
দিয়াছ তারে অশেষ দুর্গতি॥
তোমার কন্যে শর্ম্মিষ্ঠা আবার।
অনিষ্ট করে অশেষ প্রকার॥
দেবযানিকে ফেলে দিল কূপে।
ধর্ম্ম প্রবলে বাঁচে কোন রূপে॥
কেবা সহিবে এত অত্যাচার।
তব এরাজ্যে না রহিব আর॥

দানব রাজা কহেন বচন ।
এদাসে ক্ষমা করহে ব্রাহ্মণ ॥
না করি ঘৃণা আপনাকে কভু ।
সর্ব্বদা শ্রদ্ধা করে থাকি প্রভু
শ্রীপদ আশ্রয়ে বাঁচে দৈত্যকুল ।
তব বিহনে হইবে নির্ম্মূল ॥
যদপি যাবে ত্যজিয়া আমায়
ডুবিব হ্রদে স্মরিয়া তোমায় ॥
সক্রোধে শুক্র কহেন আবার
মরিবে প্রাণে ক্ষতি কি আমার
মম দুহিতা হয় অপমান ।
তাহাতে জ্বলে সদত এ প্রাণ ॥
রাজ্য রাখিতে হয় বাসনা ।
দেবযানিকে কর সান্ত্বনা ॥
শুনিয়া কহে দানব ঈশ্বর ।
সশঙ্কমনে হইয়া কাতর ॥
রথ তুরঙ্গ যে আছে আমার ।
অসুরে যাহা করে অধিকার ॥
আপনি সর্ব্ব অধীশ্বর হন ।
যথার্থ বাক্য জানে সর্ব্বজন ॥

আচার্য্য শুক্র বলেন বচন।
ইথে কন্যাকে করিব সান্ত্বন ॥—
অতি সত্বরে করিয়া গমন।
দুহিতা স্থানে বলেন ব্রাহ্মণ॥
পিতৃ মুখেতে শুনি সমুদয়।
চারু-হাসিনী দেবযানী কয়॥
দানব রাজা করি অঙ্গীকার।
মম নিকটে বলুক আবার॥
শুনিয়া বাক্য বৃষপর্ব্বা কয়।
প্রতিজ্ঞা সত্য কভু মিছে নয়॥
রাজ্য সম্পত্তি যে আছে আমার।
সর্ব্বস্ব-কর্ত্তা জনক তোমার॥
দুর্ল্লভ বস্তু যদি ইচ্ছা হয়।
চাহিলে এনে দিব যে নিশ্চয়॥
দ্বিজদুহিতা কহে পুনর্ব্বার।
শর্ম্মিষ্ঠা দাসী হইবে আমার॥
আর সহস্র অসুর নন্দিনী।
থাকিবে রাজা তাহার সঙ্গিনী॥
আমি যে কালে হয়ে বিবাহিতা।
ভর্ত্তৃ নিলয়ে হব উপনীতা॥

শর্ম্মিষ্ঠা দাসী লইয়া সঙ্গিনী।
হইবে ত্বরা অনুগামিনী ॥
শুনিয়া তাহা বৃষপর্ব্বা বীর।
কন্যা আনিতে করিলেন স্থির।
পরিচারিকা ছিল সন্নিধানে।
পাঠান শীঘ্র তনয়ার স্থানে ॥
পরিচারিকা নৃপতি আজ্ঞায়।
শর্ম্মিষ্ঠা স্থানে সকল জানায় ॥
শুনি শর্ম্মিষ্ঠা ক্ষুব্ধ নাহি হয়ে।
সহস্র দাসী নিজ সঙ্গে লয়ে ॥
উঠি কর্ণিকে করেণ গমন।
গুরুপুত্রিকে বলেন বচন ॥
হে গুরু কন্যে! সত্য অঙ্গীকার
শর্ম্মিষ্ঠা দাসী হইল তোমার ॥
পতি গৃহেতে যাইবে যখন।
আমরা সবে করিব গমন।
দ্বিজদুহিতা বলে গরবিণী।
তুমি শর্ম্মিষ্ঠা রাজার নন্দিনী ॥
বল কি রূপে ভিক্ষুকের ন্যায়।
দাসী হইবে চাটুকার প্রায় ॥

কহে শর্ম্মিষ্ঠা শুন গুরু কন্যে।
আমি হে দাসী কুল হিত জন্যে॥
প্রফুল্ল মনে মৃদুমন্দ বাণী।
শুক্র নিকটে কহে দেবযানী॥
হয়েছি তুষ্টা আর ক্রোধ নাই।
চল এক্ষণে নগরেতে যাই॥
জেনেছি মনে তব বিদ্যা-বল।
আছে অধীন অসুর সকল॥
তেজস্বী শুক্র অতি আনন্দিত।
কন্যা নিকটে হয়ে অভিহিত॥
দৈত্য নিকটে পেয়ে সমাদর॥
নগরে বিপ্র চলেন সত্বর॥ —
এই রূপেতে কিছু কালান্তর।
বন বিহারে হইল অন্তর॥
বরবর্ণিনী ব্রাহ্মণ দুহিতা।
সঙ্গিনীগণে হইয়া বেষ্টিতা॥
পূর্ব্ব কাননে করিল গমন।
ভ্রমে সর্ব্বত্র যার যথা মন॥
পুষ্পান্বেষণে যায় কোন জন।
মধুপানেতে কেহ হৃষ্ট মন॥

ইত্যবসরে যযাতি রাজন॥
মৃগান্বেষণে করেন ভ্রমণ।
ক্রমশঃ ক্লান্ত হইলেন অতি।
জলান্বেষণে করিলেন গতি॥
পূর্ব্বে যে বনে করেন গমন।
পুনঃ সে স্থানে চলেন রাজন
দেখেন তথা যত কন্যাগণ।
করিছে ক্রীড়া হরষিত মন॥
ভূষিতা সবে বিবিধ ভূষণে।
রঞ্জিত আছে রঞ্জন বসনে॥
কন্যা বেষ্টিতা একটি ললনা।
বসি সে স্থানে তড়িত বরণা॥
অন্য রমণী পরম সুন্দরী।
চরণ সেবে অতি যত্ন করি॥
ক্রমশঃ রাজা হয়ে অগ্রসর।
সেব্য কন্যাকে বলেন সত্বর॥
কে তুমি ভদ্রে বল বিবরণ।
কি নাম ধরে তব সখিগণ॥
মৃদুভাষিণী দেবযানী কয়।
শুন হে রাজা দেই পরিচয়॥

শুক্র দুহিতা, নাম দেবযানী।
মম সেবিকা এসব কামিনী॥
পদ সেবে যে সদত আমার।
ইনি নন্দিনী দানব রাজার॥
নাম শর্ম্মিষ্ঠা অতি রূপবতী।
সর্ব্বদা রহে আমার সঙ্গতি॥
শুনিয়া রাজা কারণ সুধায়।
কেন শর্ম্মিষ্ঠা সেবয় তোমায়॥
শুক্র দুহিতা বলেন তখন।
অবশ্য ফলে ভাগ্যের লিখন॥
ইহাই মনে জানিহ নিশ্চয়।
বিফল অন্য গুপ্ত পরিচয়॥
বল এক্ষণে আত্ম বিবরণ।
এসেছ বনে কিসের কারণ॥
বাক্য পটুতা যে দেখি তোমার।
পণ্ডিত হবে জ্ঞানের আধার॥
বীর্য্য বলিষ্ঠ সাহস অপার।
বুঝি ইহাতে রাজার কুমার॥
কে তুমি ভদ্র কাহার নন্দন।
কর বলিয়া সন্দেহ ভঞ্জন॥

শুনিয়া তাহা নহুশনন্দন।
বলি আদ্যোন্ত সব বিবরণ॥
নগরে যেতে চান অনুমতি।
শুক্র দুহিতা বলে ভারতী॥
পৃথ্বীপতি হে করি নিবেদন।
পরিচারিকা যত্ত কন্যাগণ॥
সহ শর্ম্মিষ্ঠা অধীনা তোমার।
ভর্ত্তাদ্যহতে তুমি হে আমার॥
শুনি সহসা আত্ম সমর্পণ।
বিনয় বাক্যে বলেন রাজন॥
শুক্র তনয়ে মিনতি আমার।
এরূপ বাক্য না বলিহ আর॥
দ্বিজাতি কন্যে তুমি, ক্ষেত্রি আমি
কখন নহে উপযুক্ত স্বামী॥
তোমার পিতা শুক্র জ্যোতিস্বান।
করিবেন না আদেশ প্রদান॥
প্রিয়বাদিনী দেবযানী কয়।
কখন ইহা অনুচিত নয়॥
অাছে সংস্থষ্ট ক্ষেত্রিয় ব্রাহ্মণ।
কিঞ্চিৎ নহে দোষের কারণ॥

ভার্য্যাত্ব রূপে কর অধিকার।
না হবে রুষ্ট জনক আমার॥
তুমিত রাজা ঋষির তনয়॥
মহর্ষি স্বয়ং জানি পরিচয়॥
না ভাবি ভিন্ন কর পরিণয়।
হইবে ভদ্র নাহিক সংশয়॥
যযাতি বলে জানি সমুদয়।
হইতে ব্রহ্ম চারি বর্ণ হয়॥
আচার ধর্ম্মে ভিন্ন পরস্পর।
তাহাতে আছে জাতি তমতর॥
দ্বিজাতি ধর্ম্ম শুদ্ধ ব্যবহার।
তদ্ধেতু শ্রেষ্ঠ অন্য সবাকার॥
আমি কি রূপে বিচার না করি।
করিব বিভা তোমায় সুন্দরী॥
শুক্র দুহিতা করেন উত্তর।
এরূপ বিভা আছে পূর্ব্বাপর॥
দক্ষিণ হস্ত ধরিয়া আমার।
কূপ হইতে করিলে উদ্ধার॥
সে দিন হতে তোমায় রাজন।
আমি পতিত্বে করেছি বরণ॥

তুমি যে হস্ত ধরেছ একবার।
সে হস্ত অন্যে নাহি অধিকার॥
শুনিয়া রাজা কন পুনর্ব্বার।
শর সুতীক্ষ্ণ আশীবিষ আর॥
আমি এহতে কোপান্ত ব্রাহ্মণ।
অতি দুর্দ্ধর্ষ করি নিরূপণ॥
শুক্র দুহিতা করেন উত্তর।
এরূপ কেন কহ নৃপবর॥
যযাতি রাজা বলেন বচন।
সর্প দংশনে মরে এক জন॥
শস্ত্র নিপাতে মরে এক প্রাণী।
বিপ্র ক্রোধেতে সর্ব্বনাশ জানি॥
তপস্বী শুক্র না করিলে দান।
কভু না হবে ইচ্ছা সমাধান॥
এত শুনিয়া শুক্রের দুহিতা।
ঘূর্নিকা দাসী পাঠান ত্বরিতা॥
ঘূর্নিকা স্থানে শুনি বিবরণ।
কাননে শুক্র করেন গমন॥
যযাতি রাজা পাণিপুটে রয়।
দ্বিজ নন্দিনী পিতৃ আগে কয়॥

নহুশপুত্র যযাতি রাজন
মম পতিত্বে করেছি বরণ॥
শুনি মহর্ষি হলেন স্বীকার।
যযাতি রাজা কন পুনর্ব্বার॥
ব্রাহ্মণ কন্যা করিব গ্রহণ।
শঙ্কর বর্ণ হবে উদ্ভাবন॥
কৃপা কটাক্ষে এই দোষ হর।
পরে মহর্ষি অনুমতি কর॥
মহর্ষি শুক্র কহেন বচন।
তাহে কি চিন্তা করহে রাজন॥
মম কন্যাকে দিলাম তোমায়।
শঙ্কা কি আছে নৃপতি তাহায়॥
কিন্তু শর্ম্মিষ্ঠা রাজার নন্দিনী।
তব প্রপূজ্যা হইবেন ইনি॥
অত্যবধানে শুনহে রজন।
বিবাহ তারে করনা কখন॥
যযাতি রাজা পাইয়া আদেশ।
বিবাহ ত্বরা করিলেন শেষ॥
নৃপতি শুক্র দৈত্যগণ স্থান।
অশেষ রূপে পাইয়া সম্মান॥

দুই সহস্র কন্যার সহিত।
সহ দেবযানী রাজ্যে উপনীত ॥
স্ব নগরেতে করিয়া গমন।
উচিতাদরে যযাতি রাজন ॥
দেবযানিকে অন্তঃপুরে লন।
তন্নি দেশেতে নহুশনন্দন ॥
অশোক বনে নির্ম্মাইয়া ঘর।
দৈত্য কন্যাকে দিলেন বাসর ॥
গ্রাসাচ্ছাদনে করেন পালন।
সদা প্রসন্ন ভূপতির মন ॥
দেবযানিকে লইয়া রাজন।
যৌবন সুখে মত্ত অনুক্ষণ ॥
কালানুসারে দেবযানী সতী।
ঋতু সংযোগে হন গর্ভবতী ॥
যথা কালেতে হইল সন্তান।
সহস্র বর্ষ ক্রমে সমাধান ॥
অশোক বনে শর্ম্মিষ্ঠা ললনা।
যৌবন দেখে করেন ভাবনা ॥
কালানুক্রমে গর্ভাধান কাল।
ঋতু প্রকাশে ঘটিল জঞ্জাল ॥

না হল বিভা উপায় কি আর।
মনোরথ কে পূরবে আমার॥
প্রসবে পুত্র সখী দেবযানী।
পূর্ণ বাসনা অতি ভাগ্যমানী॥
মম যৌবনে কিবা ফলোদয়।
সকলি বৃথা ভাগ্য ভাল নয়॥
সখী যে রূপে কৃতকার্য্য হয়।
আমি সে রূপে নহু শতনয়॥
করি নির্জ্জনে পতিত্বে বরণ।
পুত্র প্রার্থনা করিব সদন॥
তিনি তাহাতে অনিচ্ছা কারণ।
করিবেন না মোরে প্রদর্শন॥
যযাতি রাজা এই অবসরে।
যদৃচ্ছা ক্রমে উপবনান্তরে॥
মৃদু গমনে করেন ভ্রমণ।
চারুহাসিনী শর্ম্মিষ্ঠা তখন॥
নির্জ্জনে রাজে পেয়ে দরশন।
দ্বিকরপুটে করে নিবেদন॥
ওহে নরেন্দ্র ইন্দ্র চন্দ্রালয়।
তবান্তঃপুরে যে স্ত্রীলোক রয়॥

তাহাদিগকে কভু কোন নর।
না করে রাজা নয়ন গোচর॥
যে কুলে জন্ম হয়েছে আমার।
অজ্ঞাত নহে কিছু আপনার॥
রূপে শীলতা যৌবন প্রত্যক্ষ।
হে মনুজেন্দ্র মম ধন্তু রক্ষ॥
যযাতি রাজা করেন উত্তর।
তুমি সুন্দরী সরল অন্তর॥
ভুবনমোহিনী রূপ রঞ্জিকা।
কুল সম্মান্যা ভূপতি বালিকা॥
আমি যে কালে শুক্র তনয়ায়।
করেছি বিভা জান সমুদায়॥
শুক্র আমাকে করি নিবারণ।
বলেন ভ্রমে কখন রাজন॥
শর্ম্মিষ্ঠা স্থানে করনা বিলাস।
যদ্যপি ঘটে তবে সর্ব্বনাশ॥
শর্ম্মিষ্ঠা কহে শুনহে রাজন।
নারী রঞ্জনে কৌতুক কারণ॥
বিবাহ কালে জীবন শঙ্কটে।
বলিলে মিথ্যা পাপ নাহি ঘটে

সাঙ্খ্যপ্রদানে বিচার নিলয়।
বলিলে মিথ্যা পাপে লিপ্ত হয় ॥
যযাতি রাজা কন পুনর্ব্বার।
রাজা দৃষ্টান্ত হন সবাকার ॥
মিথ্যা কহিলে রাজার পতন।
অর্থ কষ্টেতে না বলি কখন ॥
শর্ম্মিষ্ঠা কহে শুন সদাশয়।
সখির ভর্ত্তা নিজ ভর্ত্তা হয় ॥
একের বিভা হইল যখন।
অন্যের সিদ্ধ হয়েছে তখন ॥
মম পতিত্বে হইতে বরণ।
কি হেতু চিন্তা করহে রাজন।
নৃপতি হাস্য করিয়া তখন।
প্রিয় সত্ত্ব যে বলেন বচন ॥
করিতে পূর্ণ অর্থির প্রার্থনা।
প্রধান ধর্ম্ম আমার গণনা ॥
তুমি নিকটে করিছ প্রার্থনা।
কি প্রিয়কার্য্য করিব সাধনা ॥
হে শর্ম্মিষ্ঠা শুনহে রাজন।
অধর্ম্মপাশে উদ্ধার এখন ॥

আমি অপরে তোমার প্রসাদে।
সন্তানবতী হইব অবাদে॥
ধর্ম্মানুষ্ঠানে হইব সক্ষম।
পাইব পুত্র অতি অনুপম॥
দেখুন ভার্য্যে পুত্র আর দাস।
উপার্জ্জে অর্থ ধন রত্ন রাস॥
কভু সে অর্থে নাই অধিকার।
দেখ ভূপেন্দ্র করিয়া বিচার॥
আমিত দাসী শুক্র দুহিতার।
তোমার বেশ্যা তিনিত আবার॥
করহে পূর্ণ উভয় বাসনা।
নাই ইহাতে অধর্ম্ম ঘটনা॥
পাণিগ্রহণে কর অঙ্গীকার।
আমি একান্ত অধীন তোমার॥
যযাতি রাজা হইয়া সম্মত।
করেন রক্ষা ঋতু শাস্ত্রমত॥
প্রিয় সম্ভাষে করিলেন গতি।
সতী শর্ম্মিষ্ঠা হন্ গর্ভবতী॥
যথা সময়ে প্রসবে কুমার।
পরম কান্তি রূপের আধার॥—

শর্ম্মিষ্ঠা পুত্র হইল প্রসব।
শুক্র তনুজা শুনিয়া সে সব॥
ক্ষুব্ধ অন্তরে করেন বিচার।
শর্ম্মিষ্ঠা স্থানে গমন তাঁহার॥
বলেন সুভ্রূ শর্ম্মিষ্ঠা তোমার।
কামান্ধ হয়ে এ কি পাপাচার॥
কহে শর্ম্মিষ্ঠা চারুহাসিনী।
একদা হেথা এলো ধর্ম্মজ্ঞানী॥
বেদ বেদাঙ্গ শাস্ত্রে তৎপর।
কুটীরে দেখা দেন ঋষিবর॥
ঋতু রক্ষার্থে করিনু প্রার্থনা।
সদয়ে পূর্ণ করেন বাসনা॥
কাম প্রবৃত্তি অন্যায়ে কখন।
না করি পূর্ণ যথার্থ বচন॥
মম এ পুত্র ঋষিবর জাত।
সকলি ধর্ম্ম রয়েছেন জ্ঞাত॥
শুনিয়া বাক্য দেবযানী কয়।
শুন শর্ম্মিষ্ঠে যদি ধর্ম্ম রয়॥
তাতে অতুষ্টা কভু আমি নয়।
ঋষি কি গোত্র বল পরিচয়॥

কহে শর্ম্মিষ্ঠা সঙ্কোচ অন্তর।
ঋষি তেজস্বী দীপ্ত দিবাকর॥
তপো সম্পন্ন প্রভাব অপার।
ভয়ে জিজ্ঞাসা না করি তাঁহার॥
শুনিয়া মর্ম্ম দেবযানী কয়।
শ্রেষ্ঠ ঔরসে যদি পুত্র হয়॥
তাপিতা ক্ষুব্ধ আমি তাতে নয়।
এরূপে হাস্য কৌতুক উভয়॥
শুক্র দুহিতা ক্ষণ কালান্তর।
শর্ম্মিষ্ঠা বাক্য করিয়া নির্ভর॥
করি সম্ভাষা প্রসন্ন বদনে।
গতি ত্বরিতা নিজ নিকেতনে॥—
শুক্র দুহিতা গর্ভেতে রাজার।
হইল ক্রমে দুইটি কুমার॥
প্রথম পুত্র যদু যশবান।
তুর্ব্বসু নামে দ্বিতীয় সন্তান॥
শর্ম্মিষ্ঠা গর্ভে দ্রুহ্য অনু আন।
পুরু নামেতে হইল সন্তান॥
কিছু কালান্তে দেবযানী সতী।
বনে একদা যান সঙ্গে পতি॥

নির্জ্জন বনে করিয়া গমন।
পান দেখিতে শিশু সুগঠন॥
অমররূপী তিনটি নন্দন।
করিছে ক্রীড়া অসঙ্কোচ মন॥
রূপ সামান্য সুলাবণ্য অতি।
জিজ্ঞাসে ভূপে দেবযানী সতী॥
দেখ নরেন্দ্র সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর।
করিছে ক্রীড়া শিশু মনোহর॥
কৈবা সৌভাগ্য এদের জনক।
উদিত ভূমে তিনটি তারক॥
ইহারা তুল্য দেবতা কুমার।
সদৃশ অঙ্গ দেখি হে তোমার॥
জিজ্ঞাসি ভূপে দেবযানী সতী।
পুনঃ কহিছে শিশুগণ প্রতি॥
কে হয় পিতা বল বিবরণ।
কোন্ বংশেতে লয়েছ জনম॥
জিজ্ঞাস্য বাক্যে শর্ম্মিষ্ঠা নন্দন।
হয়ে প্রসন্ন উন্মুখ কথন॥
রাজাকে পিতা নির্দ্দেশ করিতে;
কহিছে বাক্য তর্জ্জনী ভঙ্গিতে.

শর্ম্মিষ্ঠা মাতা এতবলি পরে।
সবেগে ধরে যযাতির করে॥
অন্তরে জাগে দেবযানী ভয়।
তিনটি পুত্র অনাদৃত হয়॥
অভিমানেতে করিয়া ক্রন্দন।
চলিল ধেয়ে জননী সদন॥
বালক বাক্যে যযাতি রাজন।
লজ্জিত মনে করেন চিন্তন॥
দেখি সন্তানে সদ্ভাব সঞ্চয়।
অন্তরৌদাস্য দেবযানী হয়॥
শর্ম্মিষ্ঠা স্থানে করিয়া গমন।
কহে সরোষে কর্কশ বচন॥
তুমি শর্ম্মিষ্ঠে অধীন যাহার।
অপ্রিয় কার্য্য করিলে তাহার॥
নির্ভয় কিবা তোমার হৃদয়।
না হল মনে শঙ্কার উদয়॥
শুনি শর্ম্মিষ্ঠা করেন উত্তর।
ঋষির কথা যে; করেছি গোচর
কিছু অসত্য নহে সহচরি।
ধর্ম্মতঃ কর্ম্মে কারে শঙ্কা করি

তব পতিত্বে যে দিন রাজন।
শাস্ত্রানুমতে হলেন বরণ॥
যে দিন হতে যযাতি নৃপতি।
আমার স্বামী শাস্ত্রের সম্মতি॥
সখীর ভর্ত্তা কারণ তাহার।
ধর্ম্মতঃ স্বামী তুস্বামী আমার॥
ব্রাহ্মণ কন্যা তুমি মান্যা অতি।
মম প্রপূজ্যা সদাচারা সতি॥
তোমা হইতে নৃপ মতিমানে।
থাকি পূজিয়া উচিত সম্মানে॥
শর্ম্মিষ্ঠা মুখে শুনি দেবযানী।
ভূপেন্দ্রে কহে হয়ে অভিমানী॥
অপ্রিয়কার্য্য করেছ রাজন।
করিনু ত্যজ্য তোমার ভবন॥
এত বলিয়া করেন গমন।
শুক্র সমীপে সবাষ্প লোচন॥
দেখি সহসা পিতৃ গৃহোন্মুখী।
ধাবিত রাজা মনে মনে দুখি॥
নানা প্রবোধে করেন সান্ত্বনা।
রক্ত-লোচনা করিয়া ধারণা॥

ভাল কি মন্দ না বলি রাজায় ।
পিতৃ বাসরে উদয় ত্বরায় ॥
অভিবাদনে সম্মুখে দাঁড়ান ।
নয়নে ধারা মনে অভিমান ॥
অনুসরণে যযাতি প্রবীণ ।
পূজিয়া শুক্রে একান্তে আসীন ॥
তদন্তে শুক্রে কহে দেবযানী ।
রোষ বিহ্বলা সকাতর বাণী ॥
অধর্ম্ম ধর্ম্মে করে পরাজয় ।
বলি হে পিতা সেই সমুদয় ॥
নিকৃষ্ট লোকে পূরিল সংসার ।
মহত সঙ্গে নীচ ব্যবহার ॥
শর্ম্মিষ্ঠা করে সদা অসম্ভ্রম ।
করিছে ক্রমে আমায় অতিক্রম ॥
তাহার গর্ভে যযাতি রাজন ।
দিলেন জন্ম তিনটি নন্দন ॥
আমি দুর্ভাগা কি বলিব আর ।
জন্মিল গর্ভে দুইটি কুমার ॥
যযাতি রাজা স্বধর্ম্ম পালক ।
সুখ্যাতি কিন্তু অধর্ম্ম যাজক ॥

বচন সত্য বলি পুনর্ব্বার।
শাস্ত্র মর্য্যাদা নাহিক ইহার॥
শুনি বৃত্তান্ত শুক্র বিপ্রবর।
সক্রোধ অঙ্গ কম্পিত অধর॥
অভিশাপেতে বলেন বচন।
ধার্ম্মিক শ্রেষ্ঠ তুমি হে রাজন॥
অধর্ম্ম কর্ম্মে করি প্রিয়জ্ঞান।
লঙ্ঘিয়া শাস্ত্র কর অনুষ্ঠান॥
দুর্জ্জয় জরা হবে অচিরাত।
অলংঘ্য বাক্য শুনহে ভূনাথ॥
সহসা রাজা শাপগ্রস্ত হয়ে।
বলেন শুক্রে অতি অনুনয়ে॥
ঋতু রক্ষিণী শর্ম্মিষ্ঠা সুন্দরী।
করে প্রার্থনা করযোগ করি॥
ধর্ম্ম সংস্থানে অঘট ঘটয়।
নিকৃষ্টবৃত্তি চরিতার্থ নয়॥
ধর্ম্ম শাস্ত্রেতে রয়েছে লিখিত।
ঋতু রক্ষিণী হইলে প্রার্থিত॥
সে ঋতু রক্ষা না করে যে নর।
নিরয়গামী ভ্রূণ হত্যা কর॥

ধর্ম্ম বিলুপ্ত আশঙ্কা অন্তরে।
তাহে শর্ম্মিষ্ঠা বাঞ্ছাপূর্ণ করে॥
বলেন শুক্র শুনহে রাজন।
আমি তোমাকে যা করি বারণ॥
কেন করিলে তাহা পুনর্ব্বার।
বিরত যাতে ছিলে একবার॥
তুমি জাননা মিথ্যাবাদী জন।
করিলে ধর্ম্ম চৌর্য্য আচরণ॥—
অভিশাপেতে নহুশনন্দন।
অজেয় জরা করিয়া ধারণ॥
শুক্র নিকটে বলেন বচন।
যৌবন সুখে অদ্যাপি ব্রহ্মণ॥
না হল তৃপ্ত আমার অন্তর।
দাসে বিমুক্ত কর ঋষিবর॥
বলেন শুক্র শুনহে রাজন।
শাপ অন্যথা না হবে কখন॥
হইতে পারে এই মাত্র তবে।
অন্তরে ইচ্ছা হইবেক যবে॥
অন্য শরীরে করিয়া সঞ্চার।
স্বয়ং জরাতে হইবে উদ্ধার॥

শুনিয়া রাজা বলেন ব্রাহ্মণ।
মম এক্ষণে এই নিবেদন॥
মদীয় পঞ্চ হয়েছে কুমার।
যে জন জরা লইবে আমার॥
যৌবন দিয়া তুষিবে এবার।
সে জন পাবে রাজ্য অধিকার॥
পুণ্যাধিকারে কীর্ত্তিলাভ তার।
প্রসন্ন হয়ে বল সারোদ্ধার॥
বলেন শুক্র নহুশতনয়।
তুমি আমাকে স্মরিয়া হৃদয়॥
অন্য শরীরে দিবে জরাভার।
পাপ তাহাতে না হবে তোমার॥
আর যে পুত্র লবে জরাভার।
তব সাম্রাজ্য অধিকার তার॥
মম বচনে হবে আয়ুষ্মাণ।
পুত্র পৌত্রেতে রবে কীর্ত্তিমান॥—
যযাতি নরেন্দ্র জরাগ্রস্ত পরে।
রাজধানীতে উদয় সত্বরে॥
কুমার জ্যেষ্ঠ যদুকে ডাকিয়া।
পাপ বৃত্তান্ত কন বিবরিয়া॥

শুক্র শাপেতে জরা কলেবর।
বিষয় ভোগে সদত অন্তর॥
ধরহে পুত্র মম জরা রোগ।
ইচ্ছানুরূপে করি সুখভোগ॥
বর্ষ সহস্র হইলে পূরণ।
তব যৌবন করিব অর্পণ॥
শুনিয়া বাক্য কহে যদুরায়।
অনেক পাপে জরা হয় কায়॥
পান ভোজনে যথেষ্ট ব্যাঘাত।
জীর্ণ শ্রীভ্রষ্ট সর্ব্বদা উৎপাত॥
সকল কর্ম্মে উৎসাহ হীন।
অতোযচিত্ত ক্লিষ্ট নিশিদিন॥
শিথিল মাংসে অমোঘ জঞ্জাল।
গলিত কেশে শুক্ল শ্মশ্রুজাল॥
জরা জীর্ণকে আত্মীয় বান্ধব।
পদে পদেতে করে পরাভব॥
জরা গ্রহণে ইচ্ছা নাই মম।
আমা হইতে আছে প্রিয়তম॥
তাহাদিগকে দেহ জরা দেহ।
মম পক্ষেতে ঐকার্য্য সন্দেহ॥

বলেন বাক্য যযাতি রাজন।
ঔরসপুত্র দিলে না যৌবন॥
রাজ্যাধিকারী বংশেতে তোমার।
কভু না হবে বচন আমার॥
অপরে রাজা তুর্ব্বসুর প্রতি।
বলেন জরা ধরহে সম্প্রতি॥
সহস্র বর্ষ গতে পুনর্ব্বার।
সপাপ জরা লইব কুমার॥
তুর্ব্বসু বলে শুন নৃপবর।
রূপ নাশিনী জরা ভয়ঙ্কর॥
সুখ সম্ভোগে করয়ে বঞ্চিত।
জরা প্রভাবে নিরানন্দচিত॥
প্রাণ আশঙ্কা বুদ্ধিভ্রংস হয়।
জরা গ্রহণে মম ইচ্ছা নয়॥
যযাতি রাজা বলেন কুমার।
না কর পূর্ণ বাসনা আমার॥
মমাভিশাপে অপার দুর্গতি।
নির্ব্বংশ হবে শুন পাপমতি॥
ম্লেচ্ছ রাজ্যেতে বসতি তোমার।
অপরে রাজা হইবে তাহার॥—

করি শাপান্ত ভুর্গস্তুর পতি ।
শর্ম্মিষ্ঠা সুতে কন নরপতি ॥
রাখরে দ্রুহ্যো ! আমার বচন ।
মম জরাদ্য করহ গ্রহণ ॥
ধরিয়া অঙ্গে যৌবন তোমার ।
ভোগ বাসনা পূরিবে আমার ॥
কাল নির্দ্দিষ্ট বিগতে কুমার ।
লইব জরা সত্য অঙ্গীকার ॥
কহিছে দ্রুহ্য শুন নৃপবর ।
জীর্ণ মনুষ্য লোকে অনাদর ॥
ঘোটক হস্তী রথ আরোহণ ।
কভু সমর্থ নহে জীর্ণ জন ॥
কামিনী ভোগে অক্ষম তাহার ।
স্খলিত বাক্য অশ্রদ্ধ্যেব সবার ॥
এমন জরা গ্রহণে ভূপতি ।
কথন নহে আমার সম্মতি ॥
শুনিয়া রাজা ক্রোধান্বিত মনে ।
বলেন দ্রুহ্যে শাপান্ত বচনে ॥
আত্মজ হয়ে হলে অসম্মতি ।
না হবে ইচ্ছা তব ফলবতী ॥

আর যে স্থানে গজবাজী রথ।
শিবিকাজানে নাহি বহে পথ॥
উড়ুপ দ্বারা তার সন্তরণ।
অতি কষ্টেতে গমনাগমন॥
এমন স্থানে হইবে বসতি।
তোমার বংশে না হবে ভূপতি॥
দ্রুহ্যকে রাজা অভিশাপ দিয়া।
বলেন পরে অনুকে ডাকিয়া॥
আমার জরা করিয়া গ্রহণ।
দেওহে পুত্র তোমার যৌবন॥
সহস্র বর্ষ করি সুখ ভোগ।
লইব পুনঃ আপনার রোগ॥
অনু কহিছে জরাজীর্ণ নর।
অশুচি সদা বালক সোসর॥
ভোজন করে অনিয়ম কালে।
যাগাদি ক্রিয়া না ঘটে কপালে।
এমন জরা কে করে গ্রহণ।
আমাকে ক্ষমা করহে রাজন॥
শুনিয়া রাজা কন পুনর্ব্বার।
ঔরস পুত্র হইয়া আমার॥

দোষ উল্লেখে না দিলে যৌবন।
অপরে জরা করিবে গ্রহণ ॥
তোমার বংশে যে লবে জনম।
যৌবন প্রাপ্তে ত্যজিবে জীবন ॥
চিন্তিয়া পরে যযাতি রাজন।
পুরু সমীপে করেন গমন ॥
বলিয়া শুক্র শাপান্ত বচন।
যৌবন বাঞ্ছা করেন রাজন ॥
সুখ ভোগান্তে যৌবন তোমার।
সহস্র বর্ষে দিব পুনর্ব্বার ॥
তুমিহে পুরো প্রিয়তম অতি।
পিতার কার্য্যে প্রকাশ সম্মতি ॥
সর্ব্ব সমক্ষে প্রধান হইবে।
যশঃ সৌরভে ভুবন পূরিবে ॥
যশঃ সৌরভে যুগ্ম করি হাত।
তব আদেশে অঙ্গীকৃত তাত ॥
সপাপে জরা করিব গ্রহণ।
ধর নরেন্দ্র আমার যৌবন ॥
অচলা ভক্তি দেখিয়া রাজন।
প্রীতি প্রসন্ন সানন্দ বদন ॥

আশীষ বাক্যে বলেন বচন।
সমৃদ্ধি হবে রাজ্যে প্রজাগণ ॥
পরম সুখে করিবে বসতি।
নহে অন্যথা আমার ভারতি ॥
এত বলিয়া নহুশনন্দন।
আচার্য্য শুক্রে করেন স্মরণ ॥
পুরু শরীরে দিয়া জরাভার।
করেন সদা বিষয় বিহার ॥—
নহুশপুত্র যযাতি রাজন।
মনো প্রসন্ন পাইয়া যৌবন ॥
বিষয় ভোগে মত্ত অনুক্ষণ।
বহুধা কার্য্য কলাপাচরণ ॥
করিয়া যজ্ঞ শ্রাদ্ধাদি তর্পণ।
করেন তুষ্ট দেব পিতৃগণ ॥
দীন ব্যক্তিকে দয়া বিতরণে।
ইচ্ছা সম্পন্নে তপোনির্ধিগণে ॥
অতিথিবর্গে অন্ন জল দানে।
ন্যায়তঃ প্রজা অঙ্গজ জ্ঞানে ॥
দস্যুদিগকে নিগ্রহ শাসন।
সুরেন্দ্র তুল্য যযাতি রাজন ॥

সিংহ বিক্রান্ত ভূপতি ধীমান
ভোগ বাসনা করেন বিধান ॥
স্বর্গ মৃত্যকী বিশ্বাচীর সনে।
ইচ্ছানুরূপে নন্দন কাননে ॥
পর্ব্বত শৃঙ্গে কভু লোকালয়।
নিস্পৃহ রাজা সদা বিহরয় ॥
সহস্র বর্ষ প্রতিজ্ঞাত পর।
স্মৃত অন্তরে হন নৃপবর।
যৌবন সুখে প্রতিজ্ঞা সময়।
বিগত ক্রমে হল সমুদয় ॥
পুত্র পুরুকে করিয়া আহ্বান।
বলেন রাজা যযাতি ধীমান ॥
তব যৌবনে করিয়া গ্রহণ।
ভোগ অন্তরে করিনু তোষণ ॥
কাম্য ভোগেতে কাম উপশম।
যে জন ইচ্ছে ঘটয়ে বিষম ॥
ঘৃত সংযুক্ত অনল সমান।
জ্বলে সর্ব্বদা না হয় নির্ব্বাণ ॥
এ পৃথিবীতে যে আছে রতন।
ধান্য হিরণ্য নারী পশুধন ॥

প্রভৃতি রত্ন পায় এক জন।
বাসনা তৃষ্ণা না হয় বারণ॥
ভোগ পিপাসা ভোগেতে কখন।
কোন সময়ে না হয় বারণ॥
দুর্ম্মতি লোকে আশাপাশ হতে।
কভু বিমুক্ত নহে কোন মতে॥
শরীর জীর্ণ হইলে নন্দন।
বাসনা জীর্ণ না হয় কখন॥
এভোগ ইচ্ছা ত্যজ্য বিধি হয়।
সহস্র বর্ষ ভোগে করি ক্ষয়॥
ভোগ পিপাসা বলবতী রয়।
সম্ভোগে ইচ্ছা কভু তৃপ্ত নয়॥
পিশাচী রূপা বাসনা আমার।
করিনু ত্যজ্য করিয়া বিচার॥
তপো আশ্রমে করিয়া গমন।
মানস ভৃঙ্গে করিব অর্পণ॥
তব শীলতা করিয়া দর্শন।
প্রীতি প্রসন্ন হয়েছি নন্দন॥
ধরহে পুত্র আশীষ আমার।
মঙ্গল সদা হইবে তোমার॥

মদীয় রাজ্য তোমার যৌবন॥
পরম সুখে করহে গ্রহণ॥
প্রিয় প্রশ্রেষ্ঠ তুমিত কুমার।
পৃথ্বী পুরিবে প্রতিষ্ঠা তোমার॥

অষ্টম শিশুর বিবরণ সমাপ্তঃ।

নবম শিশু।

পিতৃভক্তি পরায়ণ বৃষকেতু।

তরলী ছন্দ।

ঙ্গদেশে রাজা যত, কালক্রমে হয় গত।
াম খ্যাত কর্ণ বীর, বৃষকেতু পুত্র ধীর।
াজা এক গুণধাম, দাতাকর্ণ খ্যাত নাম।
ানে গণ্য দৈন্যবশ; পৃথিবী পূরিত যশঃ।
লিতে তাঁহার মন, দ্বিজ এক বিচক্ষণ।
াইয়া রাজার বাস, জানাইল অভিলাষ।
রিয়াছি উপবাস, পারণে পূরাও আশ।
মাহারে আছে দোষ, নিরামিষে নহি তোষ।
াসি মুখে রাজা কন, শুন ওহে ভগবন্।
গ, ছাগ, খগ, মীন, ভক্ষ্য আছে চিরদিন।

যাহা খেতে ইচ্ছা হয়, এনে দিব মহাশয় ।
বিপ্র বলে শুন ভূপ, নাহি হবে অন্যরূপ ।
প্রতিজ্ঞা করহ তবে, যাহা খেতে ইচ্ছা হবে ।
তাহা নাহি হবে আন, তবে জানি পুণ্যবান্ ।

আগে না ভাবিয়া পরে, ভূপতিপ্রতিজ্ঞা করে ।
প্রশংসিয়া দ্বিজ বলে, তুমি ধন্য মহীতলে ।
কাটি পুত্র বৃষকেতু, বাঁধহ যশের সেতু ।
দম্পতি অস্নেহ ভরে, করাত ধরিয়া করে ।
কাটিবে শিশুর শির, চক্ষে না বাহিবে নীর ।
রন্ধন হইবে যবে, ভোজনেতে তৃপ্ত তবে ।

নিষ্ঠুর বচন-বাণ, বিঁধিল রাজার প্রাণ ।
কথা নাহি সরে মুখে, হৃদি ফাটে মনোদুখে ।
দ্বিজ বলে নৃপবর, কেন এত সকাতর ।
প্রতিজ্ঞার পূর্ব্বকাল, চিন্তা করা ছিল ভাল ।
এখন ভাবনা সিন্ধু, মরুভূমে জল-বিন্দু ।
যদি ইচ্ছা লয় মনে, বল যাই নিকেতনে ।
ধরিয়া দ্বিজের পায়, কহিলেন নৃপরায় ।
দয়াগুণে কৃপা কর, কিঞ্চিৎ বিলম্ব কর ।

অন্তঃপুরে প্রবেশিয়া, মহিষীকে জিজ্ঞাসিয়া।
সাধিব'হে শীঘ্রগতি, যে হয়েছে অনুমতি।
শুনি দ্বিজ দিল সায়, অন্দরে নৃপতি যায়।
চলিতে পদ অচল, দুটি আঁখি ছল ছল।
রাজাকে দেখিয়া রাণী,কাতরে বলেন বাণী।
একি দেখি অকস্মাৎ, অধোমুখে কেন নাথ।
অনিবার চক্ষুঃজল, ভাসিছে হৃদয় স্থল।
কহিতে কি চাও যেন,কহিতে না পার কেন।
মম মনে এই হয়, বলিতে হৃদয় দয়।
প্রাণ যে কেমন করে, বল নাথ সসত্বরে।
রাজা বলে,শুন রাণী,কহিতে না সরে বাণী।
কোথা হতে এল দ্বিজ, বাসনা জানাল নিজ।
আগে তা না বুঝিলাম,প্রতিজ্ঞা যে করিলাম।
আপন সময় পেয়ে, দ্বিজ মম মাথা খেয়ে।
করাতের তীক্ষ্ন ধারে, বৃষকেতু সুকুমারে।
স্ত্রীপুরুষে কাটি তায়, দিব দ্বিজের সেবায়।

শুনি বাক্য অসঙ্গত, মহিষীর জ্ঞান হত।
অচেতন ধরাসনে, ধারা বহে দুনয়নে।
চেতন পাইয়া পরে, রাজার চরণ ধরে।

বিনয়ে করুণ ছাঁদে, ধরণী লোটায়ে কাঁদে।
ক্ষমা কর মহারাজ, না পারিব হেন কায।
পুত্র হেতু লোকে কত, করে হোম যাগ ব্রত।
অতিথি সৎকার করে, শরীরে কবজ ধরে।
পুত্র হেতু পরলোকে, তুষ্ট হন পিতৃলোকে।
পুত্রবান যেই হয়, লোকে ভাগ্যবান্ কয়।
জল হীন জবধর, পদ্মহীন সরোবর।
ফলহীন তরুলতা, বিদ্যাহীন মনুষ্যতা।
বিধবার পতিব্রতা, ধার্ম্মিকের কুটিলতা।
এ যেমন লজ্জাকর, তেমনি অপুত্র নর।

———

চন্দ্র বিনে তারাগণ, কভু নহে সুশোভন।
পুত্র হীন গৃহীনর, সে রূপ অশোভাকর।
পুত্রহীন রাজ্যপাট, যেমন নাটের নাট।
চক্ষের গৌরব তারা, মেঘের গৌরব ধারা।
সতীর গৌরব পতি, পতির গৌরব সতী।
ঘরের গৌরব বধূ, ফুলের গৌরব মধু।
দ্বিজের গৌরব সূত্র, গৃহের গৌরব পুত্র।
দেব দ্বিজ আরাধনে, পেয়েছি এ পুত্রধনে।
যতনে জঠরে ধরি, কঠোরে প্রসব করি।

অঙ্গ ঢেলে মল মূত্রে, পালন করেছি পুত্রে।
পুত্রত সামান্য নয়, কুলের পালক হয়।
ঘরের আলোকময়, বিপদ-তারক হয়।
যদি ভাগ্যফলে বিধি, দিয়াছেন পুত্রনিধি।
এ যাতনা কারে কব, মা হয়ে সাপিনী হব।
করাত করেতে নিব, নিজ পুত্র বিনাশিব।

ভূপতি রাণীকে কয়, সত্য তব বাক্যচয়।
অশ্বমেধ শত শত, করে যদি অবিরত।
যত বুধবর কয়, এক সত্য তুল্য নয়।
সত্য হেতু জগজ্জন, করে ধন প্রাণপণ।
বলিরাজ মহাশয়, সত্য হেতু বদ্ধ হয়।
হরিশ্চন্দ্র মহামতি, সত্য হেতু ক্লিশ্য অতি।
ত্যজি রাজসিংহাসন, হড়িডকের আচরণ।
যুধিষ্ঠির নরবর, সঙ্গে লয়ে সহোদর।
সত্য হেতু অপমান, রাজ্য ছেড়ে বনে যান।
লঙ্ঘিলে সত্যের বাঁধ, ঘটে কত অপরাধ।
অপযশঃ ধরাময়, নরকে নিবাস হয়।
শুন বলি সবিনয়, কর যে উচিত হয়।

পতিব্রতা হয় যারা, পতি দুঃখে দুঃখী তারা
পতি অনুরোধ হেতু, লঙ্ঘয়ে অলঙ্ঘ্য সেতু
অতএব রাজরাণী, কহেন স্বীকৃত বাণী
এইকালে দ্বিজবর, করি অতি উচ্চৈঃস্বর।
রাজাকে ডাকিয়া কয়, বিলম্ব নাহিক সয়।
রাজা কন হে গোঁসাই, পুত্র মম ঘরে নাই।
সম্মতা হয়েছে রাণী, পুত্রকে ডাকিয়ে আনি।
উচ্চ করি ভুজদ্বয়, ভূপতি ডাকিয়া কয়।
কোথা বাছা বৃষকেতু, ডাকি রে বিনাশ হেতু।
একবার এস ঘরে, মরণ স্মরণ করে।
বৃষকেতু শিশুসনে, খেলিছে আনন্দ মনে।
পিতা ডাকে শুনি কাণে, ব্যাকুল হইয়া প্রাণে।
সম্ভাষিয়া সখাগণে, প্রবেশিল নিকেতনে।

চাহিয়া পুত্রের মুখ, শ্রীপুরুষে ভাবে দুখ।
চিত্রের পুত্তলি প্রায়, পুত্রমুখপানে চায়।
ধীরজ আঁখির তারা, তাহে অনিবার ধারা।
দেখি মা বাপের দুখ, শিশু হয় ম্লানমুখ।
পিতৃ মুখপানে চেয়ে, জননীকে ধায় ধেয়ে।
বসন অঞ্চল দিয়া, চক্ষুঃজল মুছাইয়া।

মা বলিয়া কোলে উঠে, নখরে অধর খুঁটে।
কেঁদে বলে স্বপজায়া, বাড়াওনা আর মায়া।
রাজার পণের দায়, নিকটে শমন ধায়।
যে হইল দুর্ঘটন, বিনয়ে বলে রাজন।

———

মা বাপের পদদ্বয়, ধরি বৃষকেতু কয়।
করেছ প্রতিজ্ঞা হেন, হে পিতঃ তাপিত কেন।
ব্যক্ত আছে চির দিন, পুত্রশোকে পিতৃঋণ।
মা বাপের বৃদ্ধকালে, পুত্র ভক্তিভাবে পালে।
হইলে সে দেহপাত, করিয়া সমাধি সাত।
যথোচিত যার সাধ্য, করয়ে তর্পণ শ্রাদ্ধ।
তবু পিতৃঋণ হতে, ত্রাণ নয় কোন মতে।
পিতৃঋণে দাশরথি, সঙ্গে লয়ে সীতাসতী।
বৃক্ষছাল পরিধান, রাজ্য ছেড়ে বনে যান।
জীবের জীবন ফল, পদ্মপত্রে যেন জল।
মৃত্যুরূপ বায়ু ভবে, কখন পতন হবে।
ম কি সৌভাগ্যোদয়, পিতৃঋণে দেহ ক্ষয়।
রিপূর্ণ অভিলাষ, ব্রাহ্মণে খাইবে মাস।
রণে এমন দিন, পাওয়া অতি সুকঠিন।
বলম্বেতে কিবা ফল, চল সে দ্বিজের স্থল।

শুনিয়া শিশুর বাণী, কোলেতে করিয়া রাণী।
রাজার পশ্চাতে ধায়, দ্বিজের নিকটে যায়।
শিশু করি যোড় হাত, দ্বিজে করে প্রণিপাত।
প্রদক্ষিণ করি পরে, বসিল সাহস ভরে।
যোগাসনে যুগ্ম বাহু, পূর্ণ চাঁদে ঘেরে রাহু।
দম্পতি অস্নেহ ভরে, করাত-ধরিল করে।
স্তব্ধ হয় দশ দিশ, বলে জয় জগদীশ।

নবম শিশুর বিবরণ সমাপ্তঃ।

যৌতুক সহিত। পূর্ণ অভীপ্সিত॥
বসুদেব বর। অবসর পর॥
দেবকীর সনে। যান আরোহণে॥
আপন ভবন। করেন গমন॥
ভগ্নী প্রবোধনে। বসুদেব সনে॥
কংস নরপতি। করিলেন গতি॥
আকাশে বিকাশ। মহাভয় ভাষ॥
ওরে দুষ্ট কংস। শীঘ্র হবে ধ্বংস॥
দেবকী জঠর। তব রিপু ঘর॥
অষ্টম কুমার। শমন তোমার॥
শুনি দৈববাণী। কংস অসিপাণী॥
কোপে ওষ্ঠাধর। কাঁপে থর থর॥
ভয়ঙ্কর বেশে। ধরে ভগ্নী কেশে॥
কটু ভীম ভাষ। উদ্যত বিনাশ॥
আসন্ন বিপৎ। দেখিয়া সুরথ॥
বসুদেব রায়। ধরিলেন পায়॥
করি প্রবোধন। বলেন বচন॥
তুচ্ছ অপবাদে। বিনে অপরাধে॥
ভগিনী নিধন। এ রীতি কেমন॥
ক্ষম মহোদয়। ধরি পাদদ্বয়॥

হয়ে ক্রোধ বশ। কর না অযশঃ॥
স্ত্রী হত্যা পাতিকে। ডুবিবে নরকে॥
প্রতিজ্ঞা আমার। যে হবে কুমার॥
সবার সাক্ষাতে। দিব তব হাতে॥
যে হয় বিধান। করহে ধীমান॥
শুনি অনুনয়। কংস দুরাশয়॥
করি কোপ নাশ। ছাড় কেশ পাশ॥
মথুরা নগরে। প্রতি গতি পরে॥
দম্পতি দুজনে। নিগূঢ় বন্ধনে॥
রাখে কারাগারে। দ্বারবান্ দ্বারে॥
বিভৎস কার্য্য। দেখিয়া সাম্রাজ্য॥
কংস অপযশঃ। করে দিক্ দশ॥
ক্রমে দেবকিনী। হন্ প্রসবিনী॥
সুকুমার ছয়। কংস করে লয়॥

বসুদেব রায়। প্রথম বিভায়॥
রমণী রতন। করেন গ্রহণ॥
নামেতে রুহিণী। রূপে সুরূপিণী॥
সময়ে তাঁহার। গর্ভের সঞ্চার॥
সহ সুত্র বংশ। কংস করে ধ্বংস॥

এই আশঙ্কায়। ভাবিয়া উপায়॥
কৌশল বিস্তর। করি অতঃপর॥
কারাগারান্তর। করেন স্থবর॥
নন্দগোপরাজ। গোকুলে বিরাজ॥
বসুদেব-আর। শ্রীনন্দ রাজার॥
সখ্য ভাব অতি। রুহিণী সম্প্রতি॥
নন্দের আলয়। নিলেন আশ্রয়॥
সময়ে রুহিণী। হন্ প্রসবিনী॥
অনুপম ধাম। বলরাম নাম॥
এদিকে আবার। গর্ভের সঞ্চার॥
দেবকিনী সতী। চিন্তাতুরা মতি॥
কৃষ্ণ পক্ষ স্থিতি। সুভাষ্টমী তিথি॥
নিশি অর্দ্ধ হলে। প্রকাশ ভূতলে॥
কুলদীপ্তকর। কৃষ্ণ দামোদর॥
হেরিয়া নন্দন। বসুর ক্রন্দন॥
দুঃখে দেবকীর। চক্ষে শোক নীর॥
প্রহরি সকল। নিদ্রায় বিকল॥
পেয়ে অবসর। বসু যদুবর॥
কৌশলে বন্ধন। করি বিমোচন॥
জলধারা চক্ষে। শিশু ধরি বক্ষে॥

পুরির বাহির। হইলেন ধীর॥
নিশি তমোময়। অবরোধ হয়॥
ঘন বরিষণ। প্রহরি গর্জ্জন॥
দর্শকের প্রায়। বিদ্যুৎ প্রভায়॥
সুপথ দেখায়। যান বসু রায়।
যমুনার পার। নন্দের আগার॥
করিয়া গমন। করেন দর্শন॥
পুরবাসী জন। নিদ্রে বিচেতন॥
নন্দের গৃহিণী। সদ্য প্রসবিনী॥
নন্দিনী ভূতলে। সৌদামিনী টলে॥
রাখিয়া নন্দন। নন্দিনী গ্রহণ॥
করি বসুরায়। যান মথুরায়॥
পূর্ব্ব অনুরূপ। কারাগারে ভূপ॥
করিয়া প্রবেশ। বন্ধনে নিবেশ॥
হেথা নন্দালয়। পুর নরচয়॥
পাইয়া চেতন। দেখেন নন্দন॥
যসোদা প্রসবে। প্রগতোৎসবে॥
শ্রীনন্দ রাজন। আনন্দিত মন॥
শ্বেত গিরিবর। শ্রীকৃষ্ণ সুন্দর॥
করিয়া যতন। করেন পালন॥

কারা নিকেতন। শিশুর ক্রন্দন॥
শুনি দৈত্যচয়। কন্যা বলে লয়॥
দিয়া কংস করে। নিবেদন করে॥
তোমার ভগিনী। প্রসবে নন্দিনী॥
উচিত বিধান। করহে ধীমান॥
কন্যা নাশ তরে। কংস করে করে॥
দৈববাণী হয়। ঘটিল প্রলয়॥
কি কর রাজন। নিকটে মরণ॥
তব রিপু যিনি। নন্দালয় তিনি॥
ভয়ে কম্পকায়। কংস নররায়॥
ক্রমে সৈন্যগণ। করেন প্রেরণ॥
গিয়া নন্দালয়। সবে হল লয়॥
নারদ অপরে। মথুরা নগরে॥
কংসের সদন। করিয়া গমন॥
ধনু যজ্ঞ শেষ। দেন উপদেশ॥
অক্রূর গমন। হল বৃন্দাবন॥

আত্ম পরিচয়। দিয়া সমুদয়॥
কৃষ্ণের সদন। কন তপোধন॥
হে যদুকুমার!। বীর অবতার॥

তুমি মহীতলে। সকলেই বলে॥
তোমার জননী। দিবস রজনী॥
বদ্ধ কারালয়। মৃত্যু প্রায় রয়॥
পৃথিবীর নরে। পুত্র আশা করে॥
হইলে সন্তান। কুলাবে নিদান॥
হল চন্দ্রোদয়। ধরা তমোময়॥
এ চন্দ্রেতে আর। কি আছে সুসার॥
অর্থ বর্ত্তমান। লোকে হত মান॥
এমন যে অর্থ। কেবল অনর্থ॥
লোষ্ট্রের সমান। শাস্ত্রের প্রমাণ॥
বর্ত্তমান পতি। পরদাসী সতী॥
এমন ভর্ত্তায়। কি ফল সত্বায়॥
থাকিতে ভূপতি। অবিচার অতি॥
এমন রাজন। প্রজা কুরঞ্জন॥
বাণিজ্য ব্যাপার। দেশেরোপকার॥
তা যদি না হয়। কিবা ফলোদয়॥
মানব জনম। করিয়া গ্রহণ॥
পরহিতে মন। না দেয় যে জন॥
হইতে এ নর। বানর সুন্দর॥
সে রূপ তনয়। বিপদ সময়॥

নাহি করে ত্রাণ। কি কায সন্তান॥
পুত্রের কারণ। পিতার মরণ॥
এমন কুমার। কুল কুলাঙ্গার॥
শুনি রাম কৃষ্ণ। ধরা করে দৃষ্ট॥
কাঁদে ঘনেশ্যাম। ধারা অবিশ্রাম॥
শুনি মার দুখ। বিদরয়ে বুক॥
ঈশদণ্ড কাঁধে। বলরাম কাঁদে॥
আরক্ত নয়ন। ঘন বরিষণ॥
অক্রূ মুনি স্থলে। রাম কৃষ্ণ বলে॥
সত্য অঙ্গীকার। কংসকে সংহার॥
করি অচিরাৎ। উদ্ধারিব তাত॥
অনন্তর মুনি। এই বাক্য শুনি॥
হইয়া বিদায়। নন্দালয় যায়॥
যত গোপজন। করি নিমন্ত্রণ॥
রজনী প্রভাতে। রাম কৃষ্ণ সাতে॥
সঙ্গে গোপগণ। মথুরা গমন॥
করি ঘোর রণ। কংসকে নিধন॥
করি কৃষ্ণ রাম। করেন বিশ্রাম॥
গিয়া কারালয়। বন্দি পদদ্বয়॥
বন্ধন মোচন। করেন দুজন॥

পান নব রাজ্য। নাহি জ্ঞাত কার্য্য॥
রাখালের রীত। হয় বিপরীত॥
বসু মহাশয়। ডাকি পুত্রদ্বয়॥
শাস্ত্র নিধি শেষ। দেন উপদেশ॥
তোমরা সন্তান। হওহে শ্রীমান্॥
দীর্ঘ কলেবর। পরম সুন্দর॥
বলবান অতি। বধিলে ভূপতি॥
কিন্তু বিদ্যা হীন। জ্ঞানে অপ্রবীণ॥
বিদ্যার সৌরভ। দেহের গৌরব॥
পলাশের ফুল। রূপেতে অতুল॥
গন্ধ বিনে নর। না করে আদর॥
নারীর ভূষণ। পুরুষ রতন॥
তারকা ভূষণ। চন্দ্রমা যেমন॥
পুরুষ ভূষণ। সদ্বিদ্যা তেমন॥
মূর্খ যে বালক। পিতার কণ্টক॥
শুন বাপধন। শাস্ত্র অধ্যয়ন॥
করি কিছু কাল। হওহে ভূপাল॥
বিনে রাজনীতি। যে হয় ভূপতি॥
প্রজার রঞ্জন। সে নয় কখন॥
বিচারে অন্যায্য ধ্বংস হয় রাজ্য॥

শুনি ভগবান্। বিনত বয়ান
গুরু নিকেতন। করেন গমন
অধ্যয়নে রত। রন অবিরত
বিদ্যা লাভ পর। রাজ রাজেশ্বর

দশম শিশুর বিবরণ সমাপ্তঃ।

দ্বাদশ শিশুর বিবরণ।

দ্বিতীয় শিশু

রণনৈপুণ্য অভিমন্যু।

ত্রিপদী।

ভীষ্মবীর পড়ে রণে, দুর্য্যোধন ভাবে মনে,
কে হইবে মম সেনাপতি।
কে আছে এমন বীর, বেঁধে দিবে যুধিষ্ঠির
ঘুচাইবে সকল দুর্গতি॥
যুক্তি করি যোদ্ধাগণ, বলে শুন হে রাজন,
দ্রোণাচার্য্যে কর সেনাপতি।
আর যত যোদ্ধাগণ, প্রাণপণে করি রণ,
বিনাশিব পাণ্ডুর সন্ততি॥
দুর্য্যোধন তুষ্ট মনে, যথাবিধি সম্ভাষণে,
দ্রোণাচার্য্যে করেন বরণ।

দুই দলে সম্মুখীন, ঘোর রণ প্রতি দিন,
শরজালে ঢাকিল গগণ ॥
কত বীর মহাতনু, ত্যেজি তূণ শর ধনু,
রণ মাঝে করয়ে শয়ন।
রুধির সলিল প্রায়, কবন্ধ তরণী তায়,
ভেসে যায় কে করে গণন ॥
ব্যথিত অন্তরে অতি, দুর্য্যোধন নরপতি,
দ্রোণ প্রতি খেদ ক্রোধে কয়।
পাণ্ডবের অনুরোধে, যুদ্ধকার্য্য তুচ্ছ বোধে;
রণশায়ী ভীষ্ম মহাশয় ॥
পিতামহ সমতুল, আপনিও প্রতিকূল,
অনুকূল পাণ্ডবের প্রতি।
যুধিষ্ঠি হয়েন ক্ষীণ, বেঁধে দিত এত দিন,
কর্ণ যদি হোত সেনাপতি ॥
দ্রোণ বলে শুন ভূপ, নাহি হবে অন্যরূপ,
এই পণ করিনু নিশ্চয়।
চক্র ব্যূহ করি আজ, বেঁধে দিব ধর্ম্মরাজ,
যুধিষ্ঠির পাণ্ডুর তনয় ॥
শুনি তুষ্ট দুর্য্যোধন, যুদ্ধে সাজে যোদ্ধাগণ,
রণবাদ্য উঠিল তখন।

পাণ্ডবের ঠাট কাটী, শোয়াইল রণমাটী,
আগুয়ান নহে কোন জন ॥
বড় বড় যোদ্ধা যত, পরাভব প্রথমত,
দ্রোণ যুদ্ধে কেহ নহে স্থির।
এক রথে একেশ্বর, ধরি শরাসন শর,
ধর্ম্মরাজে বেড়িল সুধীর ॥
ধর্ম্মসুত ভীরু কায়, ক্ষত্রিয় পণের দায়,
অপেক্ষণ করিয়া সমর।
দ্রোণ শরে জর জর, তনুকাঁপে থর থর,
ভঙ্গ দিয়া পলান সত্বর ॥
দ্রোণ দেয় টিটিকারী, পাণ্ডবের অধিকারী,
সলজ্জায় বিনত বয়ান।
যুদ্ধে হয়ে পরাভব, যুক্তি করে যোদ্ধা সব,
বীর নাহি দ্রোণের সমান ॥
বিনে পার্থ ধনুর্দ্ধর, কে হইবে অগ্রসর,
আচার্য্য সমর বিদ্যমানে।
সন্দেহ নাহিক কোন, পাণ্ডব ঈশ্বরে দ্রোণ,
বেঁধে দিবে কুরুরাজ স্থানে ॥—
নিরুপায় হয়ে অতি, যুধিষ্ঠির নরপতি,
ডাকিলেন অভিমন্যু বীরে।

অভিমন্যু ভক্তি মনে, জ্যেষ্ঠতাত শ্রীচরণে,
প্রণিপাত করে নতশিরে ॥
যুধিষ্ঠির বলে বাপ, পেয়েছি বড়ই তাপ,
দ্রোণাচার্য্য করে অপমান।
আমি ভাল জানি মনে, তুমি বীর ত্রিভুবনে,
ব্যূহভেদী জানহ সন্ধান ॥
চক্রব্যূহ ভেদ করি, সিংহ যেন নাশে করী,
সেইরূপ নাশ কুরুদলে।
কাটিয়া দ্রোণের শির, স্নান করাও পৃথিবীর,
খ্যাতি রাখ ক্ষত্রিয় মণ্ডলে ॥
যোড় করি দুটি হাত, শিশু বলে শুন তাত,
চরণ সরোজে নিবেদন।
আগম শিখেছি যেই, নিগম না জানি তেঁই,
এ সংশয় হতেছে এখন ॥
আপনি পাণ্ডব নাথ, যেরূপ আদেশ তাত,
সেই আজ্ঞা শিরেতে ধরিব।
ক্ষত্রি কুলে জন্ম হয়, যুদ্ধে নাহি করি ভয়,
তৃণতুল্য দ্রোণকে নাশিব ॥
জন্মিলে মরণ হয়, সেইত জীবিত রয়,
কীর্ত্তি যার আছে চরাচর।

যদি ন্যায় যুদ্ধ করে, কি ভয়ামরাস্থরে,
কুরুকুল নকুল সোসর ॥
যুধিষ্ঠির গুণময়, বলে বাছা নাহি ভয়,
ভীম আদি যত যোদ্ধাগণ।
পশ্চাতে যাইবে সবে, তোমার সহায় হবে,
রণসজ্জা করহ এখন ॥—
সাজে অভিমন্যু বীর, অভয় শরীর ধীর,
দিব্য শরাসন করে করে।
সুমন্ত্র সারথী জ্ঞানী, যোড় করি দুটি পাণি,
প্রবোধে নিষেধ কত করে ॥
তুমি শিশু ধনুর্দ্ধর, এত নয় শোভাকর,
দ্রোণ সনে সমর তোমার।
সমানে সমানে রণ, এই হয় সুশোভন,
তাহে দ্রোণ সম ভাব তার ॥
শুনি বাক্য কাঁপে তনু, খসে পড়ে তূণ ধনু,
অভিমন্যু সারথিরে কয়।
দ্রোণ অতি বীরবর, আমি ক্ষীণ কলেবর,
হীণ বল ভেবেছ নিশ্চয় ॥
কেন চিন্তাকর সূত, চলাও ঘোটক যুত,
দ্রোণ সনে করিব সমর।

কাটিব দ্রোণের শির, সমরে দেখিবে বীর,
অম্বরেতে দেখিবে অমর ॥
জ্যেষ্ঠ তাত মহাশয়, তুষ্ট হবে অতিশয়,
পিতার নিকটে পাব মান।
মাতুল গোবিন্দ যিনি, হইবেন তুষ্ট তিনি,
ক্ষত্রিকুল যশের বাখান ॥
শিশু বাক্য সুধাময়, চালায় রথের হয়,
রথ-যান মতিমান অতি।
দেখিতে দেখিতে যান, নাহি হয় দৃশ্যমান,
ব্যূহ ভেদী যায় শীঘ্রগতি ॥
চারিদিকে কুরুকুল, অকূল জলধি-কূল,
গজ বাজী রথ রথী কত।
ঘন ঘন ঘন ধারা ছুটে বাণ সেই ধারা,
ঝন ঝন শব্দে শত শত ॥—
জয়দ্রথ ব্যূহদ্বারে, কার সাধ্য জিনে তারে,
একা করে অতুল সমর।
ভীম আদি যোদ্ধা সব, ব্যূহ দ্বারে পরাভব,
রণ শ্রমে হইল কাতর ॥
অভিমন্যু বীর পণে, যদি প্রবেশিল রণে,
মনে মনে ভাবে বৃকোদর।

চারিদিকে রিপুদল, একা শিশু হীনবল,
আজ একি হল ভয়ঙ্কর ॥
এতেক বিপক্ষ স্থানে, কেমনে বাঁচিবে প্রাণে,
তাহে শিশু না জানে নিগম।
ব্যূহদ্বারে জয়দ্রথ, করিতেছে কি বিব্রত,
তারে জয় হইল বিষম ॥
জিজ্ঞাসিলে পার্থভাই, কি বলিব ভাবি তাই,
একা শিশু পাঠায়েছি রণে।
যদি ভাল মন্দ হয়, শ্রীগোবিন্দ মহাশয়,
কি করেন এ কথা শ্রবণে ॥
কেনবা জীবিত রই, এ সব যাতনা সই,
কেন মোর না হয় মরণ।
এইরূপে বৃকোদর, লোটাইয়া কলেবর,
অবসাদে করেন ক্রন্দন ॥—
একরথে একেশ্বর, অভিমন্যু বীরবর,
দেখে পাছে মুখ ফিরাইয়া।
চারিদিকে কুরুগণ, করে বাণ বরিষণ,
কোপে ধনুর্গুণ টঙ্কারিয়া ॥
সঙ্গেতে নাহিক কেহ, সভয়ে কাঁপিল দেহ,
নিশ্চয় জানিল বিধি বাম।

তথাচ সাহসে ভর, যুদ্ধ করে একেশ্বর,
রাক্ষস সমরে যেন রাম ॥
দেখিতে অদ্ভুত রণ, রথে পড়ে রথিগণ,
ভূমে পড়ে পদাতিক যত।
যোদ্ধা সব হোতে হয়, সমরে পতিত হয়,
গজে পড়ে গজারোহী কত ॥
শিশুযুদ্ধে পশুপ্রায়, কুরু সৈন্যগণ ধায়,
কেহ নাহি চায় প্রতিমুখে।
কারো হস্ত পদ নাশ, কেহ ছাড়ে দীর্ঘশ্বাস,
অভিমন্যু বীর হাঁসে সুখে ॥
আয়াস নাহিক তনু, এড়ে বাণ টানে ধনু,
যেন ঘন ঘন বরিষণ।
বড় বড় যত রথী, পলাইল দ্রুতগতি,
কার সাধ্য করে নিবারণ ॥
কারো বুকে হানে শূল, দশদিক হয় তুল,
হৃদি কাঁপে শুকাইল মুখ।
ছিন্ন ভিন্ন সৈন্যচয়, যুদ্ধে কেহ স্থির নয়,
প্রভাতীয় যেমন জম্বূক ॥—
অভিমন্যু এক রথী, করিছে দুর্গতি অতি,
নিবারয়ে সাধ্য আছে কার।

রক্ত নদী বেগবতী, বিচিত্র বায়ুর গতি,
তাহাতে তরঙ্গ অনিবার ॥
নর দেহ উৎসতার, সর্ব্বক্ষণ খর ধার,
বেগবতী স্রোত খরতর।
কবন্ধ তরণী প্রায়, শোণিতে ভাসিয়া যায়,
মকরাদি হয় করীবর ॥
খণ্ড খণ্ড নর তনু, গদা তূণ শর ধনু,
কূর্ম্ম মীন তুল্য তাহে ভাসে।
ধ্বজিকা পতাকা কত, তৃণ সম শত শত,
অবিরত তাহাতে প্রকাশে ॥
রজনী হইল দিবা, শিবা না পরশে জীবা,
ঊর্দ্ধ মুখে রক্ত করে পান।
গৃধিনী গগণ ঢাকে, খা খা খি খি রবে ডাকে,
মাংসাশি পিশাচী করে গান ॥
শোণিত তরঙ্গ দেখি, দুর্য্যোধন বলে একি,
ভয়ে ভীরু কুরু দলচয়।
শকুনি নন্দন তবে; রণে ধায় সিংহ রবে,
অর্জ্জুনী কুপিত অতিশয় ॥
দিব্য অস্ত্রে করে ক্ষয়, রথের সারথী হয়,
রণে রথ হইল অচল।

ভয়ে ভীরু কুরু সব, স্থির তরু হীন রব,
এক দৃষ্ট যেন মেঘদল॥
অর্জ্জুনী প্রহারে বাণ, কাটিল নাসিকা কাণ,
সলজ্জিত শকুনি-নন্দন।
অন্য বাণে মুণ্ড কাটে, শকুনির বুক ফাটে,
পুত্র শোকে হয় অচেতন॥
ব্যথিত অন্তরে অতি, দুর্য্যোধন কুরুপতি,
দ্রোণ প্রতি কহিছে বচন।
শিশু এক রণ ভূমি, তার ইষ্ট হও তুমি,
নৈলে দৃষ্ট পথে করে রণ॥
তোমা হেন রথিগণ, বিদ্যমানে করে রণ,
অপমান নাহি হয় মনে।
বুঝিলাম নাহি জয়, সকলি করিয়া ক্ষয়,
পার্থপুত্র যাবে নিকেতনে॥
ক্রোধ মুখে দ্রোণ কয়, শুন ভূপ মহাশয়,
তব কার্য্য করি প্রাণপণে।
তথাপিহ তুষ্ট নও, রুষ্ট ভাবে কথা কও,
দেহ দাহ তোমার বচনে॥
অভিমন্যু করে জয়, হেন বীর নাহি হয়,
সসাগরা এই ধরাতলে।

যার বাণ হানি বুকে, পলাইলে প্রতিমুখে,
প্রাণ রাখ আসি সৈন্যদলে ॥
বাপের সমান বীর, রণে মেরু প্রায় স্থির,
বজ্র সম যাহার সন্ধান।
নর দৈত্য থাক দূরে, ইন্দ্র যদি লয়ে সুরে,
যুদ্ধ করে তবু নাহি ত্রাণ ॥
যোড় করি দুটি পাণি, সবিনয়ে বলে বাণী,
কুরু অধিপতি দুর্য্যোধন।
তব পদাশ্রিত কুরু, তোমারে না বলি গুরু,
আর কারে কহিব এখন ॥
অনুতাপে তনু জ্বরা, জীয়ন্তে রহেছি মরা,
মিছে কেন গঞ্জহে আমায়।
সংশয়ে আশ্রয় যার, প্রতিকূল হেরি তার,
বল কারে করিব সহায় ॥
হয়ে শিশু-পক্ষকুলে, নাশোদ্যত ডালে মূলে,
নিবারিতে নাহি এক জন।
আশ্বাসে বিশ্বাস যার, জলনিধি হই পার,
তারে বিধি করিল বিমন ॥
যার নাম মহারথী, লঙ্ঘিয়াছে বসুমতি,
সে আশা নিরাশা সমুদয়।

নৃপতির কাতরতা, খেদ পরিপূর্ণ কথা,
শুনি কয় দ্রোণ মহাশয়॥
আর্জ্জুনী অর্জ্জুন সুত, রণ করে কিমাদ্ভুত,
পরাক্রমে দেখি অপরূপ।
ন্যায় যুদ্ধ যদি হয়, নাহি হবে পরাজয়,
তোমাকে নিশ্চয় কহি ভূপ॥
শুনি কহে দুর্য্যোধন, শুন যোদ্ধাপতিগণ,
অনায়াসে বধ কর ঝাট।
শুনি দ্রোণ অনুতাপে, দুটি কর্ণে হস্ত চাপে,
সচকিত যত ঠাট বাট॥
দুর্ম্মিত দেখিয়া অতি, কহে দ্রোণ সেনাপতি,
ধরা নাহি সবে পাপ ভার।
শুন কুরু মহারাজ, না পারিব হেন কাজ,
দয়া গুণে ক্ষমাহ আমারে॥
পিঞ্জরে যেমন পাখী, চমকিত থাকি থাকি,
দাবানলে যেরূপ হরিণ।
চারিদিকে রিপু দল, মাঝে শিশু ক্ষীণ বল,
জালে বদ্ধ হয় যেন মীন॥
বিক্রমে পাবক সম, তিলার্দ্ধ না হয় ভ্রম,
রণ মাঝে যম অবতার।

যেন মত্ত করীবর, বিস্তার করিয়া কর,
পদ্মবন করিছে সংহার ॥
দেখিয়া অদ্ভুত রণ, টঙ্কারিয়া শরাসন,
দুঃশাসন রাজার-নন্দন।
ধরে সে উল্লুক নাম, রূপে গুণে অনুপাম,
রণ মাঝে করিল গমন ॥
অর্জ্জুনী ভীষণ কায়, গালি দিয়া বলে তায়,
কেনে এলি উঠাইতে শাপ।
কিঞ্চিৎ বিলম্ব কর, পাঠাইব যমঘর,
দেখাইব আমার প্রতাপ ॥
ইঙ্গিতে এড়িয়া বাণ, ধ্বজা করে খান খান,
সারথি শোয়ায় বসুমতী।
চারি বাণে চারি হয়, সত্বরে করিল ক্ষয়,
অচল হইল রথ গতি ॥
শব্দ করি হান হান, এড়ে বাণ খরশাণ,
সেই বাণে উল্লুক নিধন।
সবে করে হাহাকার, পেয়ে সেই সমাচার;
শোকে কান্দে রাজা দুঃশাসন ॥
অর্জ্জুনী ডাকিয়া কয়, কেন কান্দ মহাশয়,
রণে আসি হও অগ্রসর।

সকল যন্ত্রণা যাবে, পুত্রকে দেখিতে পাবে,
গিয়া সেই শমনের ঘর ॥
একা শিশু করে দর্প, গর্জ্জে যেন কাল সর্প,
শুনি বীর কর্ণের নন্দন।
বৃষসেন নাম ধরে, সমরে সন্ধান করে,
রাগ ভরে বলে কুবচন ॥
অভিমন্যু মহাবীর, সমরে পণ্ডিত ধীর,
বাণ ছাড়ে অর্দ্ধচন্দ্র নাম।
বৃষসেন মুণ্ড কাটি, শোয়াইল রণ মাটী,
শোকাতুর কর্ণ গুণধাম ॥
পুত্র শোকে জ্বরা তনু, তুলিয়া লইল ধনু,
রণক্ষেত্রে হয় আগুয়ান।
কুন্তীসুত মহাকায়, শ্রাবণের ধারা প্রায়,
এড়ে যত চোক চোক বাণ ॥
পার্থ পুত্র রণধীর, কিঞ্চিৎ হইয়া স্থির,
কটাক্ষে নিবারে শরচয়।
ক্রোধে হানে দশ বাণ, অগ্নি যেন মূর্ত্তিমান,
চর্ম্ম ভেদি পশিল হৃদয় ॥
রথেতে মূর্চ্ছিত কর্ণ, বিবর্ণ হইল বর্ণ,
রথ লয়ে সারথি পলায়।

অভিমন্যু ডেকে কয়, কেনে যাও মহাশয়,
শিশু যুদ্ধে ক্ষীণ পশু প্রায়॥
কর্ণ ভঙ্গ দিল রণে, ভয় পায় যোদ্ধাগণে,
চারিদিকে পলায় তখন।
হাতে করি ধনুর্ব্বাণ, যুদ্ধে হয় আগুয়ান,
কুরুরাজ তনয় লক্ষণ॥
হেরি ভানুমতি-সুত, অভিমন্যু দুঃখযুত,
রঙ্গভূমে ব্যঙ্গ করি বলে।
শুনরে লক্ষণ ভাই, ভাল যুক্তি কর নাই,
ইচ্ছা করি পশিলে অনলে॥
রাজার দুলাল তুমি, ভোগ কর রাজ্য ভূমি,
মরিলে না সঙ্গে যাবে কেহ।
ত্যজিয়া সম্পদ আশা, যম ঘরে কেন বাসা,
পলাইয়া রক্ষা কর দেহ॥
মম ধর্ম্ম আছে এই, রণে হারি মানে যেই,
তারে আমি না মারি কখন।
জীবিত কৌরব ধ্বব, কৃতকার্য্য নাহি হব,
একা তোরে করিলে নিধন॥
কুরু যার যশঃ গায়, কর্ণ বীর মহাকায়,
দেখিলেত তাহার বড়াই।

সহিতে না পারি রণ, ভয়ে করে পলায়ন,
মোর স্থানে তোর রক্ষা নাই॥
কর্ণবীর অবতার, ঘুচাইল দর্প তার,
সশকুনি বিনাশিল প্রাণে।
দুর্য্যোধন কুরুরাজে, বেঁধে এই রণমাঝে,
ভেট দিব ধর্ম্মরাজ স্থানে॥
শুনে যে লক্ষণ কয়, এত গর্ব্ব ভাল নয়,
খর্ব্ব হবে জানিহ নিশ্চয়।
মম বাণ সহ্য কর, পরে কুরুরাজে ধর,
ফিরে যেও আপন আলয়॥
শুনিয়া অর্জ্জুনী রাগে, দাঁড়ায় লক্ষণ আগে,
এড়ে বাণ ভয়ঙ্কর অতি।
রথ বাজী সুত ঠাটে, লক্ষণের মুণ্ড কাটে,
শোকে কাঁদে কুরু অধিপতি॥
নাশিতে ভ্রাতার অরি, পক্ষবীর ধনু ধরি,
রণ মাঝে হইল বাহির।
যুদ্ধ করে সাধ্য কার, অর্জ্জুনী বিনাশে তার,
কুরুরাজে চক্ষে শোক নীর॥
রণে পড়ে পুত্রদ্বয়, শোক তাপে হৃদি দয়,
গদা হাতে ধায় দুর্য্যোধন।

অভিমন্যু ডেকে কয়, স্থির হয়ে মহাশয়
কিঞ্চিৎ সময় কর রণ ॥
যদ্যপি তোমাকে পাই, অন্য কাক নাহি চাই,
তুমি পিতৃ বৈরী দুরাশয়।
কপট পাশার ছলে, অধিরাজ ধরাতলে,
বনে দিলে পাণ্ডুর তনয় ॥
তুমি ভঞ্জ সুখরাশী, গজ বাজী দাস দাসী,
বনবাসী আমরা সকলে।
ঘুচাও সে সব আশা, যম ঘরে অধিবাস,
কর রাজা মম বাহুবলে ॥
শুন অহে শ্রেষ্ঠ কুরু, বড় যদি বাড়ে তরু,
ঝড়ে ভাঙ্গে নাহিক সংশয়।
বিলম্ব নাহিক তূর্ণ, অহঙ্কার হবে চূর্ণ,
সবংশে যাইবে যমালয় ॥
শুন বলি মহারাজ, ঘৃণা না করিও আজ,
কিছুকাল করহ সমর।
এত বলি কাঁপে তনু, তুলিয়া লইল ধনু,
প্রহারিল খরতর শর ॥
গদা হয় দুই খান, বুকে হানে তীক্ষ্ণবাণ,
কুরুরাজ জ্ঞান হারাইল।

[illegible] লয়ে রথবান্, শীঘ্র হয় পাছুয়ান;
পার্থ পুত্র গর্জ্জিতে লাগিল ॥
[illegible] রাজা মৃদু রবে, যদি ন্যায় যুদ্ধ হবে,
তবে জয় নাহিক আমার।
[illegible] না করিও রোষ, প্রধানের সব দোষ,
বধ শীঘ্র অর্জ্জুন কুমার ॥
[illegible] নিরুপম, কৃপাচার্য্য অশ্বত্থামা,
দুঃশাসন শকুনি মাতুল।
[illegible] রণধীর, দ্রোণ গুরু মহাবীর,
আমি হব তার অনুকূল ॥
[illegible] সবে অবগতি, এককালে সপ্তরথী,
ঘের বীর অর্জ্জুন নন্দনে।
এত শুনি কৃপাচার্য্য, অন্তরে করিল ধার্য্য,
কুরুরাজ্য ভঙ্গ এতক্ষণে ॥
ছাড়িয়া সুদীর্ঘ শ্বাস, বলে রাজা সর্ব্বনাশ,
করিছে আপন বুদ্ধিবলে।
এই পাপে কুরুবংশ, সমূলে হইবে ধ্বংস,
কেন ভাবি আমরা সকলে ॥
[illegible] কাঁপে বসুমতী, শুকাইল স্রোতস্বতী,
গ্রামসিংহ কাঁদে অনুক্ষণ।

জলহীন সরোবর, ফলহীন তরুবর,
মেঘে করে রক্ত বরিষণ॥
ঘন ঘন উল্‌কা পাত, কীর্ত্তি স্তম্ভ ভূমিসাত,
রথধ্বজ ভাঙ্গে আচম্বিতে।
চারি দিকে হাহাকার, দিনে ধরা অন্ধকার,
ভয়ে হৃদি লাগিল কম্পিতে॥
দিবাভাগে শিবা ডাকে, গৃধিনী গগণ ঢাকে,
পক্ষপাতে পক্ষ ত্যজে ভঙ্গ।
কেন আজ থাকি থাকি, নৃত্য করে বাম আঁখি,
নপুংসক হইছে প্রত্যঙ্গ॥
খসিছে মুকুট ভার, শূন্য দেখি বাণাধার,
এক রবি দশ ছবি ধরে।
ভাঙ্গিল ধর্ম্মের সেতু, এই মহাপাপ হেতু,
ক্ষয় হবে কুরুবংশ ধরে॥
সপ্তরথী সপ্ত রথে, প্রবেশিল রণপথে,
মনে মনে ভাবিয়া বিষাদ।
একেবারে যোদ্ধাগণ, টঙ্কারিয়া শরাসন,
ঘন ঘন করে ঘন নাদ॥
বাণে আচ্ছাদিল রবি, প্রকাশ না পায় ছবি,
নেপথ্যে বিপত্তি অতিশয়।

দৃষ্টিপাত নাহি চলে, সৃষ্টি যায় রসাতলে,
অনুমানে মনে হেন হয়॥
...নের নাহিক ভুল, ভূষণ্ডী, পট্টিশ, শূল,
জটাজুটী, ত্রিশূল, তোমর।
সূচীমুখী, মহাকাল, শেলমুখী; ব্রহ্মজাল,
কৌশিক, কপালী, ঘোরতর॥
বিধুচণ্ড, রুদ্র, জ্যোতি, অর্দ্ধচন্দ্র, ভানু, দ্যুতি,
বিকট, সঙ্কট, শক্তি, শর।
...যোগে রথী সাত, ক্রোধে করে অস্ত্রপাত,
একা শিশু নাহিক দোসর॥
অন্যায় দেখিয়া অতি, অভিমন্যু ক্রোধমতি,
বন্ধনে সন্ধান শীঘ্র করে।
...রি অস্ত্র বরিষণ, করে বাণ নিবারণ,
মহাবীর্য্য অতুল সমরে॥
...করি হান হান; হানে দশ দশবাণ,
প্রতিরথী হৃদয় কবজে।
ভেদ করি হৃদিচর্ম্ম, বিন্ধিল সবার মর্ম্ম,
অচেতন হইল সহজে॥
সারথি লইয়া রথ, এক যোজনের পথ,
পলাইল লইয়া জীবন।

শিশুর বাড়িল বল, কাটে কুরুদল বল,
পক্ষকুল দমনে শমন ॥
এইরূপ রথী সব, রণে হয় পরাভব,
বাণবৃষ্টি করে পার্থসুত।
রথে ঢাকে রণ স্থল, ধরা নদী রক্ত-জল,
সকুঞ্জরে পড়িল নাহুত ॥
ঘড়ায় ঘোড়ায় ক্ষিতি, কেহ রণে নহে স্থিতি,
ঊর্দ্ধশ্বাসে করে পলায়ন।
এইরূপে যত কুরু, ভয়ে হৃদি দুরু দুরু,
রণ ত্যজি করিল গমন ॥
রথে রথী সপ্ত জন, গত হলে কতক্ষণ,
সচেতন হইল সবাই।
লজ্জায় হইল মূক, বিষাদে না তোলে মুখ,
জীবনে জীবন যেন নাই ॥
বৈসে সবে ধরাতলে, কারু হাত গণ্ড স্থলে,
কেহ হেট মাথা করি রয়।
জানু বেড়ি দুটি হাতে, হনু স্থিতি করি তাতে,
চিন্তাকুল কুরু মহাশয় ॥
কেহ বলে দেখ দেখি, অবোধের হাতে ঠেকি;
বিড়ম্বিত হতেছি সকলে।

রাজ্য নাশ করে ধর্ম্ম; দহিলে সবার মর্ম্ম,
প্রতিফল পাই কর্ম্ম ফলে॥
বালক শমন তুল, তিলার্দ্ধ না হয় ভুল,
অবসাদে বাড়ে আর বল।
আতঙ্ক হতেছে একে, পতঙ্গের প্রায় দেখে,
সঙ্খ্যাতীত কুরু সৈন্যদল॥
এক শিশু নাহি সাতি যেন মদ মত্ত হাতী
নিমিষে নিপাতে নল বন।
নিরাশা জীবন নাশ ছাড়িল সুদীর্ঘ শ্বাস
অবসাদে রাজা দুর্য্যোধন॥
হয়ে সবে নিরুপায় ধরিয়া রাজার পায়
কান্দিয়া করিছে নিবেদন।
বালক কেশরী তুল তব সৈন্য পক্ষকুল
নির্ম্মূল করিল একজন॥
করিছ মন্ত্রণা কিবা, কতই যন্ত্রণা দিবা,
অগ্নি জিবা ক্রমশঃ প্রবল।
হল সব ছারখার, নিস্তার না দেখি আর,
শূন্য প্রায় সৈন্যদল বল॥
ব্যাকুল হইয়া অতি, দুর্য্যোধন কুরুপতি,
সপ্তরথী প্রতি পুনঃ কয়।

দ্রোণ গুরু দয়াময়, সখা কর্ণ মহাশয়,
শুন সবে আমার বিনয়॥
কি জন্যে বিমর্ষ মন, পুনরপি সপ্তজন,
বেড় বীর অর্জ্জুন তনয়।
করিয়া সাহসে ভর, রণে হও তৎপর,
তবে জয় হইবে নিশ্চয়॥
শুন মম অভিলাষ, বালকে করিয়া নাশ
আমাকে কিনিয়া কর দাস।
রাজার বিনয় শুনি; তুলিয়া লইল গুণী,
রথী সব ছাড়ি প্রাণ আশ॥
পুনরায় রথে উঠে, তাড়নায় ঘোড়া ছুটে,
বেড়ে সবে অর্জ্জুন নন্দনে।
ছাড়ে অস্ত্র নাহি লেখা, নিবারয় শিশু একা,
বিস্ময় হইল যোদ্ধাগণে॥
অর্জ্জুনী ছাড়িল বাণ, অগ্নি যেন মূর্ত্তিমান,
সন সন শব্দে হানে বুকে।
সপ্তরথী অচেতন, রথ লয়ে পলায়ন,
রথবাণ করে মনোদুঃখে॥
কি কহিব চমৎকার, এইরূপে ছয় বার,
সপ্তরথী পরাজয় হয়।

বিষাদিত হয়ে মনে, পুনর্ব্বার যায় রণে,
রঙ্গভূমি করে শরময় ॥
পার্থ পুত্র বিচক্ষণ, দৃষ্টিমাত্র ততক্ষণ,
সে বাণ নির্ব্বাণ করে বাণে।
প্রমাদ দেখিয়া অতি, কহে কর্ণ যোদ্ধাপতি,
যোদ্ধাগণ শুন সাবধানে ॥
কি বিষম পরাক্রম, তিলার্দ্ধ না হয় ভ্রম,
অর্জ্জুন অধিক শিশু দেখি।
এক-কালে সপ্ত জন, কর বাণ বরিষণ,
নৈলে ভাই রণে ঠেকাঠেকি ॥
কেহ শরাসন তূণ, কেহ কাটে ধনুর্গুণ,
কেহ রথ কেহ কাটে হয়।
এ উপায় বিনে আর, এ সমরে নাহি পার,
কাল রূপ শিশুর উদয় ॥
এত বলি কাঁপে তনু, তুলিয়া লইল ধনু,
নাহি দেয় চক্ষু পালটিতে।
যেই ধনু ধরে বীর, বাণে করে দুই চির,
তাহে গুণ নাহি দিতে দিতে ॥
উপায় না দেখি কোন, কবজ কাটিল দ্রোণ,
অশ্ব কাটে অশ্বত্থামা বীর।

কৃপাচার্য্য এড়ে বাণ, সারথির যায় প্রাণ,
ধ্বজা কাটে বাণে শকুনির॥
অভিমন্যু পায় ভয়, অসি চর্ম্ম করে লয়,
লম্ফ দিয়া পড়ে ধরাপরে।
গদাঘাতে হয় গুড়া, কতবীর মেরু চূড়া,
খড়্গাঘাতে যায় যম ঘরে॥
পক্ষীরাজ নামে ঘোড়া, হত হয় যোড়া যোড়া,
অশ্ব চাপে আসয়ার মরে।
কর্ণবীর মতিমান, চর্ম্ম করে দুই খান,
শুদ্ধ অসি অর্জ্জুনীর করে॥
কাটা চর্ম্ম রহে হাতে, অসার কি আছে তাতে,
কত শত বাণ বিদ্ধে গায়।
তথাচ সাহসে ভর, যুদ্ধ করে একেশ্বর,
সেনানী বিনাশে খড়্গাঘায়॥
ক্রোধে বীর অগ্নি সমা, তিন বাণে অশ্বত্থামা,
কাটিয়া পাড়িল খাণ্ডা খান।
শিশু হয় অস্ত্র হীন, জালে বদ্ধ যেন মীন,
নিদানেতে না দেখে বিধান॥
নিরস্ত্র বিপক্ষ ঠাঁই, বিহার দোহার নাই,
সংখ্যাতীত বলবান্ অরি।

উপায় না দেখি আর, কেমনে হইবে পার,
কর্দ্দমেতে বদ্ধ যেন করী ॥
যে রূপেতে পক্ষপাল, সুবিস্তার করে জাল,
চারিদিকে দেয় তাহে ছাঁকা।
পলাইতে নাহি পথ, বেড়া সপ্তরথী রথ,
মেঘ জালে চারুচন্দ্র ঢাকা।
মুখে নাহি সরে ভাষ, ফুরাল জীবন আশ,
নিশ্বাস ছাড়িয়া ভাবে মনে।
দুর্য্যোধন কুরুবরে, অন্যায় সমর করে,
ইথে প্রাণ বাঁচিবে কেমনে ॥
নারায়ণী সেনা সনে, পিতা মত্ত ঘোর রণে,
জ্ঞাত নহে মম বিবরণ।
মাতুল গোবিন্দ তথা, শুনিলে এ সব কথা,
করিতেন উপায় এখন ॥
এই বড় মনস্তাপ, কোথা মাতা কোথা বাপ,
মৃত্যুকালে না হইল দেখা।
কোথা ধর্ম্ম মহারাজ, অসঙ্খ্য বিপক্ষ মাঝ,
পক্ষপাতে মরিলাম একা ॥
এতেক চিন্তিয়া বীর, মরণ করিয়া স্থির,
চক্রদণ্ড তুলি নিল হাতে।

তুরঙ্গ মাতঙ্গ কত, সেনাপতি শত শত,
রণশায়ী হয় দণ্ডাঘাতে ॥
এড়ে কর্ণ পাঁচ বাণ, চক্র দণ্ড দুই খান,
অর্জ্জুনী করিল চক্র করে।
বিষ্ণু যেন জ্যোতির্ম্ময়, সমরে উদয় হয়,
দলিবারে দানব ঈশ্বরে ॥
চক্রাঘাতে কত বীর, রণে নাহি হয় স্থির,
হয় হাতী যায় যমঘর।
ক্রোধে তনু রক্তবর্ণ, আকর্ণ পূরিয়া কর্ণ,
চক্রখান কাটিল সত্বর ॥
শূন্য হস্তে শিশু একা, যার সঙ্গে হয় দেখা,
মুষ্টি মারি চূর্ণ করে শির।
অতি চারু কলেবর, বিঁধিল বিপক্ষ শর,
স্থানে স্থানে হইলেক চির ॥
বাণ বিদ্ধ সর্ব্বকায়, দেখিতে সজারু প্রায়,
শত ধারে বহে রক্তধার।
হরিদঙ্গ রক্ত নালা, জবা কুসুমের মালা,
অঙ্গ বেড়া অতি চমৎকার ॥
সুচারু মুকুল কায়, সহজে অধরা তায়,
বসুমতী করিল আশ্রয়।

তবু রথী সপ্ত জন, করে বাণ বরিষণ,
অচেতন অর্জ্জুন তনয়॥
গর্জ্জনেতে কালসর্প, দেখাইতে বীরদর্প,
এইকালে দুঃশাসন সুত।
লৌহ গদা করি হাতে, প্রহারে অর্জ্জুনী মাথে,
আকাশে অমরে দুঃখ যত॥
গদার আঘাতে তায়, অভিমন্যু মোহ পায়,
অভিমানে চক্ষে পড়ে জল।
সম্মুখ সংগ্রাম স্থলে প্রাণ ত্যজি দিব্যাসনে
উপনীত হয় দেবস্থল॥

দ্বিতীয় শিশুর বিবরণ সমাপ্তঃ।

দ্বাদশ শিশুর বিবরণ।

তৃতীয় শিশু।

মাতৃভক্তি-পরায়ণ ধ্রুব।

দীর্ঘ চতুষ্পদী।

নৃপতি উত্থান পদ,
অতুল বৈভব পদ, বুদ্ধির গভীর হ্রদ,
চিরকাল সুখে রাজ্য করে।
পাটেশ্বরী জ্ঞানবতী,
সুনীতি সুনীতি অতি, গুণে সতীরূপে রতি,
গতি প্রীতি সদৎ অন্তরে॥
পুত্র পুত্রী নাহি হয়,
নরপতি সদাশয়, এই হেতু পরিণয়,
সূত্রে বদ্ধ হন্ পুনর্ব্বার।

কনিষ্ঠা সুরুচী প্রতি,
ভূপতির বাড়ে প্রীতি, অপ্রীতি সুনীতি অতি
দিন দিন হইল রাজার ॥
দ্বিভার্য্য পুরুষ যেই,
অভাজ্য পুরুষ সেই, তাহার দৃষ্টান্ত এই,
উত্থানপদ মনুজেশ্বর।
রাখিলে একের মান,
অন্যে করে অভিমান, দিবা নিশি জ্বলে প্রাণ,
মনোবাদ কলহ বিস্তর ॥
তরি দ্বয়ে পদদ্বয়,
রাখিলে যেরূপ হয়, সর্ব্বদা হৃদয় দয়,
পুরুষ হইয়া নিরুপায়।
একে করি বিসর্জ্জন,
একে করে আরোহণ, তবু সুখী নয় মন,
পাপ হেতু নানা তাপ পায় ॥
সুরুচীর অনুরোধ,
রাজার হরিল বোধ, না মানিয়া প্রতিরোধ,
সুনীতিকে দেন বনবাসে।
হয়ে অতি নিরুপায়,
মণিহারা ফণী প্রায়, সুনীতি বিপিনে ধায়,
আঁখি জলে হৃদিস্থল ভাসে ॥

খেদ করি রাণী কয়,
আরে বিধি নিরোদয়া, নরপতি সদাশয়,
জ্ঞান শূন্য করিলি তাঁহাকে।
তাহে পতি হীন-রস,
সতার কথার বশ, না ভাবিয়া অপযশঃ,
বনবাস দিলেন আমাকে॥
ত্যাজ্য করিলেন স্বামী,
কোথায় যাইব আমি, তুমি হও অগ্রগামী,
দাও মোরে পথ দেখাইয়া।
কখন না চিনি পথ,
হর হরি এ বিপদ, পূর্ণ কর মনোরথ,
অবলারে পদ ছায়া দিয়া॥
এইরূপে বনোভ্রমে,
দিন গত কোন ক্রমে, সায়ংকালে মুন্যাশ্রমে,
উপনীতা হন্ রাজদারা।
আশ্রম বাসিনীগণে,
মহিষীর সম্মিলনে, জিজ্ঞাসেন জনে জনে,
কেন মা তোর দুচক্ষে ধারা॥
সুনীতি সুন্দরী কন্,
আত্ম দুঃখ বিবরণ, কাঁদে মুনি পত্নীগণ;
নারী দুখ নারী ভাল জানে।

কেহ দিয়া নিজাঞ্চল,
মুছাইয়া চক্ষুঃজল, বলে মাগো তাই বল,
কাঁদিয়া যে সারা হলি প্রাণে॥
আর তোর ভয় নাই,
চল তোকে লয়ে যাই, যাহা চাও দিব তাই,
এস মা এস মা-মার ঘরে।
এত বলি নারীগণে,
রাজনারী লয়ে সনে; যায় সবে নিকেতনে,
তিনদণ্ড রজনী অম্বরে॥
নিজ নিজ পল্লী স্থান,
করি সব অবধান, হয়ে অতি দয়াবান্,
বনবাসী যত মুনিগণে।
আছে বনে যত্র তত্র,
কুশ সূত্র তাল পত্র, সযত্নে করি একত্র,
গৃহ বাঁধি দিলেন সদনে॥
নিরালয় পর্ণালয়,
ব্রাহ্মণের পদাশ্রয়, অভয়ে মহিষী রয়,
প্রতিপাল্য তপস্বীর অন্নে।
পতির বিরহ দহে,
অহরহ দেহ দহে, মুনি উপদেশে রহে,
ধৈর্য্য ধরে সেই মহারণ্যে॥—

নব প্রণয়িনী সনে,
নব রস আস্বাদনে, হরপতি হর্ষ মনে,
সুখেতে করেন দিনপাত।
মৃগয়াতে হয় মন,
সঙ্গে লয়ে সৈন্যগণ, নরেশ চলেন বন,
ঘোরাপদ ঘটে অকস্মাত॥
বায়ু বহে সন্ সন্,
শিরোকরে কন্ কন্, বজ্রধ্বনি ঝন্ ঝন্,
ঘন ঘন ঘন বরিষয়।
ধরাময় হলে জল,
ছিন্ন ভিন্ন সৈন্যদল, নরপতি হীনবল,
কে কোথায় না হয় নিশ্চয়॥
ঘনাচ্ছন্ন দিনপতি,
অস্তাচলে করে গতি, রজনী ঘোরান্ধ অতি,
আবৃত করিল দিক্ দশ।
অদৃষ্ট হইল পথ,
কোথা বাজী কোথা রথ, গজবর মৃতবৎ,
গতিহীন সেনানী অবশ॥
কেহ বৃক্ষ কেহ গেহ,
নিবিড় নিকুঞ্জে কেহ, আশ্রয় করিয়া দেহ,
রক্ষা করে কেহ প্রাণে মরে।

হইয়া বিব্রত অতি,
চিন্তাকুল নরপতি, একাকী করেন গতি,
উপনীত সুনীতির ঘরে ॥
দৈবে দেখা পেয়ে পতি,
সুনীতি প্রসন্নামতি, সাদরে পতির প্রতি,
মৃদু মন্দ কহেন বচন।
এস এস প্রাণনাথ,
একি দেখি অকস্মাৎ, নিশাকালে দিননাথ,
পশ্চিমে উদয় কি কারণ ॥
ভিজেছ মেঘের জলে,
তায় দেখা ভাগ্যফলে, বৈস নাথ ধরাতলে,
আছে দাসীর অঞ্চলাসন।
এত বলি মৌনভরে,
হৃদয়ে ধৈরজ ধরে, পতিকে শুশ্রূষা করে,
সুখে নিশি বঞ্চেন রাজন্ ॥
ঘোর নিশি অস্ত যায়,
পাখী সব গান গায়; দিননাথ রক্ত কায়,
সভয়ে লুকায় নিশাচর।
নিশির শিশির জল,
পর্ণে করে টল-মল, বায়ুভরে ধরাতল;
খসে পড়ে অতি মনোহর ॥

দেখিয়া প্রভাত কাল,
হরি স্মরি নরপাল, করে ধরি করবাল;
দ্রুতগতি করেন গমন।
ক্রমে একত্রিত হয়,
রথ বাজী সৈন্যচয়, প্রজেশ্বর নিজালয়;
ভগ্নচিত্তে উপনীত হন্ ॥—
সুনীতি সুশীলা সতী,
দৈবে সমাগমে পতি, হইলেন গর্ভবতী,
চিন্তামতী কি হবে উপায়।
সময়ে প্রসবে সুত,
ধাত্রী করে দেহপূত, গ্রহণান্তে রাখি যুত,
আকাশে প্রকাশে চন্দ্রমায় ॥
হেরিয়া পুত্রের মুখ,
রাণীর ঘুচিল দুখ; মুনিগণে পায় সুখ,
জাতকর্ম্ম আদি সব করে।
শুনি স্বর্গ মর্ত্ত্য ধ্রুব,
সবে করে যুক্তি ধ্রুব; আখ্যা তার হয় ধ্রুব,
রাণী ভাসে দুখের সাগরে ॥
বরিষা কালেরে কূপ,
বৃদ্ধি হয় যেইরূপ, বাড়ে শিশু সেই রূপ,
অপরূপ রূপ দরশনে।

ক্রমে পঞ্চ বর্ষ বয়;
দেহ সদানন্দময়, বাল্য খেলা রসে রয়,
বয়স্য মুনির পুত্র সনে ॥
এক দিন শিশুগণে,
যাইয়া নিকট বনে, ক্রীড়া করে হর্ষ মনে,
পরি সবে বিচিত্র বসন।
এক শিশু বলে ভাই,
ধ্রুবের বসন নাই, চল চল সবে যাই,
উহার মা সুনীতি সদন ॥
এত বলি সবে চলে,
ধ্রুব ভাসে আঁখি জলে, জননীকে কেঁদে বলে,
ও মা, মোরে আনি দে বসন।
ধ্রুব যদি বস্ত্র চায়,
রাণী করে হায় হায়, দুঃখে হৃদি ফেটে যায়,
ঝর ঝর ঝুরে দুনয়ন ॥
নিবারি নয়ন নীর,
অঞ্চল করিয়া চির, পুত্রকে করেন স্থির;
বাস বাস করিয়া প্রদান।
সামান্য বসন পেয়ে,
আনন্দে চলেন ধেয়ে, শিশুগণে কন যেয়ে,
শিশুমতি ধ্রুব রূপবান ॥

সবে চেয়ে দেখ ভাই,
পেয়েছি মায়ের ঠাঁই, এমন তো দেখি নাই,
এই বস্ত্র সকলের ভাল ॥
দেখিয়া ধ্রুবের ধারা,
কিছু বয়োধিক যারা, বিচার করিয়া তারা,
বলে ভাই ভাল নয় কাল ॥
সকাতরে ধ্রুব কয়,
বক্ষে অশ্রুধারা বয়, ইহা যদি ভাল নয়,
তবে আমি কোথা ভাল পাব।
ধারা দেখি দুনয়নে,
পুনঃ কয় শিশুগণে, তোমাকে লইয়া সনে,
রাজার নিকট সবে যাব ॥
সব দুঃখ জানাইব,
দিব্য বস্ত্র চেয়ে নিব, তোরে তাই পরাইব,
করিব এ বনের ভূপতি।
বয়স্যের বাসনায়,
ধূলান্তর করি কায়, চলে ধেয়ে ধ্রুবরায়,
হাস্য আস্য সুপ্রকাশ্য মতি ॥—
যেইরূপ বৃহস্পতি,
নিজকর্ম্মে করে গতি, চারি দিকে শোভে অতি,
সপ্ত উপগ্রহ মনোহর।

সেইরূপ ধ্রুব-রায়,
করি শিশু গতি প্রায়, শিশু মাঝে চলি যায়,
কতক্ষণে প্রবেশে নগর॥
নরপতি হৃষ্ট মনে,
বসিয়া বিচারাসনে; ধ্রুব বিপ্র শিশু সনে,
এই কালে সভাতে উদয়।
নরেশ বিচার রেখে,
বিপ্র শিশুগণে ডেকে, জিজ্ঞসেন একে একে;
সবার কুশল পরিচয়॥
ধ্রুব হয়ে অভিমানী,
যোড় করি দুটি পাণি; বলে আমি নাহি জানি;
আমার পিতার কিবা নাম।
দুঃখিনীর পুত্র হই,
মুনির আশ্রয়ে রই; জানিনে জননী বই;
আমি সব সত্য কহিলাম।
সুনীতি জননী হন,
সদা মৌনা ভাবে রন; মনোদুঃখে কেঁদে কন্,
হা পতি উত্থান নরপতি॥
তুমি ধর্ম্ম-অবতার,
পেয়েছ বিচার ভার; একি তব সুবিচার;
বিনা দোষে করিলে দুর্গতি॥

ধ্রুব যদি এত কয়,
হৃদয়ে উদয় হয়, অপত্য সারল্যোদয়,
হইলেন ব্যাকুল রাজন।
চক্ষে ধরা বরিষণ,
হস্ত করি প্রসারণ, রাজা কন্ বাপ-ধন,
কোলে এস জুড়াই জীবন॥
পেয়ে ধ্রুব সমাদর,
ক্রমে হয়ে অগ্রসর, আহ্লাদে দক্ষিণ কর,
প্রসারিয়া ধরে রাজকর।
ভূপতির আকর্ষণে,
শিশু হরষিত মনে, এক পদ সিংহাসনে,
অন্য পদ রাখে অন্যতর॥
সুরুচী সম্বাদ পেয়ে,
বাহিরে এলেন ধেয়ে, গবাক্ষের দ্বারে যেয়ে,
নৃপতিকে কন্ কটুভাষি॥
রাজা হয়ে ব্যস্ত ত্রস্ত,
ত্যজেন ধ্রুবের হস্ত, যেন অতি দায়গ্রস্ত,
মুখে আর নাহি স্ফুরে হাসি॥
জনকের অনাদরে,
ধ্রুব ধরা দৃষ্টি করে, নয়নে না জল ধরে,
জলধরে যেন বরিষয়।

সুরুচী দুঃশীলা মতি;
নিদয় হইয়া অতি, কহে বাক্য ধ্রুব প্রতি,
যেন ঘন ঘন শব্দ হয়॥
অভিলাষ ছিল মনে,
রাজা হবে সিংহাসনে, কেন জন্ম নিলে বনে,
অত্যাকৃতি সুনীতি জঠরে।
পাপিনী জননী তোর,
দাসী কর্ম্মে কাল ভোর, নাই কিছু পুণ্য জোর,
কিসে তুমি রাজ্য পাবে করে॥
যদি চাও রাজবেশ,
তবে শুন উপদেশ, এ দেহ করহ শেষ,
হৃষীকেশ করিয়া ভজনা।
হইলে সদয় ব্রহ্ম,
সঞ্চিত হইবে ধর্ম্ম, মম গর্ভে লও জন্ম,
পূর্ণ হবে মনের বাসনা॥
শুনি নিন্দা জননীর,
দুটি চক্ষে বহে নীর, দুঃখে চারু বক্ষঃ চির,
পুরির বাহির ধ্রুব হয়।
ব্যথিত হইয়া মনে,
বিপ্র শিশুগণ সনে, যায় শিশু তপোবনে,
সুনীতির নিকট উদয়॥—

ধ্রুব মুখ ম্রিয়মান,
অশ্রু পূর্ণ দুনয়ান, দেখিয়া বিদরে প্রাণ,
কেঁদে বলে সুনীতি সুন্দরী।
কেন ভাস আঁখি জলে,
দুঃখিনীর পুত্র বলে, কে তোমায় কটু বলে,
কমনেতে কাঁদালে আমরি॥
করপুটে ধ্রুব কয়,
অন্য কারু দোষ নয়, নিজকর্ম্মে দোষ হয়,
শুন মাতা বলি বিবরণ।
বসন বাসনা মনে,
বিপ্রশিশুগণ সনে, পরিহরি তপোবনে;
গিয়াছিনু জনক সদন॥
পরিচয় দিয়া শেষে,
যেতে পিতৃ অঙ্ক দেশে, আমার জননী কে সে,
এলো কেশে আইল সভায়।
শুনেছে তা শিশু সর্ব্বে,
কহিল সে অতি গর্ব্বে, জন্ম ধ্রুব মম গর্ভে,
তবে রাজ্য শোভিবে তোমায়॥
মা তোমার সত্য বলে;
আর কত মন্দ বলে, বাজে মম হৃদিস্থলে,
অপমান সহিতে না পারি।

শুনি তব নিন্দা কাণে,
বড় ব্যথা পাই প্রাণে, মনের এ অভিমানে,
দুনয়নে বহে ঘন বারি ॥
মনোদুঃখে রাণী কন্,
তুমি দুখিনীর ধন, গিয়াছিলে কি কারণ,
গরবিণী বিমাতার কাছে।
বাছা যে পিতার বাস,
বিমাতা করেন বাস; বৃথা সে পিতার আশ,
তাঁহার কি দয়া মায়া আছে? ॥
পুনঃ কয় ধ্রুবরায়,
কিসে তব দুঃখ যায়, বল মাগো তদুপায়,
যথা সাধ্য করিব যতন।
পুত্র হয়ে যেই জন,
মাতৃ দুঃখ হুতাশন, নাহি করে নিবারণ,
বৃথা তার জীবন ধারণ ॥
রাণী হয়ে তুষ্টমতি,
কহেন ধ্রুবের প্রতি, তুমি শিশুমতি অতি,
কেমনে দুর্গতি বিনাশিবে।
শত্রু মুখে দিয়া ছাই,
আগে বাছা বাঁচা চাই, অর্থে প্রয়োজন নাই,
ভাগ্যে থাকে অমনি হইবে ॥

ধরি মার পদদ্বয়,
পুনরায় ধ্রুব কয়, কিসে দুঃখ দূর হয়,
আমি তার বিশেষ শুনিব।
যদি মনে ভাবি ক্লেশ,
না দাও সে উপদেশ, এ দেহ্ করিব শেষ,
জলে ডুবি জীবন ত্যজিব ॥
ভুলাতে পুত্রের মন,
রাণী কন্ বাপ ধন, দুঃখ হবে নিবারণ,
ডাক পদ্মপলাশ-লোচনে।
অভ্যস্ত করিয়া নাম,
কহে ধ্রুব রূপ ধাম, কোথায় তাঁহার নাম,
আমি তাঁয় পাইব কেমনে ॥
ধ্রুবের মানস জানি,
ভয় দেখাইয়া রাণী, কপটে কহেন বাণী,
তাঁর বাস মহাঘোর বনে।
কেহ যদি তথা যায়,
সিংহ ব্যাঘ্র ধরে খায়, ঘরে বসে ডাক তাঁয়,
তিনি দেখা দিবেন সদনে ॥
মাতৃদত্ত হরি-নাম,
জপে শিশু অবিশ্রাম, পবিত্র হইল ধাম,
ভক্তিরস ক্রমশঃ উদয়।

দিবা যায় অস্তাচলে,
নলিনী মলিনী জলে, ধ্রুবে ধরি বক্ষঃস্থলে,
রাজরাণী নিদ্রাগতা হয় ॥
ক্রমে নিশাকালোদয়,
ঘোরান্ধ জগতময়, নক্ষত্র খচিত হয়,
গগণ সুরম্য অতিশয়।
দিবাচর নিদ্রাগত,
নিশাচর বহির্গত, ভ্রমে তারা ইতস্ততঃ,
মনে কিছু নাহি শত্রু ভয় ॥
নায়ক নায়িকা যারা,
প্রকাশে প্রেমের ধারা, ঘোর আলিঙ্গনে তারা,
অনুমত্ত তত্ত্বজ্ঞান হত।
নদী-স্রোততর-তর,
দিক্ শূন্য অন্য-স্বর, ঝিল্লীবর মনোহর,
ধ্রুবরায় হয়েন জাগ্রত ॥
নিদ্রাগতা দেখি মায়,
কেঁদে কয় ধ্রুবরায়, মা তোমার ধ্রুব যায়,
জন্ম মত হইয়া বিদায়।
শ্রীচরণে প্রণিপাত,
কর এই আশীর্ব্বাদ, যেন পূরে মনোসাধ,
শ্রীহরি রাখেন রাঙ্গা পায় ॥

মা তোমার এদুস্তারে,
যে জন তারিতে পারে, বনে গিয়া ডাকি তাঁরে,
হরি পদ্মপলাশলোচন।
দয়া করি দয়াময়,
যদি দেন পদাশ্রয়, তব দুঃখ দূর হয়,
তবে গৃহে করিব গমন॥
নতুবা এ ধ্রুবরায়,
জনমের মত যায়, মা তোমার দুটি পায়,
চির বিদায় হইলাম আমি।
এত বলি ধ্রুব চলে,
ভাসে দুটি আঁখি জলে, মনে মনে হরি বলে,
হয় শিশু ঘোরারণ্য গামী॥
অস্তাচলে নিশি যায়,
মহিষী চেতনা পায়; শয্যা শূন্য দেখি তাঁয়,
শোকে মোহ যায় ধরাতলে।
পরে পর্ণ গৃহ দেখে,
উচ্চৈঃস্বরে বলে ডেকে; ধ্রুব মায়ে একা রেখে,
মনোদুঃখে গেলি কোন স্থলে॥
সহিতে না পারি দুখ,
না দেখিয়া তোর মুখ; বিদরিয়া যায় বুক,
মা বলিয়া আয় বাছা কোলে।

এত বলি চক্ষে ধারা;
হয় রাণী জ্ঞানহারা, আসি মুনিকন্যা দারা,
ত্বরা ত্বরি সবে ধরি তোলে ॥
ধ্রুব শিশু অন্বেষণে,
নগর বিপিন বনে, ধায় যত ঋষিগণে,
কোন স্থানে না পায় সন্ধান।
ধ্রুবের বয়স্য যারা,
পালভ্রষ্ট মেষ তারা, দুটি চক্ষে বহে ধারা,
খেদে ফাটে মহিষী পরাণ ॥
ধারা বহে দুনয়নে,
ধ্রুব ভয়-শূন্য মনে, প্রবেশে নিবিড় বনে,
ডাকে পদ্মপলাশলোচনে।
মুনি উপদেশ পেয়ে,
মধুবনে চলে ধেয়ে, সিংহ ব্যাঘ্র ধ্রুবে চেয়ে,
নাহি হিংসা যায় দূর বনে ॥
ধ্রুব তপস্যায় রয়,
বাসবের ভয় হয়, বুঝি ইন্দ্রপুরী লয়,
স্বত্যকী পাঠান লয় করি।
অপাঙ্গ অনঙ্গ সঙ্গ,
করে তারা নানা রঙ্গ, নাহি হয় ধ্যান ভঙ্গ,
সলজ্জিতা যত বিদ্যাধরী ॥

ধ্রুবের কারণ হরি,
অন্য কর্ম্মে পরিহরি, সুচিত্র বিচিত্র করি,
ধ্রুবপূরি করেন নির্ম্মাণ।
শ্রীকান্তের উপদেশে,
দেব ঋষি অবশেষে, ধ্রুবের নিকটে এসে,
মূলমন্ত্র করেন প্রদান॥
লক্ষ্মী সঙ্গে নারায়ণ,
খগ পৃষ্ঠে আরোহণ, উপনীত মধুবন,
রাজসুতে দেন দরশন।
যোড় করি করদ্বয়,
সজলাঙ্গে ধ্রুব কয়; অহে হরি দয়াময়,
শ্রীচরণে করি নিবেদন॥
বনে দিয়াছেন পতি;
মা মোর দুঃখিনী অতি, তাই ডাকি লক্ষ্মীপতি,
জননীর দুঃখ হর হরি।
শিশু ধ্রুব দৈন্য ভুক,
চাহিয়া তাহার মুখ, কমলা পায়েন দুখ,
মুখে স্তন দেন কোলে করি॥
হাস্য মুখে হরি কন্,
শুন ধ্রুব বাপধন, দুঃখ কর সম্বরণ
যাবে তব মাতার দুর্গতি।

হারাইয়া তোমা ধনে,
মা তোমার তপোবনে, আছে শোকাতুরা মনে,
তারে দেখা দাও শীঘ্রগতি॥
মানসে যে রূপ লেখা,
নির্জ্জনে বসিয়া একা; ডাকিলে পাইবে দেখা,
এত বলি অন্তর্ধ্যান হরি।
ধ্রুব আনন্দিত মনে,
ধেয়ে চলে তপোবনে, জননীর শ্রীচরণে,
প্রণমিল নতশির করি॥
শুনিয়া ধ্রুবের বাণী,
এলি বলে রাণী, প্রসারিয়া দুটি পাণি,
হৃদে ধরি জিজ্ঞাসে কুশল।
ধ্রুব কহেন আহ্লাদে,
মা তোমার আশীর্ব্বাদে; বেঁচেছি ইন্দ্রের বাদে,
হইয়াছে মানস সফল॥
দেখা দিলেন শ্রীহরি,
কহিলেন, সত্য করি, ঘুচাবেন, দুঃখ ত্বরি,
শুনি রাণী হরষিতা মতি।
হেথা হরি-জনার্দ্দন,
স্বপ্নে দিয়া দরশন, কহিলেন বিবরণ,
চমকিত উত্থান নৃপতি॥

দূত পাঠাইয়া বনে,
দারা পুত্র দুই জনে, আনিলেন সযতনে,
সুনীতি হলেন পাটেশ্বরী।
মাতৃ ভক্তি ধ্রুবরায়,
নয়নে নেহারি তাঁয়, সদা হরষিত কায়,
হরিগুণ গায় মুখ ভরি॥

তৃতীয় শিশুর বিবরণ সমাপ্তঃ।

দ্বাদশ শিশুর বিবরণ।

চতুর্থ শিশু।

কচ।

দ্বাদশাক্ষরীচ্ছন্দ।

চরাচর ধরা, লাভের কারণ।
দেবতা দানব, ঘোরতর রণ॥
বৈশাখের মেঘ, যেমন উদয়।
ঝটিকা তেমন. ঘন ঘন বয়॥
হইতে সাক্ষাৎ, অসুর অমর।
অমনি ঘটয়, তুমূল সমর॥
দ্বিরদ শরীর, নীরদকরণ।
কত বীরবর, সমরে পতন॥
দ্বিজ বৃহস্পতি পণ্ডিত প্রধান।
বিদ্যা-বিসারদ ক্ষীরদ প্রমাণ॥

দেব, যজ্ঞে তিনি, হইয়া বরণ।
অমর কিন্নর, করেন রক্ষণ॥
গীষ্পতি সহায়, করিয়া গীর্ব্বাণ।
সদা করে রণ, বীর, ধনুর্ব্বাণ॥
প্রবল অসুর, সরল অধীর।
অচল সমান; সচল শরীর॥
ভৃগুসুত শুক্র, দানব সহায়।
মরিলে জীয়ায়, তাঁহার কৃপায়॥
এই হেতু সব দানব, প্রবল।
ক্রমে হীনবল দেবতা সকল॥
ত্যজিয়া বাসর, ভাবেন বাসব।
মরিলে দানব বাঁচায় কে-শব॥
বৃহস্পতি-সুত, কচ বিচক্ষণ।
তাঁহার নিকট যায় দেবগণ॥
করিয়া প্রণাম, করে নিবেদন।
দেবতা সকল, লইল শরণ॥
মৃত সঞ্জিবনী, শুক্র অবগত।
তারা পায় প্রাণ, যারা রণে হত॥
সেই বিদ্যাবল, করিয়া হরণ।
সমরে বাঁচাও অমর জীবন॥

এই কর্ম্ম যদি, কর মহাভাগ।
সকল বিষয়ে, পাবে সম ভাগ ॥
বৃষপর্ব্বা বীর, দানব ঈশ্বর।
বিরাজে তথায়, শুক্র দ্বিজবর ॥
দানব সকল, তাঁহার সহিত।
দেবগণে দয়া না হয় কিঞ্চিৎ।
তুমি শিশুমতি দয়ার আধার।
আরাধনা যোগ্য, হইবে তাঁহার
দেবযানী নামে, দ্বিজের তনয়া
তব প্রতি তাঁর হইবেক দয়া ॥
সুশীলতা গুণ, করি প্রদর্শন।
অনায়াসে কর, মানস সাধন ॥—
তথাস্তু বলিয়া, কচ মহামতি।
অসুরেন্দ্র বাসে, করিলেন গতি ॥
করি প্রণিপাত শুক্রের চরণে।
নিবেদিত হন্, বিনয় বচনে ॥
অঙ্গিরার পৌত্র, শুন পরিচয়।
বৃহস্পতি সুত, কচ নাম হয় ॥
ভাবান্তর এই মানস আমার।
আপনাকে গুরু, করি অঙ্গীকার ॥

গুরুত্বে আপনি, হইলে বরণ।
ব্রহ্মচর্য্য-ব্রত, করিব গ্রহণ॥
নিয়ম তাহার সহস্র বৎসর।
মানস আমার পূরা(ও) দ্বিজবর॥
শুক্র কহিলেন, দ্বিজ বৃহস্পতি।
তোমার জনক পূজনীয় অতি॥
সন্তোষ মানস বচনে তোমার।
ব্রহ্মচারী হও, করি অঙ্গীকার॥
ভৃগুসুত শুক্র, আদেশে তখন।
ব্রহ্মচর্য্য কচ করেন গ্রহণ॥
অব্যাঘাতে গুরু, তৎ তনয়ার।
করে আরাধনা বিবিধ প্রকার॥
নৃত্যগীত আর বাদিত্র বাদন।
নানাজাতি পুষ্প, করি আহরণ॥
প্রাপ্ত যে যৌবনা শুক্র নন্দিনীর।
প্রীতিতলতাবদ্ধ, করে কচ ধীর॥
অধ্যায়ী কচের, মানস তুষিতে।
মত্তা দেবযানী, নৃত্য-বাদ্য গীতে॥—
ব্রত আচরণে, বর্ষ পঞ্চশত।
মুনির নিবাসে হইল বিগত॥

কচের মানস, জানিয়া তখন।
তদনিষ্টে ফিরে, যত দৈত্যগণ॥
এক দিন কচ, বিজন কাননে।
উপাধ্যায়ের, গো, চরাণ যতনে॥
পাইয়া সুযোগ যত দৈত্যজন।
কচের শরীর করিল খণ্ডন॥
শৃগাল কুক্কুরে খাওয়ায় সে দেহ।
সন্ধান না জানে, অন্য গোপ কেহ॥
নিবেশনে ধায়, রক্ষিত গোপাল।
সংখ্যায় পূরণ বিহীন রাখাল॥
না দেখিয়া কচে, শুকাইল মুখ।
ডাকে দেবযানী, দুরু দুরু বুক॥
আচম্বিতে বয়, দুনয়নে নীর।
কভু ঘরে যান্, কখন বাহির॥
পিতার নিকটে করিয়া গমন।
মৃদু সম্ভাষণে, বলেন বচন॥
অগ্নিহোত্র তব, হল সমার্পণ।
পরে দশদিক আরক্ত বরণ॥
শিখরে বিলীন, নলিনীমোহন।
নলিনী মলিনী অকূট বদন॥

ঢাকিয়া শরীর, অন্ধকার বাসে।
বিধবা দিবস, বিরস আকাশে॥
দিবাচর যত, চরাচর ছিল।
কুলায়, কোটরে, আলয়ে, আসিল
অলি না পিয়ায় কুসুমের মধু।
হারাইল পতি চক্রবাক বধূ॥
আলোময় গেহ, দীপের শিখায়।
বিপণিতে আর পণ্য না বিকায়॥
স্তন্য-পেয় শিশু, ঘুমায় জননী।
এই দেখ তাত; হইল রজনী॥
নাগরিক গোপ, আসিল আলয়।
তোমার গোপাল, না হল উদয়॥
আহত বা হত, হয়েছে নিশ্চয়।
আর নাহি কচ, আসিবে আলয়॥
কচ বিনে আমি, এছার জীবন।
দেহ-নাহি আর করিব ধারণ॥
শুক্র কহিলেন কি হেতু চিন্তিত।
এখনি সে কচ হইবে জীবিত॥
এতবলি শুক্র, করি জানুযোগ।
সঞ্জিবনী বিদ্যা, করেন প্রয়োগ॥

স্থির হয়ে পরে, শুক্র মতিমান।
উচ্চৈঃস্বরে কচে, করেন আহ্বান॥
বিদ্যাবলে কচ, পাইয়া জীবন।
উপাধ্যায় স্থানে, করেন গমন॥
দেখে দেবযানী, জিজ্ঞাসে তাহার।
কি হেতু বিলম্ব, হইল তোমার॥
হাস্যমুখে কচ, বলে মৃদুবাণী।
সুচারু হাসিনী, শুন দেবযানী॥
কাষ্ঠ ভারাক্রান্ত হয়ে অতিশয়।
লইলাম আমি বটবৃক্ষাশ্রয়॥
এই অবকাশে, আসি দৈত্যগণ।
জিজ্ঞাসে আমায়, কাহার নন্দন॥
আমি কহিলাম বৃহস্পতি সুত।
অমনি সকলে, হয় ক্রোধ যুত॥
অকারণে বধ, করিয়া আমায়।
শৃগাল কুক্কুরে ভক্ষণ করায়॥
ভার্গবের বিদ্যা, কৌশলে আবার।
উপনীত আমি, নিকট তোমার॥—
দেবযানী কচে, কুসুম চয়নে।
একদা পাঠান নিভৃত কাননে॥

চূর্ণ করি দেহ, দৈত্য দুরাশয়।
সাগরের জলে, মিশ্রিত করয়॥
না দেখিয়া কচে, ভাবে দেবযানী।
কি ঘটিল আজ, নাহি কিছু জানি॥
পিতার নিকটে, করে নিবেদন।
সঞ্জিবনী বিদ্যা প্রভাবে তখন॥
শুক্রাচার্য্য কচে, করেন আহ্বান।
পুনঃ এল কচ, গুরু সন্নিধান॥
দৈত্যের দৌরাত্ম্য; বলে সমুদয়।
শুনিয়া ভার্গব, অন্তরে বিস্ময়॥
তৃতীয় বারেতে দৈত্যগণ যত।
বৃহস্পতি-সুতে, করিলেক হত॥
করি ভস্ম শেষ, মদে মিশাইল।
পান হেতু আনি শুক্রাচার্য্যে দিল॥
দেবযানী কচে, না দেখি তখন।
পিতার চরণে, করে নিবেদন॥
পাঠাইনু কচে, কুসুম চয়নে।
না আসিল ফিরে, কিসের কারণে॥
আহত বা হত; হয়েছে নিশ্চয়।
কচের বিরহে দহিছে হৃদয়।

কচ বিনে, আমি এদেহে জীবন।
কখন না আর করিব ধারণ॥
শুক্র কন, পুত্রি! কি করি এখন?।
এবার নিশ্চয় কচের মরণ॥
সঞ্জিবনী বিদ্যা প্রভাবে তাহার।
প্রাণ রক্ষা আমি করি বারম্বার॥
তথাপি অসুর না হয় বিরত।
তাহাকে বিনাশ করে ক্রমাগত॥
অতএব পুত্রি, নিষেধ বচন।
না কর কখন সন্তাপ রোদন॥
তোমার সমান যে মহিলাগণ।
শোকে অভিভূত না হয় কখন॥
তুমি মম কন্যা, অসামান্যা অতি।
রূপে গুণে ধন্যা, সদাচারা সতি॥
দেবতা অসুর ব্রাহ্মণ কুমার।
সকলে তোমায় করে নমস্কার॥
কচের জীবন, রক্ষা বারেবার।
সকলি বিফল, হয়েছে আমার॥
পাইলে সুযোগ, দৈত্য দুরাচার।
পুনরপি কচে, করিবে সংহার॥

সজলাক্ষে পুনঃ, দেবযানী কয়।
অঙ্গিরা যাহার, পিতামহ হয়॥
তপো-নিধি বিপ্র, বহু গুণাধার।
বৃহস্পতি হন্, জনক যাঁহার॥
তাঁহার মরণে, সন্তাপ রোদন।
না করিব পিতা, বল কি কারণ॥
নিজে কচ বিপ্র, নহে সাধারণ।
ব্রহ্মচারী তিনি, সিদ্ধ তপোধন॥
নিরাহারে আমি, দিবস যামিনী।
হইব নিশ্চয়, তদনুগামিনী॥
প্রিয়পাত্র কচ, নিতান্ত আমার।
না দেখিয়া তারে, বাঁচিব কি আর॥
তনয়া নিকটে হয়ে অভিহিত।
কচে ডাকি কন্, শুক্র ক্রোধান্বিত॥
পামর দানব, ঘোর পাপমতি।
বিদ্বেষ সম্পন্ন, হয় মম প্রতি॥
বধে এই হেতু, শিষ্যের জীবন।
বিপ্র শূন্য ধরা, করিতে মনন॥
এত অত্যাচার, সহ্য নাহি পায়।
এ পাপের দণ্ড পাবে সমুদায়॥

ব্রহ্মহত্যা পাপ, ইন্দ্র না এড়ায়।
এত বলি কচে, ডাকেন ত্বরায়॥
সমাহত কচ, গুরু ভয়ে ভীত।
করেন উত্তর, হয়ে সঙ্কুচিত॥
নিজ গর্ভে শুনি, কচের বচন।
জিজ্ঞাসেন গুরু, তাহার কারণ॥
কচ বলে, গুরু করি নিবেদন।
তোমার প্রসাদে, দাসের স্মরণ॥
সদাই অন্তরে বলবতী বয়।
এহেতু বৃত্তান্ত, স্মৃতি শূন্য নয়॥
যে কিছু তপস্যা, ছিল হে আমার।
কিছুমাত্র ক্ষয়, না হয় তাহার॥
কঠোর যাতনা, জঠর নিবাস।
এই হেতু প্রভু, না পাই প্রকাশ॥
অসুরে আমায় করিয়া বিনাশ।
দাহ করি দেহ করিল নিকাশ॥
আপনার পেয়, সুরার সহিত।
সেই ভস্ম দেয়, করিয়া মিশ্রিত॥
থাকিতে আপনি, মম বিদ্যমান।
কিছু ভয় নাই, অসুরের স্থান॥

আসুরিক মায়া, ঘোর অতিশয়।
ব্রাহ্মিমায়া স্থানে, আছে পরাজয়॥
দেবযানী স্থানে কন্ তপোধন।
তব আশা কিসে, করিব সাধন॥
আমি পরিত্যাগ না করিলে প্রাণ।
কোন রূপে কচে, না যায় জীয়াণ॥
আমার উদরে কচ, মহামতি।
বিরাজিত দেখ হয়েছে সংপ্রতি॥
না করিলে মম, কুক্ষি বিদারণ।
কি রূপে নির্গত, হইবে এখন॥
পিতার বচন শুনি দেবযানী।
সকাতরে কন্, মৃদুমন্দ বাণী॥
কচের বিনাশ তব উপঘাৎ।
মম পক্ষে দুই মরণ সাক্ষাৎ॥
পুনঃ কন কচে শুক্র তপোধন।
বৃহস্পতি সুত শুনহ বচন॥
মম দেবযানী, তোমার কারণ।
সকাতরা অতি, করিছে রোদন॥
ভক্ত বলি সদা, করেন আদর।
অতএব তুমি, সিদ্ধ নরবর॥

অথবা দেবেন্দ্র, তুমি সদাশয় ।
কচ রূপ ধরি, হয়েছ উদয় ॥
যে হও, সে হও, তুমি মতিমান
সঞ্জীবনী বিদ্যা, করিব প্রদান ॥
আমার জঠরে, হয়ে অধিষ্ঠান
বিপ্র ভিন্ন কেহ, নাহি পায় ত্রাণ
সত্য অঙ্গীকার, তব বিদ্যমান ।
করিব তোমায়, গুপ্ত বিদ্যা দান ।
দেহ হতে তুমি, হইয়া বাহির ।
বাঁচাবে আমায়, শুন অহে ধীর ।
দেখ এ প্রতিজ্ঞা, করোনা হেলন
পূর্ব্ব ধর্ম্ম নাশ, ইহার কারণ ॥
সঞ্জিবনী–বিদ্যা, করি অধ্যয়ন ।
শুক্র কুক্ষি কচ, করে বিদারণ ॥
পূর্ণ–শশি তুল্য, হয়েন নির্গত ।
দেখেন আচার্য্য, মৃতস্বরাগত ॥
সিদ্ধ–বিদ্যা দ্বারা, করি উচ্চারণ ।
করেন প্রদান, গুরুর জীবন ॥
স্পর্শ করি পরে, গুরুর চরণ ।
বিনয় পূর্ব্বক, বলেন বচন ॥

অমৃত স্বরূপ, গুরু জ্ঞানবান্।
কর্ণমূলে মন্ত্র, করেন প্রদান॥
গুরু-পদরজ, সদা শিরে ধরি।
পিতা মাতা তুল্য, তাঁরে জ্ঞান করি॥
সত্য-ফলপ্রদ, গুরু মহাশয়।
পরম আরাধ্য, শিরোমণি হয়॥
এমন নিধি যে, না করে আদর।
সেই মূঢ়জন, মনুষ্য পামর॥
অপ্রতিষ্ঠা কত, ইহলোকে তার।
পরলোকে আর, না পাবে নিস্তার॥
সুরার সহিত, শুন জ্ঞানবান্।
অভিরূপা কচে, করেছেন পান॥
এ কারণ তিনি কারণের প্রতি।
মর্ম্ম বেদনায়, জাত-ক্রোধ অতি॥
ব্রাহ্মণের প্রিয়, করিতে সাধন।
সে হতে নিয়ম, করেন স্থাপন॥
অদ্য হৈতে দ্বিজ, দ্বিজের সন্তান।
জ্ঞানে কিবা, ভ্রমে করে মদ্যপান॥
ধর্ম্ম কর্ম্ম হত, হইবে নিশ্চয়।
ঘৃণিত-নিন্দিত, সুরাসুর লয়॥

তপো-পরায়ণ, ব্রাহ্মণ নন্দন।
অন্য লোক ইহা করুন শ্রবণ॥
তপোনিধি শুক্র, ক্রোধিত নয়নে।
করিয়া আহ্বান, যত দৈত্যগণে॥
বলেন অবোধ শুনরে বচন।
আমার সদৃশ, কচ বিচক্ষণ॥
সঞ্জিবনী বিদ্যা, প্রভাবে এখন।
ব্রহ্ম-ভূত হয়ে, রহিবে ব্রাহ্মণ॥
এই কথা বলি, হলেন বিরত।
চমৎকৃত হয়, দৈত্যগণ যত॥
সহস্র বৎসর, কচ মহামতি।
গুরুর নিবাসে, করেন বসতি॥
পরে অনুমতি, লইয়া তাঁহার।
দেবালয়ে যান, গীষ্পতি কুমার॥—
ব্রত-পরায়ণ, কচ মতিমান।
গুরুর আদেশে, উদ্যত প্রয়াণ॥
বেবযানী কন্, গীষ্পতি কুমার।
গমন সময়, হইল তোমার॥
অঙ্গিরার পৌত্র, তুমি মহাশয়।
কুলশীল, বিদ্যা, শম, দম ময়॥

তব পিতামহ, মহা যশোবান্।
আমার পিতার, আরাধ্য প্রধান॥
গীষ্পতি তেমন, মম পূজ্য হয়।
আলোচনা করি, এই সমুদয়॥
যে কিছু আমি, করি নিবেদন।
করি মনোযোগ, করহে শ্রবণ॥
নিয়মস্থ তুমি, হইলে যখন।
করিয়াছি আমি, শুশ্রূষা তখন॥
কৃতবিদ্যা তুমি, হয়েছ এখন।
তব প্রতি মম, অনুরক্ত মন॥
বিধিমত করি, মন্ত্র উচ্চারণ।
মম পাণিগ্রাহী, হও তপোধন॥
কচ কন্ শুভে! মিনতি আমার।
মমারাধ্য হন্, জনক তোমার॥
তুমি হও মম, পূজনীয়া অতি।
কেমনে এমন, বল ভগবতি॥
তুমি ভার্গবের, প্রিয়তমা কন্যা।
মম গুরু পুত্রী, রূপে গুণে ধন্যা॥
ধর্ম্ম ভয়ে ভীত, হৃদি সঙ্কুচিত।
আমাকে এরূপ, বলা অনুচিত॥

দেবযানী কন্, অহে তপোধন।
তুমি নহ মম, পিতার নন্দন॥
পিতৃ গুরুপুত্র, হন বৃহস্পতি।
তুমি ব্রতধারী, তাঁহার সন্ততি॥
করিয়া বিচার, দেখ সমুদয়।
এই হেতু মম, মান্যা অতিশয়॥
দুরন্ত অসুর, নাশে বারেবার।
প্রীতি-লতাবদ্ধ, সে হতে আমার॥
ভক্তি, শ্রদ্ধা, যত্ন, করি অবিরত।
সে সকল তুমি আছ অবগত॥
কোন অপরাধ, না করি কখন।
উচিত কি হয়, আমাকে বর্জন॥
শুন শুভব্রত, পুনঃ কচ কয়।
হেন কর্ম্মে আমি, করি বড় ভয়॥
তুমি বিশালাক্ষী, পরাধীনা নও।
গুরু হতে মম, গুরুতরা হও॥
তুমি উৎপন্ন, ঔরষে যাঁহার।
মম বাস হয়, জঠর তাঁহার॥
ভগিনী হইলে, ধর্ম্মতঃ আমার।
অনুচিত কথা, না বলিও আর॥

এত দিন ভদ্রে! এক সঙ্গে বাস।
অনুমতি কর; যাই নিজ বাস॥
আশীর্ব্বাদ কর, ধরি পদদ্বয়।
পথি মধ্যে কোন, বিপদ না হয়॥
বচন প্রসঙ্গে, করিও স্মরণ।
কায়মনে কর, গুরুর সেবন॥
দেবযানী কন, কচ গুণবান্।
যদ্যপি আমায়, কর প্রত্যাখান॥
সঞ্জিবনী বিদ্যা, হবে ফলহীন।
বিবেচনা করি, বুঝহ প্রবীণ॥
কচ কন বালে! দোষ হেতু আমি।
না করি স্বীকার, হতে তব স্বামী॥
গুরুপুত্রি বলি, করি বিসর্জ্জন।
অনুমতি নাই, বিশেষ কারণ॥
আর্য্য ধর্ম্ম আমি, উপদেশ দিতে।
অকারণে শাপ, দিলে আচম্বিতে॥
ফলতঃ শাপের; উপযুক্ত নয়।
কাম হেতু ভদ্রে! দহিলে হৃদয়॥
অতএব আমি, দেই প্রতিশাপ।
আশা শূন্য হবে, পাবে বড় তাপ॥

অন্য কোন ঋষি, ঋষির কুমার।
পাণিগ্রাহী নাহি, হইবে তোমার॥
মমাধিত বিদ্যা, সিদ্ধ নাহি হবে।
তব অভিশাপ, মানিলাম তবে॥
আমি যারে বিদ্যা, করিব প্রদান।
কৃতকার্য্য হবে, সেই ভাগ্যবান॥
প্রতিশাপ দিয়া, করেন গমন।
দেবলোকে কচ, উদয় তখন॥
ইন্দ্র আদি দেব, করি দরশন।
গীষ্পতি সমক্ষে বলেন বচন॥
করিল অদ্ভুত, তোমার তনয়।
তাঁর যশঃ রবে, চরাচর ময়॥
কত কষ্ট পান দেবতার লাগি।
সকল বিষয়ে, হন তুল্য ভাগী॥

চতুর্থ শিশুর বিবরণ সমাপ্তঃ।

দ্বাদশ শিশুর বিবরণ।

পঞ্চম শিশু।

ভগীরথ।

হ্রস্বভঙ্গ ত্রিপদী।

শ্রীমান্ সগররায়, ধীমান্ গীষ্পতি প্রায়।
গীর্ব্বাণ তোষণে, নির্ব্বাণ মননে,
অশ্বমেধ অযোধ্যায়॥
গোষ্ঠী অতি বহুযুত, ষষ্ঠীদশ শত সুত।
প্রবল সবল, স্বর্গ রসাতল,
ব্যাপিয়া রহে অদ্ভুত॥
যজ্ঞ অশ্ব সঙ্গে করি, যোগ্য প্রহরণ ধরি।
ক্রমে দিক্ দশ, ভ্রমে পুর যশঃ,
কুমার বিক্রম হরি॥

সিংহ

সগর বিপক্ষ অতি, ছিলেন অমরপতি।
যন্ত্রণা প্রদানে, মন্ত্রণা বিধানে,
যান্ বিরিঞ্চি বসতি॥
পরে যুক্তি যুক্ত করি, বাসব ঘোটক হরি।
কপিল আশ্রমে, উপনীত ক্রমে
রাখিলেন বদ্ধ করি॥
সগর সন্তানগণ, করে অশ্ব অন্বেষণ।
পরে দৃষ্ট হয়, বদ্ধ আছে হয়,
মৌনী মনুষ্য সদন॥
ছন্নমতি পুত্র সবে, ছিন্নরজ্জু অনুভবে।
ধরে বিষধরে, বদ্ধ করে করে,
কপিল কুপিল তবে॥
আস্যরক্ত ভীষ্ম হয়, দৃশ্য অগ্নি বরিষয়।
ভস্মময় পুত্র, সগরের সূত্র,
হল একেবারে লয়॥
এক বর্ষ ক্রমে গত, না হইল প্রত্যাগত।
পুত্রগণ যত, ষষ্ঠীদশ শত,
ভাবে ভূপ অনুব্রত॥

পৌত্র এক গুণধাম, অংশুমান ধরে নাম।
পুত্র অন্বেষণে; পাঠান যতনে,
বীর ভ্রমে অবিশ্রাম ॥
পূরাইতে মনোরথ, আরোহী বিচিত্র রথ।
সাগর নগর, বন বনান্তর,
নিরন্তর বহে পথ ॥
অংশুমান পরিশেষে, চতুর্দ্দন্তি উপদেশে।
কপিল আশ্রমে, উপনীত ক্রমে,
জিজ্ঞাসে বিনীত বেশে ॥
মহর্ষি কপিল বলে, ভস্ম মম কোপানলে।
সগর সন্তান, শুন অংশুমান,
ত্রাণ হবে গঙ্গাজলে ॥
শুনি অংশুমান কয়, কহ মুনি মহোদয়।
গঙ্গা কোন স্থানে, কেবা তত্ত্ব জানে,
কেমনে উদ্ভব হয় ॥
মুনি কন অংশুমান, কর বাছা অবধান।
লক্ষ্মী নারায়ণ, করেন শ্রবণ,
পঞ্চানন গাণ গান ॥

তানে গানে হরিনাম, শুনি দ্রব ঘনেশ্যাম
এইত কারণ, গঙ্গার জনম,
ধুনী দ্রবময়ী নাম॥
কমণ্ডলু কুতূহলে, পূর্ণ করি সেই জলে
বিরিঞ্চি যতনে, রাখেন সদনে,
পর্শে মুক্তি মোক্ষ ফলে॥
গঙ্গা আসি মহীতলে, যদি স্রোত বেগে চলে
বংশের সদ্গতি, হবে হে সুমতি,
প্রাপ্য মম বর, বলে॥
শুনি বাক্য অংশুমান, ত্বরায় আরোহী যান।
অযোধ্যা নগর, প্রবেশি সত্বর,
বলে রাজ বিদ্যমান॥
পুত্রশোকে নররায়, ধরণী লুণ্ঠিত কায়
করে হায় হায়,! শোকে মুর্চ্ছা যায়,
যজ্ঞ নাহি হল সায়॥—
অংশুমান বিচক্ষণে, রাজ্য দিয়া শুভক্ষণে।
সগর নগর, ত্যজিয়া সত্বর,
যান গঙ্গা অন্বেষণে॥

সাধ্য যত্ন করি অতি, সিদ্ধ নহে নরপতি।
ভাবিয়া রমেশ, দেহ করে শেষ,
ব্রহ্ম লোকেতে বসতি॥
কালক্রমে অংশুমান, হইলেন পুত্রবান্।
চারু কলেবর, দিলীপ সুন্দর,
ধর্ম্মে জনক সমান॥
পুত্রে দেখি ক্রিয়াবান্,রাজ্যখণ্ড দিয়া দান।
গঙ্গা আরাধনে, যান শুভক্ষণে,
অংশুমান বুদ্ধিমান॥
নিরাশ্রম নিরাহার, করি বহু তপাচার।
হল দেহ শেষ, যান স্বর্গ দেশ,
নরেশ ধর্ম্ম আধার॥
অপুত্রক নরপতি, দিলীপ চিন্তিত অতি।
রাখিয়া ভবনে, যুবতী দুজনে,
গঙ্গার উদ্দেশে গতি॥
কঠোর তপস্যা করি, দেহ যাত্রা পরিহরি।
অন্তর অশোক, যান ব্রহ্মলোক,
শূন্য অযোধ্যা নগরী॥

অরাজক হল দেশ, প্রজা করে দ্বেষাদ্বেষ
ব্রহ্মা পুরন্দর, চিন্তিয়া বিস্তর,
পাঠাইলেন মহেশ॥
করি বৃষ আরোহণ, অযোধ্যায় ত্রিলোচন
করিয়া গমন, বলেন বচন,
রাজ-রমণী সদন॥
আমি দেব দিগম্বর, দিলাম অলঙ্ঘ্য বর
রমণী দুজন, পাইবে নন্দন;
রঘুকুল দীপ্তিকর॥
বর শুনি মনে ভয়, সলজ্জ-বদনে কয়
কেমনে সন্তান, হবে উপাদান,
বিধবা রমণী দ্বয়॥
কাতর দেখিয়া অতি, বলেন পার্ব্বতীপতি
রমণী দুজন, হলে সংঘটন,
এবে হবে গর্ভবতী॥
হয় বর শিরোধার্য্য, আদেশানুরূপ কার্য্য
কালক্রমে হয়, একটী তনয়,
দেব বর অনিবার্য্য॥

মাংসপিণ্ড কদাকার, সবাকার হাহাকার।
শিরে কর হানি, কাঁদে দুই রাণী,
বলে কি হবে আমার॥
বিচার করিয়া পরে,মাংসপিণ্ড অঙ্কে ধরে।
দিতে বিসর্জ্জন, করিল গমন,
ত্বরা সরযূ অন্তরে॥
দেখিয়া বশিষ্ঠ জ্ঞানী,ধ্যানকরি তত্ত্ব জানি।
বলেন সাক্ষাতে, পথে রেখে যেতে,
তাই করেন দুরাণী॥
স্থিতি রাজ পথান্তর, সদ্য শিশু কলেবর।
নানা ভঙ্গিমান, সেই পথে যান,
অষ্টবক্র মুনিবর॥
মুনি অষ্টবক্র কায়, বালক ভাঙ্গায় তায়।
এই অনুমানে, যান সন্নিধানে,
কন সক্রোধ কথায়॥
স্বভাব প্রভাব কায়, বক্র যদি হও তায়।
তবে দেই বর, হও হে সুন্দর,
নহে হবে ভস্ম সায়॥

পেয়ে মুনিবর বর, শিশু দিব্য কলেবর।
অত্যাশ্চর্য্য জ্ঞানে, জানিলেন ধ্যানে,
অষ্টবক্র জ্ঞানাকর॥
ডাকাইয়া দুই রাণী, শিশুকে দিলেন আনি।
অযোধ্যা ভবন. আসি মুনিগণ,
বলেন আশীষ বাণী॥
জন্ম হেতু পরিচয়, ভগীরথ নাম হয়।
রিপু ধ্বংসকর, বপু মনোহর,
বর্দ্ধিত সগুণচয়॥—
পঞ্চবর্ষ বয়ঃকালে, ভগীরথ পাঠশালে।
বশিষ্ঠ সদন, করে অধ্যয়ন,
পঞ্চঝুঁটি শিরে ভালে॥
বালকে বালকে দ্বন্দ্ব, জারজ বলিয়া মন্দ।
এক দ্বিজ বলে, ভাসে আঁখিজলে,
ভগীরথ নিরানন্দ॥
অভিমানে হৃদিদ্দয়, আসি শিশু নিজালয়।
অশেষ চিন্তায়, শয়িত শয্যায়,
অশ্রুধারা গণ্ডময়॥

অতি খরতর কর, প্রভাকর শিরোপর।
রাণী চিন্তা করে, না আসিল ঘরে,
ভগীরথ গুণাকর ॥
বাঘিনী ডম্বুর হারা, ফুকরে যেমন ধারা।
মম অশ্রুপাত, তুলি দুটি হাত,
পুত্রে ডাকে রাজদারা ॥
পাগলিনীপ্রায় পরে, বশিষ্ঠ জিজ্ঞাসা করে।
কন্ তপোধন, কর না ক্রন্দন,
পুত্র আছে রোষ ভরে ॥
শুনি বশিষ্ঠের বাণী, ধেয়ে চলে রাজরাণী।
দেখে রোষালয়, রয়েছে তনয়,
জলে ভাসে মুখখানি।
দুটি বাহু প্রসারিয়া, ভগীরথে কোলে নিয়া।
ঘন অশ্রুধারা, মুছে রাজদারা,
নেত্রের অঞ্চল দিয়া ॥
রাণী বলে বাপধন, কেন ঝুরে দুনয়ন।
প্রিয় দেখে মুখ্, ফেটে যায় বুক্,
দুঃখ দিলে কোন জন ॥

কি তব মনের ব্যথা,প্রকাশিয়ে কও কথা।
দিয়া রত্ন ধন, পূরাব মনন,
কভু না হবে অন্যথা॥
কি রোগে জরিল দেহ,মোরে পরিচয় দেহ।
আনি বৈদ্যবর, সুস্থ কলেবর,
বাছা হবে নিঃসন্দেহ॥
ভগীরথ কেঁদেকয়, রোগ কিছু নাহি হয়।
শিশু সনে দ্বন্দ্ব, দ্বিজবলে মন্দ,
তুমি জারজ তনয়॥
আমি কোন্ বংশজাত,কেবা মম হয় তাত।
সত্য পরিচয়, দেহ সমুদয়,
দূরে যাবে উৎপাত॥
পুত্র ব্যথা পেলেপ্রাণে,মারবুকে শেলহানে
সূর্য্যকুল তথ্য, আদ্য অন্ত সত্য,
রাণী বলেন সন্তানে॥
শুন বাছা ভগীরথ, পূর্ণ কর মনোরথ।
সুরথ ধীমান, সগর সন্তান,
ছিল ষষ্টিদশ শত॥

কপিলের ক্রোধপাত, সবে হল ভস্মসাত।
শুন যুক্তি যুক্ত, গঙ্গাজলে মুক্ত,
মম উক্ত সত্য তাত॥
কুল উদ্ধার সাধনে, সুরধনী আরাধনে।
পুরুষ প্রবীণ, গত হল তিন,
ফিরে না এল ভবনে॥
মহীপ দিলীপ নাম, তব পিতা গুণধাম।
অপুত্র দশায়, যান তপস্যায়,
পান কষ্ট অবিশ্রাম॥
ত্যজিলেন কলেবর, পেয়ে দিগম্বর বর।
কোলে পাই তোকে, বলে তাই লোকে,
ভগীরথ বংশধর॥
ভগীরথ হেসে বলে, অল্পাশ্রমে মহীতলে।
কেবা গঙ্গা পায়, অবোধের প্রায়,
সূর্য্য বংশক সকলে॥
কর মাতা অবধান, ভগীরথ অভিধান।
যদি আমি ধরি, আনি সুরেশ্বরী,
স্ববংশ করিব ত্রাণ॥

শুনিয়া পুত্রের বাণী, কাঁদিয়া বলেন রাণী
জননী নিধন, করি বাছাধন,
সাধন বিফল মানি॥
শুনিয়া হারাই বল, তো বিনে কে আছে বল
কুলের সম্বল, তুই রে কেবল,
হারা হয়েছি সকল॥
হরবরে তোরে পাই, সদা চেয়ে থাকি তাই।
কুলোকে ডরাই, পলকে হারাই,
মা বলে এমন নাই॥
হইলে মায়ের কাল, তোমার তপস্যাজাল।
যৌবন সময়, সাধন কি হয়,
বাদী রিপু যড়্‌জাল॥
জননীর পদতলে, শিশু ভগীরথ বলে।
বংশের কারণ, পুত্রের জনম,
উদ্ধারে সাধন ফলে॥
পুন্নাম নরক ত্রাণে, পুত্র নাম অভিধানে।
যদি এই সুত্র, নাহি পালে পুত্র,
তবে কি কায সন্তানে॥

পিতৃ ঋণ মাতৃ ভার, উদ্ধার শকতি যার।
সেইত কুমার, বংশ মূলাধার,
অন্য পুত্র কুলাঙ্গার॥
জননীর অনুরোধ, আর কি সে প্রতিরোধ
করিয়া প্রবোধ, ত্যজি অবরোধ,
চলিল শিশু সুবোধ॥
বশিষ্ঠের সন্নিধানে, শিক্ষা করি সাবধানে
মায়ের চরণ, করিয়া স্মরণ,
যায় গঙ্গা অনুধ্যানে॥
ভগীরথ এক মনে, ইন্দ্র মন্ত্র অনশনে।
জপে নিরন্তর, আসি পুরন্দর,
দেখা দিলেন সদনে॥
যুগ্ম করি করদ্বয়, শিশু দিয়া পরিচয়
আগম বাসনা, করিল প্রার্থনা,
কন্ ইন্দ্র সদাশয়॥
আমা হতে ভগীরথ, না পুরিবে মনোরথ
গঙ্গার গমন, ভূতলে যখন,
মুক্ত করি দিব পথ॥

কৈলাস শিখরোপরে, ভজ গিয়া মহেশ্বরে
প্রণমিয়া পায়, ভগীরথ যায়,
হিমালয় শৃঙ্গোপরে ॥
বিল্বদল ধুতূরায়, অর্পিয়া ভবের পায়
তপস্যা কঠর, করে নিরন্তর,
গঙ্গা লভ্য বাসনায় ॥
বলিলেন দিগম্বর, ভজ গিয়া দামোদর।
বাসনা পূরণ, হবে হে রাজন্,
এই ধর মম বর ॥
ভজিতেগোলোকপতি,গোলোকেকরিলগতি
দিলীপ নন্দন, আনন্দিত মন,
হরপদে করি নতি ॥
পত্রাহারে উপবাস, শীত ঋতু জলেবাস।
গ্রীষ্মেতে অনল, উদ্দীপ্ত প্রবল,
নাই তিলার্দ্ধাবকাশ ॥
ত্রিলোকপালক হরি, শ্রীগোলক পরিহরি।
নিকটে উদয়, কন্ দয়াময়,
বর লও ত্বরা করি ॥

দিলীপ নন্দন বলে; কেশবের পদতলে
মুনি শাপে ধ্বংস, সগরের বংশ,
ত্রাণ পাবে গঙ্গাজলে ॥
দয়া করি নারায়ণ, দিলে যদি দরশন
বর নাহি আন, দাও গঙ্গা দান,
ত্রাণ পান পিতৃগণ ॥
বাক্য শুনি চক্রপাণি বলেন অমিয়বাণী
গঙ্গার মহিমা; জগতে অসীমা,
আমি তত্ত্ব নাহি জানি ॥
বলে ভগীরথ ধীর, দুটী চক্ষে বহে নীর
বিনে গঙ্গা জল, মরণ মঙ্গল,
প্রভু করিয়াছি স্থির ॥
দৃঢ়তা দেখিয়া অতি, আশ্বাসি গোলকপতি
ব্রহ্মার ভবন, করেন গমন,
ভগীরথের সংহতি ॥
ব্রহ্মলোক সামান্যতঃ, কূপ নদী আদি যত।
সে সকলোপরি, গোলক বিহারি,
হরিলেন প্রথমতঃ ॥

পরে পদ্মলাভাশয়, শ্রীপদ্ম পলাশোদয়।
বিরিঞ্চি তখন, না পেয়ে জীবন*,
অর্ঘ প্রদানে চিন্তয়॥
গঙ্গজলে তৎপরে, বিষ্ণু পদ পূজা করে।
এইত কারণ, হইল করণ,
গঙ্গা ব্যাপ্ত চরাচরে॥
গঙ্গাকে বলেন হরি, ব্রহ্মলোক পরিহরি,
হও বেগবতী, সগর সন্ততি,
মুক্ত কর সুরেশ্বরী॥
গঙ্গা বলে নারায়ণ, যত মহাপাপী জন।
দিয়া পাপ ভার, হইবে উদ্ধার,
কিসে আমার মোচন॥
হাঁসিয়া বলেন হরি, শুন দেবী সুরেশ্বরী
বচন আমার, হইবে উদ্ধার,
বৈষ্ণব সংগতি করি॥

জল।

শঙ্খ দিয়া অনন্তর, বলিলেন দামোদর।
অহে নৃপমণি, করি শঙ্খধ্বনি,
তুমি হও অগ্রসর ॥
তব শঙ্খধ্বনি শুনি, যাইবেন সুরধনি।
তুমি পুণ্যবান্, তব গুণগান,
করিবেন ঋষি মুনি ॥
ব্রহ্মা বলে ভগীরথ, পূর্ণ তব মনোরথ।
করহে গমন, করি আরোহণ,
তোমারে দিলাম রথ ॥
রথে চড়ি করে গতি, পাছে গঙ্গা বেগবতী।
অমর নিবাসি, স্নান করে আসি,
গঙ্গা জলে ভক্তি মতি ॥
বহে স্রোত অবিশ্রাম, স্বর্গে মন্দাকিনী নাম
ভগীরথ যশঃ, গায় দিক্ দশ,
অমর কিন্নর ধাম ॥
ব্রহ্মলোক পরিহরি, বেগবতী সুরেশ্বরী।
স্রোত খরতর, ভ্রমে নিরন্তর,
হিমালয় শৃঙ্গোপরি ॥

সুরধনি অদর্শনে, ভগীরথ ভাবে মনে।
যুড়ি দুটি করে, বহু স্তব করে,
অশ্রুধারা দুনয়নে ॥
মন্দাকিনী মা তোমার, সুমেরুতে অবতার।
মম পিতৃগণ, রহিল পতন,
কিসে হইবে উদ্ধার ॥
বলিলেন সুরেশ্বরী, বাছা কি উপায় করি।
ঘটিল বিপদ, নাহি পাই পথ,
আন ঐরাবৎ করী ॥
ভগীরথ মানবেন্দ্র, আরাধিয়া অমরেন্দ্র।
সুমেরু গহ্বরে, দিব্য পথ করে,
আনি শ্বেত বারণেন্দ্র ॥
গিরি হয় চারি চির, নির্গত গঙ্গাম্বু নীর।
তথা অবতার, হল চারি ধার,
নাচে ভগীরথ ধীর ॥
ভদ্রা নামে স্রোতস্বতী, উত্তর মণ্ডলে গতি।
শ্বেতা অস্তাচলে, বসু পূর্ব্বাঞ্চলে,
খরতর বেগবতী ॥

পৃথিবীতে অবতার, অলকনন্দার ধার।
একটি তরঙ্গ, লাগিয়া মাতঙ্গ'
শূন্য হয় অহঙ্কার ॥
সুমেরু লঙ্ঘন করি, কৈলাস শিখরোপরি।
গঙ্গা বেগে চলে, ভয়ে পৃথ্বী টলে,
তাহা দেখি সুরেশ্বরী ॥
চলিলেন রসাতলে, দুঃখে ভগীরথ বলে।
পাতালে আবার, গমন তোমার,
মম দুরদৃষ্ট ফলে ॥
অম্বিজা বলেন ধার, ধরিতে ধরার ভার।
যদি ত্রিলোচন, করেন ধারণ,
তুমি গতি পুনর্ব্বার ॥
ভগীরথ নৃপবর, আরাধিয়ে দিগম্বর।
করে নিবেদন, শুনি ত্রিলোচন
যান গঙ্গার গোচর ॥
শঙ্কর পাতেন শির, পতিত গঙ্গার নীর,
বড়ই বিকট, ধূর্জ্জটির জট,
শঙ্কট মন্দাকিনীর ॥

নৃপতি প্রমাদ শুনি, বলে মা গো সুরধনি।
একি ব্যবহার, জটায় আবার,
কিসে বদ্ধ হলে শুনি ॥
অদ্রিজা বলেন ভূপ, পথ নাহি কোনরূপ।
কেমনে নিস্তার, হইবে আমার,
হর জটা মহাকূপ ॥
নরপতি যুগ্মকরে, ডাকে দেব মহেশ্বরে।
চির জটাভার, গঙ্গার নিস্তার,
গতি পৃথিবী উপরে ॥
সেই খানে অবতার, মহাতীর্থ হরিদ্বার।
নাম ভোগবতী, রসাতলে গতি,
জাহ্নবীর এক ধার ॥
ভগীরথ যায় আগে, জাহ্নবী পশ্চাৎভাগে।
ত্রিবেণী বিশ্রাম, মহাতীর্থ ধাম,
মুক্তি মকর প্রয়াগে ॥
প্রবল যমুনা গতি, গঙ্গা আর সরস্বতী।
এই তিন ধার, ত্রিবেণী প্রচার,
ত্রিলোক আরাধ্য অতি ॥

সুরধনির বিশ্রাম, এক নিশি কাশীধাম।
মহেশ নির্দ্দেশ, পঞ্চ ক্রোশ দেশ;
তীর্থ বারাণসী নাম ॥
জহ্নু মুনি সন্নিধান; জাহ্নবীর অবস্থান।
বিশেষ কারণে, প্রকাশ ভুবনে,
গঙ্গা জাহ্নবী আখ্যান ॥
মুনির আশ্রম স্থান; অতিক্রম করি যান
বিক্রম ধারিণী, উত্তর বাহিণী,
কাগুর পাইল ত্রাণ ॥
সুরধনী অবশেষ, আইলেন গৌড় দেশ
পদ্মের ছলেতে, কিঞ্চিৎ পূর্ব্বেতে,
গঙ্গা করেন প্রবেশ ॥
ভগীরথ যোড় হাতে, বলে যাও কার সাতে
শুনি ভাগিরথী, করিলেন গতি,
ভগীরথের পশ্চাতে ॥
পদ্মের সঙ্গেতে পতি, করিলেন পদ্মাবতি
মুক্তি দিতে তাঁর, শক্তি নাহি আর,
গঙ্গা শাপেতে দুর্গতি ॥

গতি কিবা চমৎকার, হইলেন একধার।
ভৈরব বাহিনী, সাগর গামিনী,
পুনঃ বহে খরতর ॥
অজয় গঙ্গার জল, দরশনে কুতূহল।
প্রফুল্ল অন্তরে, শঙ্খধ্বনি করে,
যত দেবতা মণ্ডল ॥
ক্ষণান্তর অতঃপর, উপনীত ইন্দ্রেশ্বর।
যথা তীর্থ ধাম, ইন্দ্রেশ্বর নাম,
স্নান করে পুরন্দর ॥
মেড়তলা পিছুয়ান, নবদ্বীপ অধিষ্ঠান।
পতিত পাবনী; ত্রিলোক জননী,
তথা রজনী কাটান ॥
তৎপরে ভাগিরথী, হইলেন বেগবতী।
মহা পুণ্যধাম, তীর্থ সপ্তগ্রাম,
পশ্চাৎ করিয়া গতি ॥
আকনা মহেশ স্থান, দক্ষিণ রাখিয়া যান।
গিয়া বিহরোদ, বলেন সুবোধ,
ভগীরথ পুণ্যবান্ ॥

তব সঙ্গে বর্ষান্তর, ভ্রমিতেছি নিরন্তর।
বল বাপ ধন, কোথা পিতৃগণ,
যাব কেমনে গোচর ॥
ভাগিরথী পদতলে, রাজা ভগীরথ বলে।
জননী বচন, রয়েছে স্মরণ,
পূর্ব্ব-দক্ষিণ অঞ্চলে ॥
এই স্থানে সুরেশ্বরী, শত মুখী ভয়ঙ্করী।
সগর সন্তান, পান পরিত্রাণ,
স্বর্গে যান যানোপরি ॥
সাগরে গঙ্গার গতি; ভগীরথ হর্ষমতি।
যান অযোধ্যায়, জাহ্নবীর পায়,
করি অসঙ্খ্য প্রণতি ॥

পঞ্চম শিশুর বিবরণ সমাপ্তঃ।